অন্ত্য-লীলা

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছালঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ॥ ১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
এইমতে মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ইহ সংসারে শচীসূনুঃ শচীনন্দনঃ নোঽস্মান্ অবতু রক্ষতু, যঃ শরজ্জ্যোৎস্নাং রাত্রৌ সিন্ধোঃ সমুদ্রস্য অবকলনয়া দৃষ্ট্যা জাতযমুনাভ্রমাৎ ধাবন্ সন্ 'হরিবিরহতাপার্ণব ইব অস্মিন্ সিন্ধৌ নিমগ্নঃ সন্ অখিলাং রাত্রিং পয়সি জলে নিবসন্ প্রভাতে স্বৈঃ স্বরূপাদিভিঃ প্রাপ্তঃ। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার এই অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে জলকেলি-লীলার আবেশে প্রভুর সমুদ্র-পতনাদিলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যঃ (যিনি) শরজ্জ্যোৎস্নাং (শরৎকালীন জ্যোৎস্নাবতী রজনীতে) সিন্ধোঃ (সমুদ্রের) অবকলনয়া (দর্শনে) জাতযমুনাভ্রমাৎ (যমুনার ভ্রম উৎপন্ন হওয়ায়) ধাবন্ (ধাবিত হইয়া) হরিবিরহতাপার্ণব ইব (কৃষ্ণবিরহতাপ-সমুদ্রের ন্যায়) অস্মিন্ (এই মহাসমুদ্রে) নিমগ্নঃ (নিমগ্ন হইয়া) মূর্চ্ছালঃ (মূর্চ্ছিত অবস্থায়) অখিলাং রাত্রিং (সমস্ত রাত্রি) পয়সি (জলে) নিবসন্ (বাস করিয়া) প্রভাতে (প্রাতঃকালে) স্বৈঃ (স্বরূপাদি স্বীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক) প্রাপ্তঃ (প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) সঃ শচীসূনুঃ (সেই শচীনন্দন) ইহ (এই সংসারে) নঃ (আমাদিগকে) অবতু (রক্ষা করুন)।

অনুবাদ। শরৎকালীন জ্যোস্নাবতী রজনীতে, সমুদ্র দেখিয়া যমুনা-ভ্রমে ধাবিত হইয়া যিনি কৃষ্ণ-বিরহ-তাপ-সমুদ্রের ন্যায় মহাসমুদ্রে নিপতিত হইয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় সমস্ত রাত্রি সমুদ্রজলে বাস করিয়াছিলেন এবং প্রভাতে (মাত্র) স্বরূপাদি স্বীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক যিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই শচী-নন্দন এই সংসারে আমাদিগকে রক্ষা করুন। ১

এই পরিচ্ছেদে বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে এই শ্লোকে। শরৎকালে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে প্রভু সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন; শারদীয় রাত্রি দেখিয়া শারদীয়-রাস-রজনীর কথা গোপীভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে উদিত হইল; তিনি সমুদ্রকেই যমুনা বলিয়া ভ্রম করিলেন এবং রাসাবসানে জলকেলির ভাবে আবিষ্ট হইয়া যমুনাজ্ঞানে সমুদ্রে পতিত হইলেন। ভাবাবিষ্ট প্রভু সমস্ত রাত্রি সমুদ্রেই ছিলেন; প্রাতঃকালে স্বীয় পার্ষদগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২। **রাত্রিদিনে**—রাত্রিতে এবং দিনে, সর্ব্বদাই। **কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে**—কৃষ্ণবিরহজনিত দুঃখের সমুদ্রে।

শরৎকালের রাত্রি শরচ্চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল।
প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান রাত্রি সকল ॥ ৩
উদ্যানে-উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীত-শ্লোক পড়িতে শুনিতে ॥ ৪
কভু প্রেমাবেশে করেন গান নর্ত্তন।
কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ ॥ ৫
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি উতি ধায়।
ভূমি পড়ি কভু মূর্চ্ছা কভু গড়ি যায় ॥ ৬
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পঢ়ে শুনে।
পূর্ব্ববৎ তার অর্থ করয়ে আপনে ॥ ৭
এইমত রাসলীলায় হয় যত শ্লোক।
সভার অর্থ করে প্রভু পায় হর্ষ শোক ॥ ৮
সে সব শ্লোকের অর্থ সে সব বিকার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি বিস্তার ॥ ৯
দ্বাদশবৎসরে যে-যে লীলা ক্ষণেক্ষণে।
অতি বাহুল্যভয়ে গ্রন্থ না কৈল লিখনে ॥ ১০
পূর্ব্বে যেই দেখাঞাছি দিগ্‌দরশন।
তৈছে জানিহ বিকার-প্রলাপ-বর্ণন ॥ ১১
সহস্রবদনে যবে কহয়ে অনন্ত।
একদিনের লীলার তভু নাহি পায় অন্ত ॥ ১২
কোটিযুগপর্য্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ।
একদিনের লীলার তভু নাহি পায় শেষ ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩। **শরৎকাল**—ভাদ্র ও আশ্বিন মাস। **শরচ্চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল**—শরৎকালের নির্ম্মল চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল (ঝলমল)। **রাত্রি সকল**—সকল রাত্রিতেই ; প্রত্যেক রাত্রিতে।

৪। **গীত-শ্লোক**—গীত এবং শ্লোক। **পড়িতে শুনিতে**—কখনও বা প্রভু নিজেই শ্লোকাদি উচ্চারণ করেন, কখনও বা অন্য কেহ পড়েন, প্রভু শুনেন। কখনও প্রভু নিজে গান করেন, কখনও বা অন্যে গান করেন, প্রভু শুনেন।

৫। **করেন গান-নর্ত্তন**—গান করেন ও নৃত্য করেন। **ভাবাবেশে**—ব্রজভাবের আবেশে। **রাস-লীলানুকরণ**—রাসলীলার অনুকরণ (অভিনয়), রাসের ন্যায় নৃত্যগীতাদি করেন।

৬। **ভাবোন্মাদে**—রাধাভাবে দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়া। **ইতি উতি**—এদিক ওদিক ; নানাদিক। **গড়ি যায়**—গড়াগড়ি দেন।

৭। **পঢ়ে শুনে**—নিজে পড়েন বা অন্যের মুখে শুনেন। **পূর্ব্ববৎ**—পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত প্রকারে। **তার অর্থ**—সেই শ্লোকের অর্থ।

৮। শ্রীমদ্‌ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে যত শ্লোক আছে, প্রভু ভাবাবেশে প্রত্যেক শ্লোকের অর্থই করিয়াছেন।

হর্ষ শোক- গোপীদিগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন ও নৃত্যাদির কথা যে সকল শ্লোকে আছে, সে সকল শ্লোকের অর্থ করিবার সময় হর্ষ, আর শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক গোপীদিগের ত্যাগের কথাদি যে সকল শ্লোকে আছে, সে সকল শ্লোকের অর্থ করিবার সময় শোক।

৯। **সে সব শ্লোকের অর্থ**—রাসলীলার শ্লোকের যে সকল অর্থ প্রভু করিয়াছিলেন, তাহা। **সে সব বিকার**—শ্লোকের অর্থ করার সময় প্রভুর দেহে যে সমস্ত ভাব-বিকার প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা। **হয় অতি বিস্তার**—বাড়িয়া যায়।

১১। গ্রন্থবাহুল্য-ভয়ে প্রত্যেক লীলা, প্রত্যেক প্রলাপ এবং প্রত্যেক ভাব-বিকার বর্ণিত হয় নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা হইতেই পাঠকগণ সামান্য কিছু ধারণা করিতে পারিবেন।

১২-১৩। কেবল যে গ্রন্থ-বিস্তৃতির ভয়েই কবিরাজ-গোস্বামী প্রভুর সমস্ত লীলাদি বর্ণনা করেন নাই, তাহা নহে ; তিনি বলিতেছেন, ঐ সকল লীলাবর্ণনে তাঁহার ক্ষমতাও নাই। কারণ, স্বয়ং অনন্তদেব তাঁহার

ভক্তের প্রেমবিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার।
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত, কেবা ছার আর॥ ১৪
ভক্তপ্রেমের যত দশা যে গতি প্রকার।
যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার॥ ১৫
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে।
ভক্তভাব অঙ্গীকরে তাহা আস্বাদিতে॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ঐশী শক্তি লইয়াও এবং তাঁহার সহস্র বদনের সাহায্যেও প্রভুর একদিনের লীলা-কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না; আর লিখন-কৌশলে যিনি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, সেই গণেশ দেবতা হইয়াও কোটিযুগ পর্য্যন্ত লিখিয়াও একদিনের লীলাকাহিনী শেষ করিতে পারেন না; সুতরাং গ্রন্থকারের ন্যায় ক্ষুদ্রজীব একমুখে ও দুই হাতে কিরূপে প্রভুর লীলা বর্ণন করিবেন? ইহা কবিরাজগোস্বামীর দৈন্যোক্তি; তিনি ভগবানের নিত্যপার্ষদ, চিচ্ছক্তির বিলাস; স্বরূপতঃ তিনি জীব নহেন; অনন্তদেব বা গণেশ অপেক্ষা তাঁহার শক্তি কম নহে। তথাপি, প্রভুর লীলা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে যে তিনি অক্ষম, একথাও ঠিক; কারণ, প্রভুর লীলা অনন্ত, অবর্ণনীয়; "ততো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—তাঁহার লীলার মহিমাও অনন্ত, অবর্ণনীয়—কেহই ইহার অন্ত পাইতে পারেন না। অন্যের কথাতো দূরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার লীলা-মহিমার অন্ত পান না—ইহাই পরবর্ত্তী কয় পয়ারে বলিতেছেন।

১৪। ভক্তের প্রেম-বিকার দেখিলে কৃষ্ণও চমৎকৃত হইয়া যান; স্বয়ং কৃষ্ণ যে প্রেমবিকারের অন্ত পান না, অন্যে তাহা কিরূপে জানিবে?

কৃষ্ণের চমৎকার—সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ পর্য্যন্ত চমৎকৃত (বিস্মিত) হইয়া পড়েন; কারণ, এরূপ অদ্ভুত প্রেম-বিকারের কথা বোধহয় স্বয়ং কৃষ্ণও ধারণা করিতে পারেন না।

কৃষ্ণসেবার একমাত্র উপকরণ হইতেছে প্রেম; সুতরাং যাঁহার প্রেম আছে এবং সেই প্রেমের দ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করেন, তিনিই ভক্ত। শ্রীরাধাতে প্রেমের পূর্ণতম-অভিব্যক্তি; প্রেমদ্বারাই তিনি শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করেন; সুতরাং শ্রীরাধা হইলেন মূল ভক্ততত্ত্ব। এই মূল-ভক্ততত্ত্ব-শ্রীরাধার প্রেম লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন; সুতরাং ভক্তের প্রেম-বিকারের অন্ত যখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও পান না, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুতে মূল-ভক্ততত্ত্ব-শ্রীরাধার প্রেমের যে সকল বিকার প্রকটিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি স্বয়ং ভগবানেরও নাই; অন্যের কথা তো দূরে। কারণ, ইহা স্বরূপতঃই অবর্ণনীয় ও অনন্ত। ইহাতে স্বয়ং ভগবানের সর্ব্বজ্ঞতার বা সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয় না; কারণ, যাহার অন্তই নাই, তাহার অন্ত নির্ণয় করিতে না পারিলে কাহারও অক্ষমতা প্রকাশ পায় না। মানুষের শৃঙ্গ কেহ দেখিতে না পাইলে, তাহার দৃষ্টিশক্তির অভাব হইয়াছে বলা যায় না। কারণ, মানুষের শৃঙ্গ নাই-ই; যাহা নাই, তাহা না দেখিলে দৃষ্টিশক্তির অভাব বুঝায় না।

১৫-১৬। ভক্তপ্রেমের যত দশা ইত্যাদি দুই পয়ার।

ভক্তের প্রেম-বিকারের মহিমা যে কৃষ্ণ জানিতে পারেন না, তাহা দেখাইতেছেন এই কয় পয়ারে।

যত দশা—যত অবস্থা; যত স্তর। **যে গতি প্রকার**—যেরূপ গতির বৈচিত্র্য; অথবা যেরূপ গতি ও যেরূপ প্রকার (প্রকৃতি, স্বরূপ), যে প্রকার স্বরূপ ও যে প্রকার অভিব্যক্তি। **যত দুঃখ**—ভক্তপ্রেমের যত দুঃখ। **যত সুখ**—ভক্তপ্রেমের যত সুখ। **যতেক বিকার**—ভক্তপ্রেমের যত রকম বিকার। **সম্যক্ না পারে জানিতে**—সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন না; আংশিকমাত্র জানেন। প্রেমের অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত স্তরের আশ্রয়, সে সমস্ত স্তর-সম্বন্ধে সমস্তই তিনি জানেন। কিন্তু তিনি মাদনাখ্য মহাভাবের বিষয়-মাত্র, আশ্রয় নহেন; সুতরাং মাদনাখ্য-মহাভাবের প্রকৃতি তিনি সম্যক্ অবগত নহেন। একমাত্র শ্রীরাধাই এই মাদনাখ্য-মহাভাবের আশ্রয়; এই মাদনাখ্য-মহাভাবের বিক্রম, ইহাতে কি সুখ এবং কি দুঃখ, তাহা কেবল শ্রীরাধাই জানেন, আর কেহ জানে না। অথচ তাহা জানিবার নিমিত্ত ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত লোভ জন্মে; এই লোভের

কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম ভক্তেরে নাচায়। | আপনে নাচয়ে—তিনে নাচে একঠাঁয় ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বশীভূত হইয়াই মাদনাখ্যমহাভাব আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি মূল-ভক্ততত্ত্ব শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া গৌররূপে প্রকট হইলেন। এই প্রেমের সুখ-দুঃখের অনুভব যে শ্রীকৃষ্ণের নাই, তাঁহার লোভই তাহার প্রমাণ। যে বস্তু আস্বাদিত হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত প্রবল লোভ জন্মিতে পারে না।

ভক্তভাব—মূল-ভক্ততত্ত্ব শ্রীরাধার ভাব। **তাহা আস্বাদিতে**—ভক্ত-প্রেম (মূল ভক্ততত্ত্ব শ্রীরাধার প্রেম) আস্বাদন করিতে।

ভক্ত-প্রেমের এমনি প্রভাব যে, ইহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার করাইয়া থাকে। রাধা-ভাবাবিষ্ট গৌরই ভক্তভাবাপন্ন শ্রীকৃষ্ণ।

১৭। এই পয়ারে প্রেমের আর একটী অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন। এই বৈশিষ্ট্যটী হইতেছে প্রেমের অসাধারণ শক্তি—যে শক্তির প্রভাবে প্রেম কৃষ্ণকে নাচায়, ভক্তকে নাচায়, এবং প্রেমকেও নাচায়; আবার কৃষ্ণ, ভক্ত ও প্রেম—এই তিনকেও একত্রে নাচায়।

প্রেম একটী ভাব-বস্তু, ইহার আশ্রয় হইতেছে চিত্ত। এই ভাব-বস্তু যে প্রেম, তাহার প্রভাবেই কৃষ্ণ, ভক্ত এবং প্রেম নৃত্য করে; কিন্তু যে প্রেম নিজে নৃত্য করে, তাহা বোধহয় ভাব-বস্তু নহে; কারণ, কৃষ্ণ এবং ভক্তের ন্যায় ভাব-বস্তুর নৃত্য সম্ভব হয় না। যে প্রেম নৃত্য করে, তাহা একটী মূর্ত্তবস্তু হওয়াই সম্ভব; তাহাই যদি হয়, তবে এই মূর্ত্ত প্রেমটী কি?

সম্ভবতঃ প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধাই মূর্ত্ত-প্রেম। যেহেতু, প্রথমতঃ ভাব-প্রেমের চরম-পরিণতি যে মহাভাব, সেই মহাভাবই হইল শ্রীরাধার স্বরূপ; শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপিণী। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরাধার দেহ, ইন্দ্রিয় এবং চিত্তাদি সমস্তই প্রেমের দ্বারা গঠিত; তাই চরিতামৃত বলিয়াছেন, শ্রীরাধার—"কৃষ্ণপ্রেম-বিভাবিত চিত্তেন্দ্রিয়-কায়। ১।৪।৬১॥' আবার, "প্রেমের স্বরূপ—দেহ প্রেম-বিভাবিত। ২।২।১২৪॥" "আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবি-তাভি রিত্যাদি" শ্লোকে ব্রহ্ম-সংহিতাও ঐ কথাই বলিতেছেন। শ্রীরাধাকে মূর্ত্ত প্রেম বলিয়া মনে করা যায়, আবার ভাবরূপ প্রেমের চরম-পরিণতিও শ্রীরাধাতেই।

আবার, ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কৃষ্ণসেবার প্রধান উপকরণ প্রেম (ভাব); যাঁহার এই প্রেম আছে এবং এই প্রেমের সহিত যিনি শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন, তিনিই ভক্ত-শব্দবাচ্য। এইরূপে, শ্রীরাধাই হইলেন মূল-ভক্ততত্ত্ব; কারণ, তাঁহাতেই প্রেমের চরম-পরিণতির আশ্রয়। তাঁহার কায়ব্যূহরূপা সখীগণও ঐ কারণে ভক্ত-পদবাচ্যা। শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর-মাত্রেই ভক্ত-পদবাচ্য; কারণ, সকলেই নিজ নিজ ভাবানুকূল প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন। এতদ্ব্যতীত, প্রাকৃত প্রপঞ্চে যাঁহারা যথাবস্থিত দেহে থাকিয়া ভজন করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও সাধক ভক্ত এবং সিদ্ধভক্তগণ আছেন।

কৃষ্ণেরে নাচায়—প্রেম কৃষ্ণকে নাচায়; প্রেমের প্রভাবে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও নৃত্য করেন। রাসাদি-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য প্রসিদ্ধ। চিত্ত যখন আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তখনই নৃত্য প্রকাশ পায়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, নির্ব্বিকার; অধিকন্তু তিনি স্বয়ংই আনন্দস্বরূপ; তাঁহাকে আনন্দিত করিতে পারে, তাঁহার চিত্তেও আনন্দ-বিকার সঞ্চারিত করিতে পারে, এমন শক্তি কার আছে? একমাত্র প্রেমেরই এই শক্তি আছে; প্রেমের প্রভাবে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও আনন্দাতিশয্যে নৃত্য করিতে থাকেন।

ভক্তেরে নাচায়—শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাকৃতজগতের সাধক ও সিদ্ধভক্তগণ পর্য্যন্ত সকলেই প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়া থাকেন। রাসাদিলীলায় শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরদের নৃত্য সুপ্রসিদ্ধ। আবার "এবং ব্রতঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ।—ভাঃ ১১।২।৪০॥”—ইত্যাদি শ্লোকে প্রাকৃত-জগতের ভক্তদের প্রেমানন্দ-নৃত্যেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

আপনে নাচয়ে—প্রেম নিজেও নিজের প্রভাবে নৃত্য করিয়া থাকে। রাসাদি-লীলায় মূর্ত্ত-প্রেমরূপা শ্রীরাধার নৃত্যাদি সর্ব্বজনবিদিত।

তিনে নাচে একঠাঁয়—কৃষ্ণ, ভক্ত ও প্রেম, এই তিনেই একস্থানে নৃত্য করেন। এস্থলে “ভক্ত” বলিতে বোধহয় কেবল “কৃষ্ণপরিকর”ই বুঝায়; কারণ, প্রাকৃত-জগতের সাধক ও সিদ্ধভক্তের পক্ষে যথাবস্থিত দেহে, শ্রীকৃষ্ণ ও মূর্ত্তপ্রেমরূপা শ্রীরাধার সহিত একই স্থানে নৃত্য সম্ভব নহে।

প্রেমের প্রভাবে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, মূর্ত্ত-প্রেমরূপা শ্রীরাধা এবং ভক্তরূপা শ্রীরাধার সহচরীগণ সকলেই একসঙ্গে রাসাদিতে নৃত্য করিয়াছিলেন। আবার, এই তিনেরই সম্মিলিত বিগ্রহ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু—কারণ, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করাতে তিনি শ্রীরাধা এবং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া তিনি ভক্তও। এই শ্রীকৃষ্ণ, ভক্ত ও প্রেমের মিলিত বিগ্রহ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রেমাবেশে নৃত্যাদি চিরপ্রসিদ্ধ।

“নাচায়” শব্দের “অঙ্গভঙ্গ্যাত্মক নৃত্যে প্রবৃত্ত করায়” অর্থ ধরিয়াই পূর্ব্বোক্তরূপ আলোচনা করা হইয়াছে। “নাচায়” শব্দের **অন্য অর্থও** হইতে পারে।

নাচায়—পরিচালিত করে, নিয়ন্ত্রিত করে। প্রেমের এমনি অদ্ভুত শক্তি যে, ইহা ভক্তকে এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রিত তো করেই, সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিয়া যেন পুতুলের মত নাচাইতে পারে।

কৃষ্ণকে নাচায়—প্রেম শ্রীকৃষ্ণকেও পরিচালিত করে। সমুদ্রের তরঙ্গে একখণ্ড তৃণ পতিত হইলে তাহা যেমন তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই ভাসিয়া যায়, তরঙ্গ তাহাকে যে দিকে নিয়া যায়, সেই দিকে ভাসিয়া যাওয়া ব্যতীত তৃণ-খণ্ডের যেমন অন্য কোনও দিকে যাওয়ার শক্তি থাকে না; প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গে নিপতিত কৃষ্ণের অবস্থাও তদ্রূপ; প্রেমের তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকে যে দিকে লইয়া যাইবে, শ্রীকৃষ্ণকেও সেই দিকেই যাইতে হইবে; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও অন্য দিকে যাওয়ার আর তাঁহার তখন শক্তি থাকে না; তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা হইলেও তিনি প্রেমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া পারেন না। এমনি অদ্ভুত প্রেমের শক্তি। প্রেমের এই অদ্ভুত শক্তির প্রভাবেই বিভু-বস্তু হইয়াও তাঁহাকে ব্রজেশ্বরীর হাতে বন্ধন স্বীকার করিতে হইয়াছে—সর্ব্বারাধ্য হইয়াও তাঁহাকে ব্রজরাজের পাদুকা মস্তকে বহন করিতে হইয়াছে; সুবলাদি রাখালগণকে নিজের স্কন্ধে বহন করিতে হইয়াছে এবং তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে হইয়াছে। প্রেমের এই অদ্ভুত শক্তির প্রভাবেই পূর্ণকাম হইয়াও, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও তাঁহাকে যজ্ঞপত্নীদের নিকটে অন্ন ভিক্ষা করিতে হইয়াছে, সুদামাবিপ্রের চিপিটকের জন্য এবং বিদুর-পত্নীর কদলী-বল্কলের জন্য লালায়িত হইতে হইয়াছে, দ্রৌপদীর স্থালী হইতে এক টুকরা মাত্র শাক ভক্ষণ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে হইয়াছে—সর্ব্বসেব্য হইয়াও তাঁহাকে অর্জ্জুনের রথের সারথ্য করিতে হইয়াছে, সত্যস্বরূপ হইয়াও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হইয়াছে। ব্রহ্মাশিবাদি কত চেষ্টা করিয়াও যাঁহার চরণসেবা পায়েন না, প্রেমের বশীভূত হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণকে, “দেহি পদপল্লবমুদারম্” বলিয়া অতি দীনভাবে আভীর-বালিকার পদপ্রান্তে করযোড়ে নিপতিত হইতে হইয়াছে। সমস্ত লোক-পালগণ যাঁহার পাদপীঠে মস্তক স্পর্শ করাইতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন, প্রেমের বশীভূত হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণকেই গোপ-বালিকার কোটালগিরি করিতে হইয়াছে, তাঁহার চরণযুগল অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিয়া দিতে হইয়াছে; যাঁহার কৃপাকটাক্ষের নিমিত্ত স্বয়ং নারায়ণ পর্য্যন্ত লালায়িত, প্রেমের প্রভাবে সেই শ্রীকৃষ্ণকে দেয়াশিনী নাপিতানী প্রভৃতি ছদ্মবেশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আভীর-পল্লীর অবলা-বিশেষের কৃপা ভিক্ষা করিতে হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে এতসব করিয়াছেন, তাহা অনিচ্ছা বা বিরক্তির সহিত নহে, পরন্তু বিশেষ আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার সহিতই এসমস্ত কাজ করিয়া অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। শিষ্যকে গুরু যে ভাবে পরিচালিত করে, শ্রীরাধার প্রেমও শ্রীকৃষ্ণকে ঠিক সেই ভাবেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে; ইহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অতি গৌরবের সহিত নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন:—"রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি—শিষ্য নট। সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥ ১।৪।১০৮॥" শ্রীরাধিকার প্রেমের এই অদ্ভুত শক্তির কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন:—"পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত। না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে সদা করয়ে বিহ্বল॥ ১।৪।১০৬।৭॥"

ভক্তেরে নাচায়—শ্রীকৃষ্ণের পরিকরবর্গও, স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায়, আপনা ভুলিয়া প্রেমের স্রোতে ভাসিয়া যায়েন; প্রেমের অপূর্ব্ব শক্তিতে তাঁহাদেরও আর দিগ্ বিদিক্ জ্ঞান থাকে না, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। প্রেমের এই মহিয়সী শক্তিতে, ব্রজসুন্দরীগণ—বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্মাদি তো ত্যাগ করিয়াছিলেনই, অধিকন্তু যাহার রক্ষার নিমিত্ত কুলবতী রমণীগণ অম্লানবদনে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে,—সেই আর্য্যপথ পর্য্যন্ত তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর ডাকে যখন তাঁহাদের প্রেমসমুদ্রে বান ডাকিল—তখন ঐ বানের মুখে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিষয়ক সাজসজ্জার পারিপাট্য-জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত তাঁহাদের ভাসিয়া গেল। তাই তাঁহারা নয়নের কাজল দিলেন চরণে, আর চরণের আলতা দিলেন নয়নে; গলার হার পরিলেন কোমরে, আর কোমরের ঘুন্টি পরিলেন গলায়। এই ভাবেই প্রেম তাঁহাদিগকে নাচাইয়াছিল।

আর প্রাকৃত-জগতের সাধক ও সিদ্ধভক্তগণ, প্রেমের অদ্ভুত শক্তিতে, তাঁহাদের পদমর্য্যাদাদি ভুলিয়া দেশকাল-পাত্র ভুলিয়া, লোক-লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া—কখনও বা হাসেন, কখনও বা কাঁদেন, কখনও বা চীৎকার করেন, কখনও বা নৃত্য করেন—ঠিক যেন উন্মত্ত।

আপনে নাচয়ে—মূর্ত্তপ্রেমরূপ শ্রীরাধাও প্রেমের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। প্রেমের প্রভাবে, রাজনন্দিনী এবং কুলবধূ হইয়াও তিনি লোক-ধর্ম্ম বেদধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্তই অম্লানবদনে বিসর্জ্জন দিয়াছেন—ঘরকে বাহির করিয়াছেন, বাহিরকে ঘর করিয়াছেন। প্রেমের অঙ্গুলি-হেলনে, লজ্জাশীলা কুলবধূ হইয়াও শ্বাশুড়ী-ননদিনী প্রভৃতির সম্মুখ দিয়া কখনও বা রাখালের বেশে দূর বনপ্রান্তে, আবার কখনও বা চিকিৎসকের বেশে ব্রজরাজের গৃহেই উপস্থিত হইতেন; কখনও বা প্রাণবল্লভের অঙ্কে বসিয়াই তাঁহার অনুপস্থিতি-বোধে বিরহ-বেদনায় অধীর হইতেছেন, আবার কখনও বা তরুণ-তমালকেই শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ-মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেছেন। কখনও বা শ্রীকৃষ্ণ চক্ষুর অন্তরাল হইলেই অসহ্যবিরহ-যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিত হইতেছেন, আবার কখনও বা যুক্তকরে পদানত কৃষ্ণকেও অভিমানভরে কুঞ্জ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিতেছেন। কখনও বা শ্রীকৃষ্ণকে কুঞ্জে সমাগত ও তাঁহারই নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত জানিয়াও গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন না, আবার কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান-কালেও কুঞ্জে অভিসার করিয়া শয্যাদি রচনা করিতেছেন। এইভাবেই প্রেম মূর্ত্তপ্রেমরূপা শ্রীরাধাকে নাচাইয়াছেন।

অথবা, প্রেম-শব্দে মূর্ত্ত-প্রেম না ধরিয়া যদি অমূর্ত্ত-প্রেম বা ভাব-বস্তু-বিশেষকে ধরা যায়, তাহা হইলেও অর্থ হইতে পারে। প্রেম নিজে নাচে। নৃত্যে উত্থান-পতন আছে, গতিভঙ্গী আছে; সমুদ্রের তরঙ্গেও উত্থান-পতন আছে, গতিভঙ্গী আছে; সুতরাং তরঙ্গকে সমুদ্রের নৃত্য বলা যায়। প্রেমের বৈচিত্রীতেও উত্থান-পতন আছে, গতি-ভঙ্গী আছে; হর্ষ-বিষাদ, মিলন-বিরহ প্রভৃতিই প্রেম-হিল্লোলের উত্থান-পতন; আর বাম্য-দাক্ষিণ্যাদি, মৃদুত্ব ও প্রখরত্বাদি প্রেমের গতি-ভঙ্গী; সুতরাং এইরূপে কিল-কিঞ্চিতাদি বিংশতি ভাব, সঞ্চারিভাব, প্রেম বৈচিত্ত্যাদি সমস্ত প্রেম-বৈচিত্রীই প্রেমের নর্ত্তন-সূচক। এই সমস্তের হেতুও প্রেমই, প্রেম ব্যতীত অপর কিছুই নহে। সুতরাং প্রেম নিজেও নাচে, অর্থাৎ নিজের প্রভাবেই সমস্ত বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে।

এই প্রেমের আর একটী অদ্ভুত নৃত্য এই যে, ইহা মূর্ত্তপ্রেমরূপা শ্রীরাধার দেহকে যেন গলাইয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্যামতনুর উপরে সর্ব্বতোভাবে লেপন করিয়া দিয়াছে, আর তাঁহার চিত্তটীকেও গলাইয়া যেন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে লেপন

প্রেমের বিকার বর্ণিতে চাহে যেইজন।
চান্দ ধরিতে চাহে যেন হইয়া বামন ॥ ১৮

বায়ু যৈছে সিন্ধুজলের হরে এক কণ।
কৃষ্ণপ্রেমা-কণের তৈছে জীবের স্পর্শন ॥ ১৯

ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাহাঁ তার পাইবেক অন্ত ? ॥ ২০

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি গণ ॥ ২১

জীব হঞা করে যেই তাহার বর্ণন।
আপনা শোধিতে তার ছোঁয় এক কণ ॥ ২২

এইমত রাসের শ্লোক সকলি পঢ়িলা।
শেষে জলকেলির শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিয়া দিয়াছে, শ্রীরাধার ভাবগুলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভাবগুলিকেও লেপন করিয়া দিয়াছে। তাই রূপে, মনে এবং ভাবে শ্রীরাধা হইয়াই যেন শ্রীকৃষ্ণ নূতন এক স্বরূপে গৌর-রূপে আবির্ভূত হইলেন। এই গৌর-রূপ রাধাপ্রেমের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।

তিনে নাচে একঠাঁয়—একই ব্রজধামে প্রেম পুতুলের ন্যায় (পূর্ব্বোক্তরূপে) কৃষ্ণকে নাচাইতেছে, ভক্তকে (পরিকরবর্গকে) নাচাইতেছে, মূর্ত্ত-প্রেম শ্রীরাধাকে নাচাইতেছে (অথবা, অমূর্ত্ত বা ভাববস্তু প্রেম নিজেই নিজের প্রভাবে নানাবিধ বৈচিত্রী ধারণ করিতেছে)। অথবা, রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন তিনিই কৃষ্ণ ও ভক্তের মিলিত বিগ্রহ; অথবা তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং মূল-ভক্ত-তত্ত্ব-শ্রীরাধার মিলিত বিগ্রহ। তাঁহাতে শ্রীরাধার প্রেমও আছে; এই প্রেম নিজের প্রভাবে, শ্রীকৃষ্ণ ও মূল-ভক্ত-তত্ত্বের মিলিত বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নানাভাবে পুতুলের ন্যায় নাচাইতেছে এবং নিজেও ঐ বিগ্রহেই (একঠাঁয়) নানাবিধ বৈচিত্রী ধারণ করিতেছে (যেমন ব্রজে শ্রীরাধার দেহে করিত)।

১৮। যদি কেহ প্রেমের বিকার বর্ণনা করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহার চেষ্টা—বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার চেষ্টার ন্যায়—বাতুলের চেষ্টা মাত্র। প্রেমের বিকার বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহে।

১৯। তথাপি জীব যে প্রেম-বিকার বর্ণন করিতে চেষ্টা করে, তাহা প্রেম-বিকার বর্ণনের চেষ্টা নহে, কৃষ্ণ-প্রেম-সমুদ্রের একটী কণিকা-স্পর্শ করিয়া আত্ম-শোধনের চেষ্টা মাত্র—যেমন, বায়ু সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াও সমুদ্র-জলের কণিকামাত্র আহরণ করিতে পারে, সমুদ্রের সমস্ত জলকে আহরণ করিতে পারে না, সমস্ত জলের কথা তো দূরে, এক কণিকার অতিরিক্ত কিছুই আহরণ করিতে পারে না; তদ্রূপ, যাঁহারা প্রেমের বর্ণনা দিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা প্রেমের সম্যক্ বর্ণনা দিতে পারেন না—সামান্য অংশের বর্ণনাও দিতে পারেন না, কেবল প্রেম-সমুদ্রের এক কণিকা মাত্র স্পর্শ করেন—এই এক কণিকারও বর্ণনা কিন্তু দিতে পারেন না।

২০। জীব ছার—তুচ্ছ জীব। **কাঁহা**—কিরূপে, কোথায়।

২১। যাহা করে আস্বাদন—যে প্রেম আস্বাদন করেন। **স্বরূপাদিগণ**—স্বরূপদামোদরাদি প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণই জানেন, অপর কেহ তাহা জানে না।

২৩। জলকেলির শ্লোক—শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্লোকে গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জলকেলির বর্ণনা আছে, তাহা; পশ্চাদুদ্ধৃত "তাভির্যুতঃ" ইত্যাদি শ্লোক। **পঢ়িতে লাগিলা**—প্রভু পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

তথাহি (ভাঃ ১০।৩৩।২২)—

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ জলকেলিমাহ তাভিরিতি। তাসামঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টা সংমর্দ্দিতা যা স্রক্ তস্যাঃ অত স্তাসাং কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ সম্বন্ধিভিঃ গন্ধর্ব্বপালিভিঃ গন্ধর্ব্বপাঃ গন্ধর্ব্বপতয়ঃ ইব গায়ন্তি যে অলয় স্তৈরনুদ্রুতঃ অনুগতঃ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বাঃ উদকং আবিশৎ। ভিন্নসেতু র্বিদারিতবপ্রঃ। স্বয়ং চাতিক্রান্তলোকমর্য্যাদঃ। স্বামী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো।। ২। অন্বয়। গজীভিঃ (করিণীগণের সহিত) ইভরাট্ ইব (করিরাজের ন্যায়—ভিন্নসেতু বা বিদারিততট করিরাজ যেমন নদীতট বিদারণহেতু পরিশ্রান্ত হইয়া করিণীগণের সহিত জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ) অঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ (গোপাঙ্গনাগণের অঙ্গসঙ্গদ্বারা সম্মর্দ্দিত পুষ্পমালার) কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ (এবং তাঁহাদের কুচকুঙ্কুমদ্বারা রঞ্জিত পুষ্পমালার সম্বন্ধী—পুষ্পমালার গন্ধে আকৃষ্ট) গন্ধর্ব্বপালিভিঃ (গন্ধর্ব্বপতিদিগের ন্যায় গানপরায়ণ ভ্রমরকুল কর্ত্তৃক) অনুদ্রুতঃ (অনুসৃত হইয়া) শ্রান্তঃ (পরিশ্রান্ত—জনগণ-মনোরম-গোপাল-লীলানুসরণে ক্লান্ত) ভিন্নসেতুঃ (এবং অতীত-লোকবেদমর্য্যাদ) সঃ (সেই শ্রীকৃষ্ণ) তাভিঃ (সেই গোপাঙ্গনাগণের সহিত) যুতঃ (যুক্ত হইয়া — তাঁহাদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া) শ্রমং (শ্রান্তি) অপোহিতুং (দূর করিবার উদ্দেশ্যে) বাঃ (জলে) আবিশৎ (প্রবেশ করিলেন)।

অনুবাদ। বিদারিত-তট (নদীতটকে যে বিদারিত করিয়াছে এরূপ) করিরাজ যেরূপ পরিশ্রান্ত হইয়া পরিশ্রান্তা করিণীগণের সহিত জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ, গোপাঙ্গনাগণের অঙ্গ-সঙ্গদ্বারা সম্মর্দ্দিত, সুতরাং তাঁহাদের কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিত পুষ্পমালার গন্ধে আকৃষ্ট এবং গন্ধর্ব্ব-পতি-সদৃশ গান-পরায়ণ ভ্রমরগণ-কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া—(জনমনোরম-গোপাল-লীলানুসরণে) পরিশ্রান্ত অতীত-লোক-বেদ-মর্য্যাদ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গোপপত্নীগণে পরিবৃত হইয়া শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত যমুনার জলে প্রবেশ করিলেন। ২

শারদীয়-মহারাসে রাসনৃত্যাদিতে যে শ্রম জন্মিয়াছিল, জলকেলি দ্বারা সেই শ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে অবতরণ করিয়াছিলেন ; তাহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

হস্তিনীগণের সহিত মিলিত হইয়া নদীতট ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে পরিশ্রান্ত হইলে নদীজলে বিহার করিয়া সেই শ্রান্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যে **গজীভিঃ**—করিণী বা হস্তিনীগণের সহিত, হস্তিনীগণে পরিবৃত হইয়া **ইভরাট্ ইব**—ইভ (হস্তী) গণের রাজার ন্যায়—করিরাজ যেমন নদীজলে প্রবেশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ **শ্রান্তঃ**— পরিশ্রান্ত, জনগণ-মনোহর-রাসনৃত্যাদিরূপ গোপাল-লীলার অনুষ্ঠানে ক্লান্ত হইয়া **ভিন্নসেতুঃ**—(হস্তিপক্ষে, ভিন্ন-বিদারিত হইয়াছে সেতু বা তট যৎকর্ত্তৃক, যৎকর্ত্তৃক নদীতট বিদীর্ণ হইয়াছে, সেই হস্তী ; কৃষ্ণপক্ষে) অতীত-লোক-বেদমর্য্যাদ ; যিনি লোকমর্য্যাদা ও বেদমর্য্যাদার অতীত ; যিনি লোকধর্ম্ম ও বেদধর্ম্মের অতীত ; (ভিন্ন বা অতিক্রান্ত হইয়াছে সেতু বা লোক-বেদ-মর্য্যাদা যৎকর্ত্তৃক। লোকধর্ম্ম এবং বেদধর্ম্মই জীবের পক্ষে ইহকাল ও পরকালের সংযোজক সেতুতুল্য ; লোকধর্ম্ম ও বেদধর্ম্মের পালন-জনিত ধর্ম্মাদিই জীবের পরকাল নির্দ্ধারিত করিয়া থাকে, পরকালে যথাযোগ্যস্থানে তাহাকে পাঠাইয়া দেয় ; তাই লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্মকে ইহকালের সহিত পরকালের সংযোজক সেতু বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণ জীব নহেন—তিনি নিত্য অনাদি বস্তু ; সুতরাং ইহকাল বা পরকাল তাঁহার-সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না—ইহ-পরকালের সংযোজক-সেতুরূপ লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্মের -মর্য্যাদা-পালনের কথাও তাঁহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না ; তিনি এসমস্তের অতীত ; বেদধর্ম্মের ও লোকধর্ম্মের

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে-ভ্রমিতে।
এক টোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে ॥ ২৪

চন্দ্রকান্ত্যে উছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল ॥ ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অতীত) **সঃ**—সেই শ্রীকৃষ্ণ, রাসবিলাসী-শ্রীকৃষ্ণ **তাভিঃ**—সেই গোপাঙ্গনাদের দ্বারা **যুতঃ**—পরিবৃত হইয়া **বাঃ**—জলে, যমুনার জলে **আবিশৎ**—প্রবেশ করিলেন; জলে নামিলেন। কি জন্য? **শ্রমং অপোহিতুং**—শ্রম দূর করার নিমিত্ত; রাস-নৃত্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণের এবং গোপীদিগের যে পরিশ্রম হইয়াছিল, জলকেলি-আদি দ্বারা তাহা দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে তাঁহারা যমুনার জলে প্রবেশ করিলেন। কি রকম ভাবে প্রবেশ করিলেন? **গন্ধর্ব্বপালিভিঃ**—গন্ধর্ব্বপ (গন্ধর্ব্বপতি, শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্বগণ) তুল্য অলি (ভ্রমরগণ) কর্ত্তৃক **অনুদ্রুতঃ**—অনুসৃত হইয়া। ব্রজতরুণীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাজলে অবতরণ করিতেছিলেন, ভ্রমরগণ তখন তাঁহাদের পাছে পাছে ধাবিত হইতেছিল; এই ধাবমান ভ্রমরগণের মৃদুমধুর গুন্ গুন্ শব্দ গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠদিগের গানের ন্যায় মধুর ও শ্রুতিসুখকর ছিল। কিন্তু ভ্রমরগণ কোথা হইতে সেস্থানে আসিয়াছিল? শ্রীকৃষ্ণের গলায় যে পুষ্পমালা ছিল, সেই পুষ্পমালার গন্ধে আকৃষ্ট হইয়াই ভ্রমরগণ সেইস্থানে আসিয়াছিল। কিরূপ ছিল সেই পুষ্পমালা? **অঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ**—(ব্রজতরুণীদিগের) অঙ্গের সহিত (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের) সঙ্গ দ্বারা ঘৃষ্ট (সম্মর্দ্দিত) যে স্রক্ (পুষ্পমালা) তাহার; রাসনৃত্যাদিতে ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিবিড় আলিঙ্গনাদিকালে কৃষ্ণবক্ষঃস্থ পুষ্পমালা বিশেষরূপে সম্মর্দ্দিত হইয়াছিল; এইরূপে সম্মর্দ্দিত মালার গন্ধে ভ্রমরগণ আকৃষ্ট হইয়াছিল। মালা আর কিরূপ ছিল? **কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ**—ব্রজতরুণীদিগের কুচস্থিত কুঙ্কুমের দ্বারা রঞ্জিত; তরুণীদিগের কুচযুগলে যে কুঙ্কুম-প্রলেপ ছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃস্থ পুষ্পমালায় সংলগ্ন হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা সেই পুষ্পমালা রঞ্জিত হইয়াছিল; এইরূপে রঞ্জিত ও সম্মর্দ্দিত পুষ্পমালার গন্ধে আকৃষ্ট হইয়াই ভ্রমর-সমূহ তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল।

২৪। **এইমত**—রাস-লীলার শ্লোক ও গীত পড়িতে পড়িতে ও শুনিতে শুনিতে এবং ভাবাবেশে কখনও বা গান ও নৃত্য করিতে করিতে।

প্রভু যখন প্রেমাবেশে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন উদ্যানকেই তিনি বৃন্দাবন মনে করিয়াছিলেন। ইহা দিব্যোন্মাদের উদ্ঘূর্ণার লক্ষণ।

এক টোটা হইতে—এক উদ্যান হইতে। যে উদ্যানে তখন ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই উদ্যান হইতে। কোন কোন গ্রন্থে "আই টোটা" পাঠান্তর আছে। একটী উদ্যানের নাম আই টোটা। "আই" বলিতে "যুঁই" ফুলকে বুঝায়, "টোটা" অর্থ উদ্যান। আই টোটা—যুঁই ফুলের বাগান।

সমুদ্র দেখে আচম্বিতে—প্রভু হঠাৎ সমুদ্র দেখিতে পাইলেন। উদ্যানটী সমুদ্রের তীরেই অবস্থিত ছিল; প্রেমাবেশে প্রভু এতক্ষণ সমুদ্রকে লক্ষ্য করেন নাই। সমুদ্র দেখিয়াই প্রভুর যমুনা-জ্ঞান হইল।

২৫। **চন্দ্রকান্ত্যে**—চন্দ্রের কান্তিতে, জ্যোৎস্নায়।

সমুদ্রের তরঙ্গের উপরে চন্দ্রের জ্যোৎস্না পতিত হওয়ায় উচ্ছলিত তরঙ্গসমূহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—দেখিলে মনে হয়, ঠিক যেন যমুনার জল চন্দ্রকিরণে ঝলমল করিতেছে।

সমুদ্রের উজ্জ্বল তরঙ্গ দেখিয়াই প্রভু মনে করিলেন—এই যমুনা (উদ্ঘূর্ণা)। অমনি রাধাভাবের আবেশে দৌড়িয়া গিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, আর কেহ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

অলক্ষিতে—অন্যের অলক্ষিতে; প্রভু কোন্ সময় অকস্মাৎ জলে ঝাঁপ দিলেন, তাহা কেহই দেখিতে পাইলেন না; তরঙ্গের শব্দে ঝাঁপ দেওয়ার শব্দও ডুবিয়া গিয়াছিল, তাই তাহাও কেহ শুনিতে পাইল না। সুতরাং প্রভু যে সমুদ্রে পড়িয়াছেন, ইহা কেহ জানিতেও পারিল না, এরূপ সন্দেহও কেহ করিতে পারিল না।

যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা॥ ২৬
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে॥ ২৭
তরঙ্গে বহিয়া বুলে যেন শুষ্ককাষ্ঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট॥ ২৮
কোণার্কের দিগে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবাঞা রাখে, কভু ভাসাঞা লঞা যায়॥২৯
'যমুনাতে জলকেলি গোপীগণসঙ্গে।
কৃষ্ণ করে'—মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে॥ ৩০
ইহাঁ স্বরূপাদি গণ প্রভু না দেখিয়া।
'কাহাঁ গেলা প্রভু?' কহে চমকিত হঞা॥ ৩১
মনোবেগে গেলা প্রভু, লখিতে নারিলা।
প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা—॥৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সিন্ধু-জলে—সমুদ্রের জলে।

২৭। **পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা**—সমুদ্রে পড়া মাত্রই প্রভু ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইলেন।

কিছুই না জানে—মূর্চ্ছিত হওয়ায় তিনি কোথায় কি অবস্থায় আছেন, তাহা প্রভু জানিতে পারিলেন না; এদিকে তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কখনও বা তিনি ডুবিতেছেন, কখনও বা ভাসিয়া উঠিতেছেন।

পরবর্ত্তী "কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্দাবন (৩।১৮।৭৭)" ইত্যাদি প্রভুর প্রলাপোক্তি হইতে মনে হয়, প্রভু যখন সমুদ্রকেই যমুনা মনে করিলেন, তখনই প্রভু মনে করিলেন, এই যমুনার তীরেই বৃন্দাবন; স্মুতরাং বৃন্দাবন অতি নিকটেই; দৌড়াইয়া সেখানে গেলেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইবেন। ইহা ভাবিয়াই প্রভু রাধাভাবের আবেশে দৌড়াইয়া চলিলেন, ক্ষণ-মধ্যেই নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে পড়িয়া গেলেন, প্রভুর কিন্তু বাহ্যানুসন্ধান নাই, তিনি যে সমুদ্রে পড়িয়াছেন, ইহা তিনি জানেন না, ভাবের আবেশে তিনি মনে করিয়াছেন, তিনি শ্রীবৃন্দাবনেই গিয়াছেন। ইহাও উদ্ঘূর্ণার লক্ষণ।

২৮। **তরঙ্গে বহিয়া**—তরঙ্গের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া। **বুলে**—ভ্রমণ করে। **যেন শুষ্ক কাষ্ঠ**—শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন তরঙ্গের মুখে ভাসিয়া যায়, প্রভুও তেমনি ভাসিয়া চলিলেন; তিনি সাঁতারও দিলেন না, তীরে উঠিবার জন্যও কোন চেষ্টা করিলেন না। তাঁর তখন বাহ্যজ্ঞানই ছিল না। **চৈতন্যের নাট**—চৈতন্যের লীলা।

সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও প্রভু কেন শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় অসাড় অবস্থায় ভাসিয়া যাইতেছেন, তাহা কে বলিবে? ইহাও মাদনাখ্য-মহাভাবের এক অদ্ভুত প্রভাব। প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গেই যেন প্রভু ভাসিয়া যাইতেছেন।

২৯। **কোণার্ক**—পুরীর নিকটবর্ত্তী স্থান-বিশেষ; ইহা সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

৩০। প্রভুকে যে তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, প্রভুর সে জ্ঞান নাই, তিনি নিজের ভাবেই তন্ময় হইয়া আছেন। তিনি মনে করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে সঙ্গে লইয়া যমুনায় জলকেলি করিতেছেন, আর তিনি তীরে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছেন—এই দর্শনানন্দেই প্রভু বিভোর। পরবর্ত্তী প্রলাপ-বাক্য হইতে প্রভুর মনের এই ভাব জানা গিয়াছে।

৩১। **ইহাঁ**—এই স্থানে, এই দিকে; প্রভু যে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই উদ্যানে।

স্বরূপাদিগণ—স্বরূপ-দামোদরাদি প্রভুর পার্ষদগণ, যাঁহারা প্রভুর সঙ্গে উদ্যান-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। **কাহাঁ গেলা প্রভু**—প্রভু কোথায় গেলেন। **চমকিত হঞা**—হঠাৎ প্রভুকে না দেখিয়া এবং কোনও দিকে প্রভুকে যাইতে না দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

৩২। **মনোবেগে**—মনের গতির ন্যায় অতি দ্রুতবেগে। একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে মনের কোনও সময় লাগেনা—ইচ্ছামাত্রেই শত সহস্র যোজন দুরস্থিত স্থানেও মন উপস্থিত হইতে পারে। মন যেমন দ্রুতগতিতে

জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা ?।
অন্য উদ্যানে কিবা উন্মাদে পড়িলা ?॥ ৩৩
গুণ্ডিচামন্দিরে কিবা গেলা নরেন্দ্রেরে ?
চটক-পর্ব্বতে কিবা গেলা কোণার্কেরে ?॥ ৩৪
এত বলি সভে বুলে প্রভুরে চাহিয়া।
সমুদ্রের তীরে আইলা কথোজন লঞা॥ ৩৫
চাহিয়া বেড়াইতে ঐছে শেষরাত্রি হৈল।
'অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু' নিশ্চয় করিল॥ ৩৬
প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ।
অনিষ্ট-আশঙ্কা বিনু মনে নাহি আন॥ ৩৭

তথাহি অভিজ্ঞানশকুন্তলনাটকে (৪)।
অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি॥ ৩

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া যায়, প্রভুও তেমনি দ্রুতগতিতে উদ্যান হইতে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাই কেহই তাহা লক্ষ্য করিবার অবকাশ পায় নাই।

লখিতে নারিলা—স্বরূপদামোদরাদি তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই; লক্ষ্য করার অবকাশ পান নাই। কাহারও মন হঠাৎ একস্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া গেলে যেমন সঙ্গীয় লোকগণ তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না—তদ্রূপ। **সংশয় করিতে লাগিলা**—সকলে সন্দেহ করিতে লাগিলেন; প্রভু কোথায় গেলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ (বা অনুমান) করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী দুই পয়ারে তাঁহাদের সন্দেহ বা অনুমান বিবৃত হইয়াছে।

৩৩। প্রভুকে না দেখিয়া স্বরূপদামোদরাদি এইরূপ অনুমান করিতে লাগিলেনঃ—প্রভু কি শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিবার নিমিত্ত মন্দিরে গেলেন? না কি দিব্যোন্মাদ-অবস্থায় অন্য কোনও উদ্যানে গিয়া মূর্চ্ছিতাবস্থায় পড়িয়া রহিলেন?

৩৪। প্রভু কি গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলেন? না কি নরেন্দ্র-সরোবরে গেলেন? তিনি কি চটক-পর্ব্বতের দিকেই গেলেন? না কি কোণার্কের দিকেই গেলেন? হঠাৎ কোথায় গেলেন প্রভু?

৩৫। **বুলে**—ভ্রমণ করে। **চাহিয়া**—অন্বেষণ করিয়া। **কথোজন লঞা**—কয়েক জনকে লইয়া; কয়েক জন অন্য দিকে গেলেন। "কোথাও না পাঞা"—এরূপ পাঠান্তরও আছে; অনেক যায়গা ঘুরিয়া, কোথাও প্রভুকে না পাইয়া শেষকালে কয়েক জন সমুদ্রের তীরে তীরে প্রভুকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

৩৬। অন্বেষণ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে রাত্রিও শেষ হইয়া আসিল; তথাপি প্রভুকে পাওয়া গেল না; তাই সকলে অনুমান করিলেন যে, "এত অল্প-সময়ের মধ্যে প্রভু আর দূরে কোথায় যাইবেন? থাকিলে এই সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাওয়া যাইত—প্রভু আর নাই, প্রভু অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন—লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।"

৩৭। **অনিষ্ট**—অমঙ্গল।

অনিষ্ট আশঙ্কা ইত্যাদি—বন্ধু-হৃদয়ের স্বভাবই এই যে, বন্ধুর অমঙ্গলের আশঙ্কাই সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগে; বন্ধুর মঙ্গলের চিন্তা সর্ব্বদা হৃদয়ে থাকে বলিয়া, তাহার পাশে পাশে—"এই বুঝি অমঙ্গল হইল, এই বুঝি অমঙ্গল হইল"—এইরূপ একটী আশঙ্কাও সর্ব্বদা থাকে। তাই, প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ কোথায়ও প্রভুকে দেখিতে না পাইয়া মনে করিলেন—প্রভু অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। বন্ধুদিগের হৃদয়ে অনিষ্টের আশঙ্কাই উদিত হইয়া থাকে। ৩

পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ৩৭ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

আকর-গ্রন্থে "সিণেহো পাবসঙ্কী" এবং "সিণেহো পাবমাসঙ্কদি" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহা প্রাকৃতভাষা; সংস্কৃতে এইরূপ হইবেঃ—"স্নেহঃ পাপশঙ্কী" এবং "স্নেহঃ পাপম্ আশঙ্কতে"; স্নেহ (প্রীতি) পাপ (অমঙ্গল) আশঙ্কা করিয়া থাকে; বন্ধুহৃদয়ের যে প্রীতি, তাহা সর্ব্বদাই যেন বন্ধুর অমঙ্গল হইবে বলিয়াই আশঙ্কা (ভয়) করে।

সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা।
চিরাইয়া পর্ব্বত দিকে কথোজন গেলা ॥ ৩৮
পূর্ব্বদিশায় চলে স্বরূপ লঞা কথোজন।
সিন্ধু-তীরে-নীরে করে প্রভুর অন্বেষণ ॥ ৩৯
বিষাদে বিহ্বল সভে—নাহিক চেতন।
প্রভু-প্রেমে করি বুলে প্রভুর অন্বেষণ ॥ ৪০
দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি।
হাসে কান্দে নাচে গায়, বোলে 'হরি হরি' ॥ ৪১
জালিয়ার চেষ্টা দেখি সভার চমৎকার।
স্বরূপগোসাঞি তারে পুছিল সমাচার— ॥ ৪২
কহ জালিক এইদিগে দেখিলে একজন ?।
তোমার এ দশা কেনে, কহত কারণ ? ॥ ৪৩
জালিয়া কহে—ইহাঁ এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃতক মোর জালে আইল ॥৪৪
'বড় মৎস্য' বলি আমি উঠাইল যতনে।
মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে ॥ ৪৫
জাল খসাইতে তার অঙ্গস্পর্শ হৈল।
স্পর্শমাত্রে সেই ভূত হৃদয়ে পশিল ॥ ৪৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

৩৮। **যুকতি**—যুক্তি, পরামর্শ।

চিরাইয়া পর্ব্বত—সমুদ্র-নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বতের নাম। কোনও কোনও গ্রন্থে "চটক পর্ব্বত" পাঠ আছে।

৩৯। **পূর্ব্বদিশায়**—পূর্ব্বদিকে।

স্বরূপ—স্বরূপ-দামোদর।

সিন্ধু-তীরে-নীরে—সিন্ধুর তীরে ও নীরে (জলে); সমুদ্রের তীরে এবং সমুদ্রের জলেও প্রভুকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায়, জলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, প্রভুকে দেখা যায় কিনা ; জ্যোৎস্নারাত্রি ছিল, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

৪০। প্রভুর বিরহে তাঁহারা বিষাদে অচেতনপ্রায় হইয়া গিয়াছেন ; তাঁহাদের যেন আর চলিবার শক্তি ছিল না ; তথাপি, কেবল প্রভুর প্রতি তাঁহাদের অগাধ প্রেমের প্রভাবেই তাঁহারা প্রভুকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন।

৪১। **জালিয়া**—যাহারা জাল ফেলিয়া বিক্রয়ের জন্য মাছ ধরে।

হাসে কান্দে ইত্যাদি - জালিয়া আপনা-আপনিই উন্মত্তের ন্যায় কখনও বা হাসিতেছে, কখনও বা কাঁদিতেছে, কখনও বা নাচিতেছে, আবার কখনও বা গান গাহিতেছে ; সর্ব্বদাই "হরি হরি' শব্দ উচ্চারণ করিতেছে। এ সমস্তই প্রেমের বিকার।

৪২। **চেষ্টা**—আচরণ ; হাসি-কান্নাদি।

সভার চমৎকার—সকলেই বিস্মিত হইলেন, জালিয়ার ন্যায় সাধারণ লোকের মধ্যে এই সমস্ত প্রেম-বিকার দেখিয়া।

৪৩। জালিয়ার প্রেম-বিকার দেখিয়াই বোধ হয়, স্বরূপ-দামোদর অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই জালিয়া নিশ্চয়ই প্রভুর দর্শন পাইয়াছে ; নতুবা ইহার মধ্যে এরূপ প্রেমের বিকার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? তাই তিনি জালিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার আসিবার পথে কোনও লোককে কি তুমি দেখিয়াছ ? তোমার এইরূপ অবস্থা কেন ?"

৪৪। **মনুষ্য না দেখিল**—আমি কোনও লোককে পথে দেখি নাই। **মৃতক**—মৃত দেহ।

৪৬। জালিয়া বলিল—"আমার এ অবস্থা কেন, তা বলি ঠাকুর, শুনুন। আমি জাল বাহিতেছিলাম ; খুব বড় একটা কি যেন আসিয়া জালে পড়িল ; মনে করিলাম, খুব বড় একটা মাছ ; তাই আহ্লাদের সহিত যত্ন করিয়া জাল

ভয়ে কম্প হৈল মোর—নেত্রে বহে জল।
গদ্গদ বাণী, রোম উঠিল সকল ॥ ৪৭
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শনমাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায় ॥ ৪৮
শরীর দীঘল তার—হাত পাঁচ-সাত।
একেক হাথ পাদ তার তিন তিন হাথ ॥ ৪৯
অস্থিসন্ধি ছুটিল, চাম করে নড়বড়ে।
তাহারে দেখিতে প্রাণ নাহি রহে ধড়ে ॥ ৫০
মড়া-রূপ ধরি রহে উত্তান-নয়ন।
কভু 'গোঁ গোঁ' করে, কভু রহে অচেতন ॥ ৫১
সাক্ষাৎ দেখিছোঁ মোরে পাইল সেই ভূত।
মুঞি মৈলে মোর কৈছে জীবে' স্ত্রী-পুত ॥ ৫২
সেই ত ভূতের কথা কহনে না যায়।
ওঝা-ঠাঞি যাইছোঁ যদি সে ভূত ছাড়ায় ॥ ৫৩
একা রাত্র্যে বুলি মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে।
ভূতপ্রেত না লাগে আমায় নৃসিংহ-স্মরণে ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তুলিলাম; ও হরি! দেখি যে ওটা মাছ নয়, মস্ত একটা মরা দেহ। দেখিয়াই আমার ভয় হইল—পাছে মরার ভূত আমাকে পাইয়া বসে। জাল হইতে মরাটাকে খসাইবার চেষ্টা করিতেছি; এমন সময় মরাটাকে আমি কিরূপে জানি ছুঁইয়া ফেলিলাম; যেই ছোঁয়া, অমনি মরার ভূত আমাকে পাইয়া বসিল—যেন আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া গেল।"

৪৭। ভূত হৃদয়ে প্রবেশ করার ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল, চোক দিয়া জল পড়িতে লাগিল, কথা জড়াইয়া যাইতে লাগিল, আর স্পষ্ট করিয়া কোনও কথা উচ্চারণ করিতে পারি না; আর শরীরের রোমগুলি সব খাড়া হইয়া গেল।

(জালিয়ার দেহে প্রেমের সাত্ত্বিক-বিকার উদিত হইয়াছে; কম্প, অশ্রু, গদ্গদবাক্য এবং রোমাঞ্চ।)

৪৮। ঠাকুর! ঐ কি রকম ভূত! ব্রহ্মদৈত্যই হবে, না কি আরও কোনও ভয়ানক ভূতই হবে! এমন আশ্চর্য্য ভূতের কথা তো আর কখনও শুনি নাই—এ যে দর্শনমাত্রেই হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বসে?

৪৯। জালিয়া মৃতদেহের বর্ণনা দিতে লাগিল:—"ঠাকুর! ঐ মরাটা কি অদ্ভুত! শরীরটা তার খুব লম্বা, ৫।৭ হাত হইবে; আর এক এক হাত, কি এক এক পা—তিন তিন হাত লম্বা হইবে।"

৫০। আর তার, হাতপায়ের অস্থির যোড়াগুলি সব আল্গা হইয়া গিয়াছে, চামের সঙ্গে নড়িয়া চড়িয়া কেবল ঝুলিতেছে (নড়বড়ে)! ঠাকুর! তাহাকে দেখিলে দেহে যেন আর প্রাণ থাকে না।

ধড়ে-দেহে।

৫১। আরও অদ্ভুত কথা শুনুন ঠাকুর। ঐ মরাটা চোক উপরের দিকে তুলিয়া (উত্তান-নয়ন) রহিয়াছে; আবার সময় সময় "গোঁ গোঁ" শব্দও করে, সময় সময় অচেতন হইয়াও থাকে।

উত্তান-নয়ন—উর্দ্ধ-নেত্র।

৫২। ঠাকুর! সাক্ষাতে আমাকে দেখিয়াই তো বুঝিতে পারিতেছেন (অথবা, আমি প্রত্যক্ষই দেখিতেছি) আমাকে ঐ ভূতে পাইয়াছে। হায় হায় ঠাকুর! আমি তো বুঝি আর বাঁচিব না! ঠাকুর! আমি যদি মরি, তাহা হইলে আমার স্ত্রী-পুত্র কিরূপে বাঁচিবে? কে তাহাদের লালন পালন করিবে ঠাকুর? **দেখিছোঁ**—দেখিতেছি; অথবা দেখিতেছেন। **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষ।

৫৩। **ওঝা**—ভূতের চিকিৎসক। **যাইছোঁ**—যাইতেছি।

৫৪। জালিয়া বলিল—"আমি সর্ব্বদাই রাত্রিকালে একাকী নির্জ্জন স্থানে মাছ ধরিয়া বেড়াই; ভূতপ্রেতের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য আমি নৃসিংহের নাম স্মরণ করি; এই নৃসিংহের নামের প্রভাবে কোনও দিনই ভূত-প্রেত আমার কাছে আসে নাই।

এই ভূত 'নৃসিংহ'-নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখি ভয় লাগে মনে॥ ৫৫
ওথা না যাইহ আমি নিষেধি তোমারে।
তাহাঁ গেলে সেই ভূত লাগিবে সভারে॥ ৫৬
এত শুনি স্বরূপগোসাঞি সব তত্ত্ব জানি।
জালিয়াকে কহে কিছু সুমধুর বাণী—॥ ৫৭
'আমি বড় ওঝা, জানি ভূত ছাড়াইতে।'
মন্ত্র পড়ি শ্রীহস্ত দিল তার মাথে॥ ৫৮
তিন চাপড় মারি কহে—'ভূত পলাইল'॥
'ভয় না পাইহ' বলি সুস্থির করিল॥ ৫৯
একে প্রেম, আরে ভয়, দ্বিগুণ অস্থির।
ভয়-অংশ গেল, সেই কিছু হৈল ধীর॥ ৬০
স্বরূপ কহে—যারে তুমি কর ভূত-জ্ঞান।
ভূত নহে তেঁহো—কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্॥ ৬১
প্রেমাবেশে পড়িলা তেঁহো সমুদ্রের জলে।
তাঁরে তুমি উঠাঞাছ আপনার জালে॥ ৬২
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণ প্রেমোদয়।
ভূতপ্রেতজ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয়॥ ৬৩
এবে ভয় গেল তোমার—মন হৈল স্থিরে।
কাহাঁ তাঁরে উঠাঞাছ—দেখাহ আমারে॥ ৬৪
জালিয়া কহে, প্রভুকে মুঞি দেখিয়াছোঁ বারবার।
তেঁহো নহে, এই অতি বিকৃত-আকার॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৫। কি আশ্চর্য্য, নৃসিংহ-নাম শুনিলে অন্য ভূত সব পলাইয়া যায়, কিন্তু এই অদ্ভুত ভূত যেন দ্বিগুণ বলে চাপিয়া ধরে! এই ভূতের আকৃতি দেখিলেও ভয় হয়, চাপিয়া ধরিলে আর বাঁচি কিরূপে?

৫৭। **সব তত্ত্ব জানি**—সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া। জালিয়ার বর্ণনা হইতে স্বরূপদামোদর বুঝিতে পারিলেন যে, প্রভুই তাহার জালে উঠিয়াছেন।

৫৮। স্বরূপদামোদর বুঝিলেন, জালিয়াকে ভূতে পায় নাই, প্রভুর স্পর্শে তাহার প্রেমোদয় হইয়াছে; তাতেই জালিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়াছে; তবে প্রভুর দেহ দেখিয়া সে চিনিতে পারে নাই, তাই মরাদেহ জ্ঞানে তাহার ভয় হইয়াছে। তাহাকে স্থির করিতে না পারিলে প্রভু এখন কোথায় আছেন, জানা যাইবে না। তাই জালিয়ার ভয় দূর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এক কৌশল করিলেন, বলিলেন—"তুমি তো ওঝার নিকটে যাইতেছ? থাক, আর যাইতে হইবেনা; আমিও একজন বড় ওঝা; আমি ভূত ছাড়াইতে জানি। এই তোমার ভূত ছাড়াইয়া দিতেছি, দাঁড়াও।" ইহা বলিয়াই, মুখে বিড়্ বিড়্ করিয়া মন্ত্রের মতন কিছু একটা বলিয়া জালিয়ার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন; তারপর তিনটী চাপড় মারিয়া বলিলেন—"এবার ভূত পলাইয়া গিয়াছে, আর ভয় নাই; তুমি স্থির হও।" তাঁহার কথায় বিশ্বাস হওয়ায় জালিয়াও স্থির হইল।

মন্ত্র পড়ি—স্বরূপ অবশ্য ভূত ঝাড়ার মন্ত্র পড়েন নাই; জালিয়ার বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত মন্ত্র-পড়ার মত আচরণ করিলেন।

৫৯। **তিন চাপড়**—ভূত ঝাড়ার সময় ওঝারা চাপড় মারে; তাই জালিয়ার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তিনিও চাপড় মারিলেন।

৬০। প্রেমেও লোক অস্থির হয়, ভয়েও অস্থির হয়; জালিকের দুই রকম অস্থিরতাই ছিল। এখন স্বরূপ-দামোদরের কৌশলে ভয়টুকু গেল; সুতরাং ভয়জনিত অস্থিরতাও গেল। তাই সে কিছু স্থির হইল; অবশ্য সম্পূর্ণরূপে স্থির হয় নাই, তখনও প্রেমের অস্থিরতা ছিল।

৬১। স্বরূপদামোদর জালিয়াকে বলিলেন যে, সে যাহা দেখিয়াছে, তাহা প্রভুরই দেহ; প্রভুর স্পর্শেই তাহার প্রেমোদয় হইয়াছে, তাহাকে ভূতে পায় নাই। কিন্তু এ কথায় জালিয়ার বিশ্বাস হইলনা; জালিয়া বলিল—"না ঠাকুর, এ প্রভুর দেহ নহে; প্রভুকে আমি কতবার দেখিয়াছি, আমি তাঁহাকে চিনি; আমি যে দেহ পাইয়াছি, ইহার আকার অতি বিকৃত—প্রভুর আকার এরূপ নহে।"

স্বরূপ কহে তাঁর হয় প্রেমের বিকার।
অস্থি-সন্ধি ছাড়ে—হয় অতি দীর্ঘাকার॥ ৬৬
শুনি সেই জালিয়া আনন্দিত হৈল।
সভা লঞা গেলা মহাপ্রভুকে দেখাইল॥ ৬৭
ভূমি পড়ি আছে প্রভু, দীর্ঘ সব কায়।
জলে শ্বেত তনু, বালু লাগিয়াছে গায়॥ ৬৮
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু, চর্ম্ম নটকায়।
দূর পথ, উঠাঞা ঘরে আনন না যায়॥ ৬৯
আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া।
বহির্বাসে শোয়াইল বালুকা ঝাড়িয়া॥ ৭০
সভে মিলি উচ্চ করি করে সঙ্কীর্ত্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কাণে॥ ৭১
কথোক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ প্রবেশিলা।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহিঁ উঠিলা॥ ৭২
উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজস্থানে।
অর্দ্ধবাহ্যে ইতি-উতি করে দরশনে॥ ৭৩
তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ববকাল—।
অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা, অর্দ্ধবাহ্য আর॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৬। স্বরূপ বলিলেন—"হাঁ, ইহাই প্রভুর দেহ। মাঝে মাঝে প্রভুর দেহে প্রেম-বিকার দেখা দেয়; তখন সমস্ত অস্থির জোড়া আল্‌গা হইয়া যায়, আকার অত্যন্ত লম্বা হইয়া যায়। এই অবস্থাতেই প্রভুকে তুমি পাইয়াছ।"

৬৮। **কায়**—শরীর। **শ্বেততনু**—শুভ্রদেহ; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জলে থাকাতে প্রভুর দেহ সাদা হইয়া গিয়াছে।

৬৯। প্রভুর শরীর অত্যন্ত লম্বা হইয়া গিয়াছে, তাতে আবার একেবারেই শিথিল; অস্থি-গ্রন্থি শিথিল হওয়ায় হাত-পাগুলি চামের সঙ্গে ঝুলিতেছে; এমতাবস্থায় তাঁহাকে উঠাইয়া বাসায় আনাও অসম্ভব; বাসস্থানও ঐ স্থান হইতে অনেক দূরে।

৭০। **আর্দ্র কৌপীন**--ভিজা কৌপীন।

বালুকা ঝাড়িয়া—প্রভুর দেহের বালুকা ঝাড়িয়া।

৭১। প্রভুকে বহির্ব্বাসে শোয়াইয়া, তাঁহাকে বাহ্যদশা পাওয়াইবার নিমিত্ত সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, আর প্রভুর কাণের কাছে মুখ নিয়াও উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

৭৩। **উঠিতেই** ইত্যাদি—উঠামাত্রই প্রভুর শরীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

অর্দ্ধবাহ্য—পরবর্ত্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।

৭৪। অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা এবং অর্দ্ধবাহ্যদশা, এই তিন দশার কোনও না কোনও এক দশাতেই প্রভু সর্ব্বদা থাকেন; কখনও বা অন্তর্দ্দশায়, কখনও বা বাহ্যদশায়, আবার কখনও বা অর্দ্ধবাহ্যদশায়।

অন্তর্দ্দশা—অন্তর্দ্দশায় একেবারেই বহিঃস্মৃতি থাকেনা; বাহিরের বিষয়ের, কি নিজের দেহের কোনও অনুসন্ধান বা স্মৃতিই থাকেনা। এই দশায় প্রভু রাধাভাবে নিজেকে শ্রীরাধা (কখনও বা উদ্‌ঘূর্ণাবশতঃ অন্য কোনও গোপী) মনে করিয়া শ্রীবৃন্দাবনেই আছেন বলিয়া মনে করেন।

বাহ্যদশায়—সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান থাকে; নিজের দেহের কি বাসস্থানাদির সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে।

অর্দ্ধবাহ্যদশা—পরবর্ত্তী পয়ারে অর্দ্ধবাহ্যদশার লক্ষণ বলা হইয়াছে। ইহাতে অন্তর্দ্দশাও কিছু থাকে, বাহ্যদশাও কিছু থাকে; ইহা আধ-ঘুমন্ত আধ-জাগ্রত অবস্থার ন্যায়। কোনও বিষয়ে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে যদি কেহ আধ-ঘুমন্ত আধ-জাগ্রত অবস্থায় আসে, তখনও তাহার স্বপ্নের ঘোর সম্পূর্ণ কাটেনা, তখনও সে মনে করে, স্বপ্নই দেখিতেছে; আবার বাহির হইতে জাগ্রত কেহ তাহাকে ডাকিলেও সেই ডাক শুনিতে পায়; কিন্তু অপর কেহ যে তাহাকে ডাকিতেছে, ইহা বুঝিতে পারেনা; মনে করে, স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিদের কেহই তাহাকে ডাকিতেছে; এইভাবে সময় সময় তাহাকে বাহিরের লোকের সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতেও দেখা যায়; কিন্তু সে মনে করে,

অন্তর্দ্দশার কিছু ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত 'অর্দ্ধবাহ্য' নাম ॥ ৭৫
অর্দ্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ-বচনে।
আকাশে কহেন, সব শুনে ভক্তগণে ॥ ৭৬
'কালিন্দী' দেখিয়া আমি গেলাঙ্ বৃন্দাবন।
দেখি—জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৭৭
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মেলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি ॥ ৭৮
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ-সঙ্গে।
এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে ॥ ৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেই উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতেছে। অর্দ্ধবাহ্যদশাও এইরূপ। সামান্য একটু বাহ্যজ্ঞান হয়, তাতে বাহিরের লোকের কথা শুনিতে পায়; কিন্তু মনে হয়, যেন ঐ কথা অন্তর্দ্দশায় দৃষ্ট ব্যক্তিদের কেহই বলিতেছেন, তাই ঐ সময়ের উত্তর-প্রত্যুত্তর অন্তর্দ্দশায় দৃষ্ট ব্যক্তিদের লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়। অর্দ্ধবাহ্যদশায়, অন্তর্দ্দশার ভাগই বেশী, বাহ্যদশার ভাগ অতি সামান্য—কেবল বাহিরের শব্দ কাণে প্রবেশ করা এবং সেই শব্দানুযায়ী কথা বলা—ইত্যাদিই বাহ্যদশার পরিচায়ক কাজ। কোনও কোনও সময় বাহিরের লোককে দেখেও, কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারেনা; একজন লোকের অস্তিত্ব মাত্র বুঝিতে পারে, এবং তাহাকে অন্তর্দ্দশায় পরিচিত কোনও লোক বলিয়াই মনে করে।

৭৫। এই পয়ারে অর্দ্ধবাহ্যদশার লক্ষণ বলিতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ঘোর—নিবিড়তা।

৭৬। অর্দ্ধবাহ্যদশায় মনের ভাবগুলি বাহিরের কথায় অনেক সময় ব্যক্ত হইয়া যায়; তখন ঐ কথা গুলিকে প্রলাপ বলে।

আকাশে কহেন—কাহারও প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া যেন আকাশের নিকটেই প্রভু বলিতে লাগিলেন।

৭৭-৭৮। **কালিন্দী**—যমুনা।

প্রভু যমুনাজ্ঞানে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন; এইক্ষণে ভাবাবেশে বলিতেছেন—"যমুনা দেখিয়া আমি বৃন্দাবনে গেলাম; গিয়া দেখি যে, শ্রীরাধিকাদি গোপীগণকে লইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন যমুনার জলে মহারঙ্গে জলকেলি করিতেছেন।"

৭৯। **তীরে রহি**—যমুনার তীরে দাঁড়াইয়া।

সখীগণ সঙ্গে—যে সমস্ত সখী জলকেলিতে যোগ দেওয়ার নিমিত্ত যমুনায় নামেন নাই, তাঁহাদের সঙ্গে। ইহাঁরা সকলেই বোধ হয় সেবাপরা মঞ্জরী। ললিতাদি কৃষ্ণকান্তা-সখীগণ সকলেই জলকেলির নিমিত্ত যমুনায় নামিয়াছেন; ইঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাসাদি হইয়া থাকে; কিন্তু সেবাপরা মঞ্জরীগণ শ্রীকৃষ্ণ-ভোগ্যা নহেন; মঞ্জরীগণ তাহা ইচ্ছাও করেন না, এবং তদ্রূপ আশঙ্কার কারণ থাকিলে তাঁহারা তখন একাকিনী শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও যায়েন না। সখী-শব্দে মঞ্জরীকেও বুঝায়। "শ্রীরূপ-মঞ্জরী-সখী"—ঠাকুর মশায়ের উক্তি।

এক সখী ইত্যাদি—তীরস্থিতা মঞ্জরীগণের মধ্যে একজন অপর সকলকে শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গ দেখাইতেছেন। পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে জলকেলির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

এই পয়ারে দেখা যাইতেছে, ভাবাবিষ্ট প্রভু তীরে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি দেখিতেছেন; আর পরবর্ত্তী ত্রিপদী-সমূহ হইতে বুঝা যায়, শ্রীরাধিকাদি-কান্তাগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় জলকেলি করিতেছেন। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সময়ে প্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হয়েন নাই, পরন্তু মঞ্জরীর ভাবেই আবিষ্ট হইয়াছেন, তাই মঞ্জরীদের সঙ্গে তীরে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছেন। রাধাভাবই প্রভুর স্বরূপানুবন্ধী ভাব; এস্থলে উদ্ঘূর্ণাবশতঃই রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু নিজেকে মঞ্জরীজ্ঞান করিতেছেন। ৩।১৪।১০২ এবং ৩।১৪।১৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাসলীলা-রহস্য। এই পরিচ্ছেদেরই ৩-৪ পয়ার হইতে জানা যায়, শারদ-জ্যোৎস্নায় সমুজ্জ্বল রাত্রি দেখিয়া প্রভুর রাসলীলার আবেশ হইয়াছিল এবং "রাসলীলার গীত-শ্লোক পঢ়িতে-শুনিতে" পার্ষদবৃন্দের সহিত তিনি উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। "এই মত রাসের শ্লোক সকলি পঢ়িলা। শেষে জলকেলির শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা ॥ ৩।১৮।২৩ ॥" জলকেলির যে "তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুম্" ইত্যাদি (শ্রী, ভা, ১০।৩৩।২২) শ্লোকটী প্রভু পড়িলেন, তাহাও রাসলীলার অন্তর্ভুক্ত একটী শ্লোক। রাসনৃত্য-জনিত শ্রান্তি দূর করার জন্য ব্রজ-ললনাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে বিহার করিয়াছিলেন এবং জলকেলির পরেও আবার যমুনার তীরবর্ত্তী উপবনে গোপীদিগকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়াছিলেন; সুতরাং এই জলকেলিও রাসলীলার অঙ্গীভূত। এই জলকেলির ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু যমুনাভ্রমে সমুদ্রে পড়িয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে অর্দ্ধবাহ্যাবস্থায় প্রভু প্রলাপে যে জলকেলির বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার অঙ্গীভূত জলকেলিই।

যাহা হউক, নিম্নের ত্রিপদীসমূহে বর্ণিত জলকেলি এবং রাসকেলিও সাধারণ লোকের নিকটে প্রাকৃত কামক্রীড়া বা তত্তুল্য কিছু বলিয়া মনে হইতে পারে। ইতঃপূর্ব্বে গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকার বহু স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে যে—ব্রজসুন্দরীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলাদির সহিত কয়েকটী বাহিরের লক্ষণে কামক্রীড়ার কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও তাহা কামক্রীড়া নহে; পরন্তু ইহা তাঁহাদের কামগন্ধহীন সুনির্ম্মল প্রেমেরই অপূর্ব্ব-বৈচিত্রীময় অভিব্যক্তি-বিশেষ। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তে ভুক্তিবাসনার বীজ বর্ত্তমান থাকিবে, সুতরাং যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তে শুদ্ধাভক্তির আবির্ভাব না হইবে—ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তথাপি, কতকগুলি শাস্ত্র-বাক্যের সাহায্যে এবং শাস্ত্র-প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি যুক্তির সাহায্যে বিষয়টী সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা লাভের চেষ্টা আমরা করিতে পারি। রাসাদি-লীলার বর্ণনা, পাঠ বা শ্রবণ করার পূর্ব্বে তদ্রূপ একটা ধারণা লাভের চেষ্টা করাও সঙ্গতঃ; নচেৎ উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হওয়ারই আশঙ্কা। তাই, মহাপ্রভুর প্রলাপোক্ত জলকেলির বর্ণনাত্মক পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহের আলোচনার পূর্ব্বে রাসলীলার রহস্য-সম্বন্ধে এস্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথমে দেখা যাউক, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত রাসলীলা-কথার বক্তা কে, শ্রোতা কে এবং এই লীলাকথা কে, বা কাহারা আস্বাদন করিয়াছেন। তারপর, বিবেচনা করা যাইবে—ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের বিকাশ সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন করিয়া কে ইহার স্তব-স্তুতি করিয়াছেন। ইঁহাদের স্বরূপ বা মনের অবস্থা বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে—কামক্রীড়া-কথার প্রসঙ্গে ইঁহাদের কাহারও থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তাহার পরে, রাসলীলা-সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে **রাসলীলাদির বক্তা** হইতেছেন শ্রীশুকদেব—ব্যাসতনয় শুকদেব। বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিতে করিতে ভগবচ্চরণ সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়া ব্যাসদেব আনন্দসাগরে নিমগ্ন; এই অবস্থায় কোনও প্রেমপ্লুতচিত্ত ভক্তের মুখে লীলাকথা শুনিবার নিমিত্ত তাঁহার চিত্তে বাসনা জন্মিল এবং তদনুসারে তদ্রূপ একটী পুত্রলাভ করার নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা হইল। এই ইচ্ছাই শুকদেবের জন্মের মূল। আবার ইহাও শুনা যায়—যজ্ঞকাষ্ঠ-ঘর্ষণ হইতেই শুকদেবের উদ্ভব; ইহাতেও বুঝা যায়—ইন্দ্রিয়-সুখার্থ যৌনসম্বন্ধ হইতে শুকদেবের উদ্ভব হয় নাই। যাহা হউক, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা হইতে যাঁহার জন্ম নহে, যাঁহার পিতাও লীলাকথার বক্তা পরমতপস্বী শ্রীব্যাসদেব, তাঁহার চিত্তে কামকথা বর্ণনার প্রবৃত্তি থাকা সম্ভব নহে, স্বাভাবিকও নহে। অন্যত্র কথিত আছে—শুকদেব দ্বাদশ বৎসর মাতৃগর্ভে ছিলেন; মায়ার সংসারে ভূমিষ্ঠ হইলে মায়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে—এই আশঙ্কাতে তিনি ভূমিষ্ঠ হন নাই।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরে, তাঁহাকে স্বীয় একান্ত ভক্ত জানিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাকে অভয় দিলেন যে, মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, তখনই তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাৎপর্য্য এই যে, গর্ভাবস্থা হইতেই শ্রীশুকদেব মায়ামুক্ত। ভূমিষ্ঠ হইয়াই তিনি উলঙ্গ অবস্থায় গৃহত্যাগ করিলেন—তিনি বস্ত্র ত্যাগ করিয়া উলঙ্গ নহেন; যে উলঙ্গ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, সেই উলঙ্গ অবস্থাতেই তিনি গৃহত্যাগ করেন। তাঁহার কখনও বাহ্যানুসন্ধান ছিল না, স্ত্রীপুরুষ ভেদজ্ঞানও ছিল না; তাই জলকেলিরতা গন্ধর্ব্ব-বধূগণও উলঙ্গ শুকদেবকে দেখিয়াও সঙ্কোচ অনুভব করিতেন না। ঈদৃশ শুকদেব হইলেন রাসলীলাদির বক্তা।

আর **মুখ্য শ্রোতা** ছিলেন—মহারাজ-পরীক্ষিত—ব্রহ্মশাপে সাতদিনের মধ্যেই তক্ষক-দংশনে মৃত্যু অবধারিত জানিয়া পারলৌকিক মঙ্গলের অভিপ্রায়ে হরিকথা-শ্রবণের বলবতী লালসার সহিত যিনি গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে অবস্থিত ছিলেন,—ব্যাস-পরাশরাদি শতসহস্র দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি-আদি যাঁহাকে হরিকথা শুনাইবার নিমিত্ত সেই স্থানে সমবেত হইয়াছিলেন, সেই মহারাজ পরীক্ষিত ছিলেন রাসলীলা-কথার শ্রোতা। এই অবস্থায় পশুভাবাত্মক কামক্রীড়ার কথা শুনিবার নিমিত্ত তাঁহার আগ্রহ হওয়া সম্ভব নহে এবং স্বাভাবিকও নহে। আর লীলাকথা-শ্রবণের নিমিত্ত ব্যাসদেবের প্রেমপ্লুতচিত্তের বলবতী উৎকণ্ঠা হইতে যাঁহার জন্ম, যিনি গর্ভাবস্থা হইতেই মায়ামুক্ত, যাঁহার দর্শনে পরীক্ষিতের সভায় উপস্থিত ব্যাস-পরাশরাদি সহস্র সহস্র ব্রহ্মর্ষি-মহর্ষি-আদিও যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই পরমহংসপ্রবর শুকদেব-গোস্বামী ছিলেন, এই রাসলীলা-কথার বক্তা; তাঁহার পক্ষেও পশুভাবাত্মক কামক্রীড়ার বর্ণনা সম্ভব নহে এবং স্বাভাবিকও মনে করা যায় না।

তারপর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত **প্রলাপাদির আস্বাদকের কথা।** বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইলেও এবং তাঁহার পরিকরবর্গ তাঁহারই নিত্যপার্ষদ হইলেও—সুতরাং তাঁহাদের কেহই সাধারণ জীব না হইলেও—জীব-শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা সকলেই জীবের ন্যায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; তাই আলোচনার সৌকর্য্যার্থ আমরাও তাঁহাদিগকে এস্থলে তদ্রূপ—ভক্তভাবাপন্ন জীব বলিয়া মনে করিব। এইরূপ মনে করিলে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণভজনের নিমিত্ত কিশোরী ভার্য্যা, বৃদ্ধা জননী, দেশব্যাপী পাণ্ডিত্য-গৌরব, সর্ব্বজনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠাদি তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অন্তর্ধানের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কোনও সময়েই সন্ন্যাসের নিয়ম তিনি বিন্দুমাত্রও লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি সর্ব্বদাই নিজের আচরণ দ্বারা জীবকে আচরণ এবং সন্ন্যাসের মর্য্যাদা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। নিজেও কখনও গ্রাম্যকথা বলেন নাই বা শুনেন নাই; অনুগত ভক্তদের প্রতিও সর্ব্বদা উপদেশ দিয়াছেন—"গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে, গ্রাম্যকথা না শুনিবে।" এইরূপ অবস্থায়, তিনি যে পশুভাবাত্মক কামক্রীড়া বর্ণনা করিবেন—ইহা কেহই স্বাভাবিক অবস্থায় মনে করিতে পারেন না। আরও একটী কথা। রাসক্রীড়াদি-সম্বন্ধে অধিকাংশ কথাই তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে—প্রলাপের সময়, যে সময়ে তাঁহার বাহ্যস্মৃতিই ছিল না। লোকের মধ্যে দেখা যায়—স্বপ্নাবস্থায় বা রোগের বিকারে লোকের যখন বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তখনও কেহ কেহ প্রলাপোক্তি করিয়া থাকে। বাহ্যজ্ঞান যখন থাকে, তখন নানাবিষয় বিবেচনা করিয়া লোক সংযত হইতে চেষ্টা করে; স্বপ্নাবস্থায় বা রুগ্নাবস্থায় প্রলাপকালে চেষ্টাকৃত সংযম সম্ভব নহে—তখন হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভাবগুলিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে এস্থলে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে কেহই স্বাভাবিক অবস্থায় অনুমান করিতে পারিবেন না যে, তাঁহার মধ্যে পশুভাবাত্মক কামক্রীড়ার প্রতি একটা প্রবণতা অন্তর্নিহিত ছিল এবং প্রলাপোক্তির ব্যপদেশে তাহা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গী স্বরূপ-দামোদর, রায়-রামানন্দ, রঘুনাথদাস-গোস্বামী আদির সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। স্বরূপ-দামোদর আজন্ম ব্রহ্মচারী। রায়-রামানন্দসম্বন্ধে প্রভু নিজেই বলিয়াছেন—রামানন্দ গৃহস্থ হইলেও ষড়্‌বর্গের বশীভূত নহেন। পিতা জোর করিয়া বিবাহ দিয়া থাকিলেও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্ত্রীর প্রতি রঘুনাথের কোনও আকর্ষণ ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত তাঁহারা বিষয়ের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। প্রভুর প্রলাপোক্তিতে যদি কামক্রীড়ার গন্ধমাত্রও থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা ঐ সমস্ত উক্তির আস্বাদনও করিতে পারিতেন না এবং প্রভুর সঙ্গেও অধিক দিন তাঁহারা থাকিতে পারিতেন না।

তারপর এক বিশিষ্ট **অনুভব-কর্ত্তার** কথাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। যাঁহাদিগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়াছিলেন, সেই ব্রজসুন্দরীদিগের অপূর্ব্ব প্রেমের বিকাশ দেখিয়া শ্রীউদ্ধব মহাশয় উচ্চ কণ্ঠে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এই উদ্ধব-সম্বন্ধে শ্রীশুকদেবগোস্বামী বলিয়াছেন "বৃষ্ণীনাং সম্মতো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা। শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ॥ শ্রী ভা, ১০।৪৬।১॥—উদ্ধব ছিলেন—যদুরাজের মন্ত্রী, বিভিন্ন-ভাবাপন্ন যদুবংশীয় সকল লোকেরই সম্মত মন্ত্রী (অর্থাৎ, উদ্ধবের বচন ও আচরণ সকলেরই আদৃত ছিল), তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের দয়িত—অতিশয় কৃপার পাত্র এবং অত্যন্ত প্রিয় এবং শ্রীকৃষ্ণের সখা। আবার তিনি ছিলেন বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য; স্বয়ং বৃহস্পতির নিকটেই উদ্ধব শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং নীতিশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবদ্‌বিষয়ক শাস্ত্রে পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন পরম অভিজ্ঞ। (এ সমস্ত গুণের হেতু এই যে) উদ্ধব ছিলেন বুদ্ধিসত্তম—অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কুশাগ্র-সূক্ষ্মবুদ্ধি।" হরিবংশ বলেন—উদ্ধব ছিলেন বসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগের পুত্র, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য-পুত্র। স্বীয় বিরহে আর্ত্ত ব্রজবাসীদিগকে নিজের সংবাদ জানাইবার নিমিত্ত (আনুষঙ্গিক ভাবে উদ্ধবের সমক্ষে ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য প্রকটনের উদ্দেশ্যে) শ্রীকৃষ্ণ এতাদৃশ উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইলেন। উদ্ধব পরম-ভাগবত হইলেও তিনি ছিলেন ঐশ্বর্য্য-ভাবের ভক্ত; শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-পরিকরদিগের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান যে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য শুদ্ধপ্রেমের গাঢ়তম রসের মহাসমুদ্রের অতল-তলদেশেই লুক্কায়িত আছে, তাহার কোনও ধারণা উদ্ধবের ছিল না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে ব্রজে আসিয়াছেন জানিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন এবং প্রেমবিহ্বল-চিত্তে আত্মহারা হইয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের আচরণের কথা—রাসাদি-লীলার কথাও—অসঙ্কোচে তাঁহার নিকটে ব্যক্ত করিলেন। সমস্ত শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেম দেখিয়া এবং তাঁহাদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ প্রেমবশ্যতার কথা শুনিয়া উদ্ধব মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন। তিনি কয়েকমাস ব্রজে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকথা শুনাইয়া ব্রজবাসীদিগের—বিশেষতঃ ব্রজসুন্দরীদিগের—পরমানন্দ বিধান করিলেন, নিজেও পরমানন্দ অনুভব করিলেন। ব্রজসুন্দরীদিগের সঙ্গের প্রভাবে এবং তাঁহাদের মুখ-নিঃসৃত গোপীজনবল্লভের লীলাকথার প্রভাবে ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের জন্য উদ্ধবের চিত্তে প্রবল লোভ জন্মিল। তাই তিনি বলিয়াছেন—এই গোপবধূদিগের জন্মই সার্থক; অখিলাত্মা শ্রীগোবিন্দে ইঁহাদের যে অধিরূঢ় মহাভাব, তাহা মুমুক্ষুগণও কামনা করেন, মুক্তগণও কামনা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী আমরাও কামনা করিয়া থাকি। "এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এব অখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ। বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৫৮॥" উচ্চকণ্ঠে ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের প্রশংসা করিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন—"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ। রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৬০॥—রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বাহুদ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হইয়া এই ব্রজসুন্দরীগণ যে সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছেন, নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীও তাহা পায়েন নাই, পদ্মগন্ধী এবং পদ্মরুচি স্বর্গাঙ্গনাগণও তাহা পায়েন নাই, অন্য রমণীর কথা আর কি বক্তব্য।" এইরূপে ব্রজসুন্দরীদিগের সৌভাগ্যের এবং প্রেমের প্রশংসা করিতে করিতে সেই জাতীয় প্রেমপ্রাপ্তির জন্য উদ্ধবের এতই লোভ জন্মিল যে, তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহার উপায় চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন—ব্রজসুন্দরীদিগের পদরজের কৃপাব্যতীত এই প্রেম প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই; তাঁহাদের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রচুর পরিমাণ পদরজের দ্বারা যদি দিনের পর দিন সম্যক্‌রূপে অভিষিক্ত হওয়া যায়, তাহা হইলেই সেই সৌভাগ্যের উদয় হইতে পারে; কিন্তু এইরূপে অভিষিক্ত হওয়াই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? মনুষ্যাদি জঙ্গমরূপে ব্রজে জন্ম হইলে এই সৌভাগ্য হইতে পারে না—চরণ-রেণুদ্বারা বিমণ্ডিত হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে স্থির হইয়া থাকা সম্ভব হইবে না; স্থাবর যদি হওয়া যায়, তাহা হইলে হয়তো সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু উচ্চ বৃক্ষ হইলেও তাহা সম্ভব হইবে না—ব্রজসুন্দরীগণ যখন পথে চলিয়া যাইবেন, উচ্চ বৃক্ষের অঙ্গে বা মস্তকে তাঁহাদের চরণ-স্পর্শ হইবে না, বাতাসও পথ হইতে তাঁহাদের পদরজঃ বহন করিয়া বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বতোভাবে লেপিয়া দিতে পারিবে না। কিন্তু যদি লতা-গুল্মাদি হওয়া যায়, তাহা হইলে প্রেমবিহ্বলচিত্তে দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানহারা হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ যখন পথ ছাড়িয়া উপপথেও সময় সময় যাইবেন, তখন তাঁহাদের চরণ-স্পর্শের সৌভাগ্য হইতে পারে; পথ দিয়া গেলেও পথ হইতে তাঁহাদের পদরেণু বহন করিয়া পবন লতাগুল্মাদির সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিতে পারে—সেই রেণু অবিচ্ছিন্ন ভাবে সর্ব্বদাই অঙ্গে লাগিয়া থাকিবে। এইরূপ স্থির করিয়া উদ্ধব আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিলেন—যাঁহারা দুস্ত্যজ্য স্বজন-আর্য্যপথাদি পরিত্যাগ করিয়া মুকুন্দ-পদবীর সেবা করিয়াছেন—যে মুকুন্দ-পদবী শ্রুতিগণও অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, যাঁহারা সর্ব্বত্যাগ করিয়া সেই মুকুন্দ-পদবীর সেবা করিয়াছেন—তাঁহাদের চরণরেণু লাভের আশায় বৃন্দাবনের কোনও একটী লতা, বা গুল্ম বা ঔষধি হইয়া যদি আমি জন্মগ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। "আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্। যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজে মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৬১॥" যাঁহাদের পদরেণু-লাভের নিমিত্ত উদ্ধব এত ব্যাকুল, তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন—যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈর্যোগেশ্বরৈরপিযদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্। কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৬২॥—স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মরুদ্রাদি আধিকারিক ভক্তগণ এবং পূর্ণকাম যোগেশ্বরগণও যাঁহাকে না পাইয়া কেবল মনে মনেই যাঁহার অর্চ্চনা করেন, এ-সকল ব্রজসুন্দরীগণ রাসগোষ্ঠীতে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ স্ব-স্ব-স্তনোপরি বিন্যস্ত এবং আলিঙ্গন করিয়া সন্তাপ দূরীভূত করিয়াছিলেন।" এ সমস্ত আর্ত্তিপূর্ণ বাক্য বলিয়া উদ্ধব মনে করিলেন—তাঁহার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে মহামহিমময়ী ব্রজসুন্দরীদিগের চরণরেণু-লাভের আশা দুঃসাহসের পরিচায়ক মাত্র; দূর হইতে তাঁহাদের চরণরেণুর প্রতি নমস্কার জানানোই তাঁহার কর্ত্তব্য। তাই সগদ্গদ-কম্পিত-কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুণাতি ভুবনত্রয়ম্॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৬৩॥—যাঁহাদের হরিকথা-গান ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছে, সেই নন্দব্রজস্থ অঙ্গনাগণের পাদরেণুকে আমি সর্ব্বদা বন্দনা করি।"

শ্রীউদ্ধব যাঁহাদের সৌভাগ্যের এবং প্রেমের এত ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, যাঁহাদের পদরজের দ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার জন্য পরমার্ত্তিবশতঃ তিনি বৃন্দাবনে লতা-গুল্মরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারিলেও নিজেকে ধন্য মনে করিতেন, সেই ব্রজসুন্দরীগণের চিত্তে যে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলক কামভাব থাকিতে পারে, তাহা কল্পনাও করা যায় না।

কোনও কথার বক্তা, শ্রোতা, আস্বাদক এবং স্তাবকের বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বের দ্বারাই সেই কথার বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যে কথার বক্তা হইলেন ব্যাসদেবের তপস্যালব্ধ-সন্তান, জন্মের পূর্ব্ব হইতে সংসার-বিরক্ত এবং রাজর্ষি-মহর্ষি-দেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষিগণের বন্দনীয় শ্রীশুকদেব গোস্বামী, যে কথার শ্রোতা হইলেন সর্ব্বজীবের সর্ব্বাবস্থায়, বিশেষতঃ মুমুর্ষু ব্যক্তির পরম-কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু এবং ব্রহ্মশাপে তক্ষক-দংশনে সপ্তাহমধ্যে অবধারিত-মৃত্যু গঙ্গাতীরে প্রয়োপবেশনরত পরীক্ষিৎ মহারাজ, যে কথার আস্বাদক হইলেন—যিনি জীবনে কখনও স্ত্রী-শব্দটীও উচ্চারণ করেন নাই, সেই ন্যাসিশিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং যে কথার স্তাবক হইলেন বিচারজ্ঞ, বিচক্ষণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজমন্ত্রী এবং পরম-ভাগবত শ্রীউদ্ধব, সেই রাসাদি-লীলার কথা যে কামক্রীড়ার কথা, এইরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাসাদিলীলার রহস্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যাঁহারা আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কয়েকটী বাহিরের ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি করিয়াই ব্রজসুন্দরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে কামক্রীড়া বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন—কেবল বাহিরের লক্ষণদ্বারাই বস্তুর স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না। ঠাকুরদাদা তাঁহার স্নেহের পাত্র শিশু-নাতিনীকেও আলিঙ্গন-চুম্বনাদি করিয়া থাকেন, স্নেহময় পিতাও শিশুকন্যার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন; শিশু-কন্যারাও অনুরূপভাবেই প্রীতি-ব্যবহার করিয়া থাকে। এই আচরণের সহিতও কামক্রীড়ার কিছু সাম্য আছে, কিন্তু ইহা কামক্রীড়া নহে। শুকদেব, পরীক্ষিৎ, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু, শ্রীউদ্ধবাদি যে কথার আলাপনে ও আস্বাদনে বিভোর হইয়া থাকেন, সে কথার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব এবং সে কথার স্বরূপ জানিবার জন্য যদি ভাগ্যবশতঃ কাহারও আকাঙ্ক্ষা জাগে, তাহা হইলে তাহার স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণের প্রতি মনোযোগ দিলেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে।

উপরে রাসাদি-লীলা-কথার বক্তা-শ্রোতাদির বিষয় বলা হইল—কেবল বিষয়টীর বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য। এইভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট হইলেই বিষয়টীর তত্ত্ব জানিবার জন্য ইচ্ছা হইতে পারে।

কোনও বস্তুর পরিচয় জানা যায় তাহার স্বরূপ-লক্ষণ এবং তটস্থ-লক্ষণের দ্বারা। যে বস্তু স্বরূপতঃ—তত্ত্বতঃ—যাহা, যে উপাদানাদিতে গঠিত, তাহাই তাহার স্বরূপ-লক্ষণ। আর বাহিরে তাহার যে কার্য্য বা প্রভাব দেখা যায়, তাহাই তাহার তটস্থ-লক্ষণ। বস্তুর তটস্থ লক্ষণই সাধারণতঃ প্রথমে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই এস্থলে রাসাদি-লীলার তটস্থ-লক্ষণ সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করা হইবে।

রাসাদি লীলার তটস্থ লক্ষণ—রাসলীলা-ব্যাখ্যানে টীকাকার শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী কয়েকটী তটস্থ-লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণেই তিনি লিখিয়াছেন—ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্প-কন্দর্প-দর্পহা। জয়তি শ্রীপতি র্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ॥—ব্রহ্মাদিকে পর্য্যন্ত জয় করাতে (স্বীয় প্রভাবে ব্রহ্মাদিরও চাঞ্চল্য সম্পাদনে সমর্থ হওয়াতে) যাঁহার দর্প অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই কন্দর্পেরও দর্পহারী, গোপীগণের দ্বারা রাসমণ্ডলে মণ্ডিত, শ্রীপতি (শ্রীকৃষ্ণ) জয়যুক্ত হউন।" ইহাদ্বারা জানা গেল—গোপীদিগের সহিত রাসলীলাতে শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্পের (কামদেবের) দর্পকেই বিনষ্ট করিয়াছেন।

তিনি আরও লিখিয়াছেন—তস্মাৎ রাসক্রীড়া-বিড়ম্বনং কাম-বিজয়-খ্যাপনায় ইতি তত্ত্বম্।—কাম বিজয়-খ্যাপনার্থই রাসলীলা। তাঁহার এই উক্তির হেতুরূপে তিনি রাসলীলা-বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত এই কয়টী বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—(ক) যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়াকে সান্নিধ্যে রাখিয়াই রাসলীলা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, বহিরঙ্গা মায়ার সান্নিধ্যে নহে; (খ) আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ—শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন; যিনি আত্মারাম, তাঁহার আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলা কামবাসনা থাকিতে পারেনা। (গ) সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ—শ্রীকৃষ্ণ মন্মথেরও (কামদেবেরও) মনোমথনকারী; যিনি কামদেবের মনকেও মথিত করিতে সমর্থ, তিনি কামদেবের দ্বারা বিজিত হইয়া কামক্রীড়া করিতে পারেন না; (ঘ) আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ—সুরতসম্বন্ধি-ভাবসমূহকে যিনি নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদের দ্বারা যিনি বিচলিত হয়েন নাই। (ঙ) ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ—পূর্ব্বোক্ত বাক্যাদি হইতে বুঝা যায়, রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্য ছিল; সুতরাং যদ্দ্বারা ব্রহ্মাদিদেবগণের স্বাতন্ত্র্যও নষ্ট হইয়াছিল, যাঁহার প্রভাবে ব্রহ্মাদিরও চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিয়াছিল, সেই কামদেব শ্রীকৃষ্ণের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইতে পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিতে পারেন নাই।

স্বামিপাদ আরও লিখিয়াছেন—কিঞ্চ শৃঙ্গারকথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি—রাস-পঞ্চাধ্যায়ীতে শৃঙ্গার-কথা বিবৃত হইয়া থাকিলেও শৃঙ্গার-কথার ব্যপদেশে প্রবৃত্তির কথা না বলিয়া নিবৃত্তির (কাম-নিবৃত্তির) কথাই বর্ণনা করা হইয়াছে; রাসপঞ্চাধ্যায়ী নিবৃত্তিপরা, প্রবৃত্তিপরা নহে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীধরস্বামীর এসকল উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—রাসলীলা-কথাতে চিত্তে প্রবৃত্তি বা ভোগবাসনা জাগেনা, নিবৃত্তি জাগে, ভোগবাসনা তিরোহিত হয়; ইহাতে কাম বর্দ্ধিত হয় না, বরং দূরীভূতই হয়। ইহা রাসলীলা-কথার মাহাত্ম্য বা প্রভাব—তটস্থ-লক্ষণ।

রাসলীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবও উক্তরূপ তটস্থ-লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—যিনি ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত এবং অধর্ম্মের বিনাশের নিমিত্ত জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি ধর্ম্মের সংরক্ষক, এবং যিনি আপ্তকাম, সেই শ্রীকৃষ্ণ কেন ব্রজ-রমণীদের সঙ্গে এই রাসলীলার অনুষ্ঠান করিলেন? ইহাতে তাঁহার কোন্ অভিপ্রায় ছিল?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—ব্রজসুন্দরীদের প্রতি, সাধক ভক্তদের প্রতি এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্তই পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই লীলাতে তাঁহার সেবার সৌভাগ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণকে কৃতার্থ করিয়াছেন, ইহাই ব্রজসুন্দরীগণের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ। আর, এই লীলার কথা শ্রবণ করিয়া সাধক ভক্তগণ যেন পরমানন্দ অনুভব করিতে পারেন, এবং অন্যান্যও যেন লীলামাধুর্য্যে লুব্ধ হইয়া ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারেন, ইহাই অন্যান্যের প্রতি অনুগ্রহ। "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৬॥"। রাসলীলা-কথার শ্রবণের ফলেই যে জীবের বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হইতে পারে, জীব ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারে, তাহাই এই শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলিলেন। ইহা যদি কামক্রীড়ার কথাই হইবে, তাহা হইলে কাম-কথার শ্রবণে ইন্দ্রিয়াসক্ত জীবের কামবাসনাই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে, তাহা দূরীভূত হইতে পারে না; তাহাতে জীবের বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হইতে পারে না। অথচ শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—রাসলীলার কথা শ্রবণে জীব ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারে। ইহা লীলা-কথার স্বরূপগত ধর্ম্ম। রাসলীলা যে কামক্রীড়া নহে, শ্রীশুকদেবের উক্তিদ্বারা তাহাই সূচিত হইল।

রাসলীলা বর্ণনের উপসংহারে শ্রীশুকদেব আরও বলিয়াছেন—"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতো-ঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ শ্রীভাঃ ১০।৩৩।৩৯॥—ব্রজবধূদিগের সহিত সর্ব্বব্যাপক-শ্রীকৃষ্ণের এই লীলার কথা যিনি শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বদা বর্ণন করিবেন বা শ্রবণ করিবেন, তিনি আগে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিবেন, তাহার পরে শীঘ্রই তাঁহার হৃদ্‌রোগ কাম দূরীভূত হইবে।" এই শ্লোকের মর্ম্ম শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—"ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস। যেই ইহা শুনে কহে করিয়া বিশ্বাস॥ হৃদরোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়। তিন গুণ ক্ষোভ নাহি, মহা ধীর হয়॥ উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায়। আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥ ৩।৫।৪৩-৪৫॥" এ সকল উক্তি হইতেও রাসলীলা-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের তটস্থলক্ষণ বা প্রভাব জানা যায়—ইহার শ্রবণ-কীর্ত্তনে পরাভক্তি লাভ হয়, হৃদ্‌রোগ কাম দূরীভূত হয়, মায়িক-গুণজাত চিত্ত-ক্ষোভাদিও তিরোহিত হইয়া যায়।

উল্লিখিত তটস্থ-লক্ষণের বা রাসলীলা-কথার শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রভাবের কথা শুনিলে মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে—যাহা স্থূলদৃষ্টিতে কামক্রীড়া বলিয়া মনে হয়, তাহার এরূপ প্রভাব কিরূপে সম্ভব? তবে কি ইহা বাস্তবিক কামক্রীড়া নয়? তাহাই যদি না হয়, তবে ইহা কি?

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে রাসলীলার স্বরূপ কি, তাহা জানিতে হয়। স্বরূপ জানিতে হইলে ইহার স্বরূপ-লক্ষণের অনুসন্ধান করিতে হয়। কি সেই স্বরূপ লক্ষণ?

রাসলীলার স্বরূপ-লক্ষণ—রাসলীলার স্বরূপ-লক্ষণ জানিতে হইলে—যাঁহাদের দ্বারা এই লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের স্বরূপ জানা দরকার; অর্থাৎ রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের, এবং রাসলীলাবিহারিণী গোপসুন্দরীগণের স্বরূপ জানা দরকার; তারপরে, রাস-শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহাও জানা দরকার।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রথমে রাসলীলার নায়ক শ্রীকৃষ্ণের কথাই বিবেচনা করা যাউক।

শ্রীকৃষ্ণ জীবতত্ত্ব নহেন—মায়াবদ্ধ জীবও নহেন, মায়ামুক্ত জীবও নহেন। তিনি ঈশ্বর-তত্ত্ব, পরমেশ্বর, মায়ার অধীশ্বর, স্বয়ং ভগবান্। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও তাঁহাকে "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম" এবং "পবিত্রমোঙ্কারঃ" বলিয়াছেন। রাসলীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবও পুনঃ পুনঃ একথা বলিয়াছেন। রাসলীলার প্রথম শ্লোকের প্রথম শব্দটীতেই তাঁহাকে "ভগবান্" বলা হইয়াছে—"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।" ইত্যাদি। আর রাসলীলার সর্ব্বশেষ শ্লোকেও রাসলীলার নায়ককে "বিষ্ণুঃ—সর্ব্ব ব্যাপক ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে—"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি। মধ্যেও অনেক স্থলে তাঁহাকে "ব্রহ্ম", "আত্মারামঃ", "আপ্তকামঃ" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এক এক গোপীর পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণের এক এক মূর্ত্তিতে নর্ত্তনাদিদ্বারাও তাঁহার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং রাসলীলার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ যে জীব নহেন, শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ জীবতত্ত্ব নহেন বলিয়া বহিরঙ্গা মায়াশক্তির পক্ষে তাঁহাকে বা তাঁহার চিত্তবৃত্তিকে পরিচালিত করার কথা তো দূরে, তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হওয়াও সম্ভব নয়। "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥ শ্রীভাঃ ২।৫।১৩॥" বহিরঙ্গা মায়াশক্তি কেবল মায়াবদ্ধ জীবকেই পরিচালিত করে, তাহার চিত্তে স্বসুখ-বাসনারূপ কাম জন্মায় (৩।৫।৪৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই মায়া যখন শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শও করিতে পারে না, তখন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আত্মসুখ-বাসনা বা কাম থাকা সম্ভব নহে।

শ্রীকৃষ্ণ লীলা করেন তাঁহার স্বরূপ-শক্তির সহায়তায়। স্বরূপ-শক্তির অপরাপর নাম—পরাশক্তি, চিচ্ছক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি, বিশুদ্ধ-সত্ত্ব ইত্যাদি। স্বরূপ-শক্তির একমাত্র ধর্ম্মই হইল নানাভাবে এবং নানারূপে তাহার শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা বা প্রীতি বিধান করা। এই স্বরূপ-শক্তি অমূর্ত্তরূপে নিত্যই শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত এবং মূর্ত্তরূপে তাঁহার ধাম-পরিকরাদিরূপে লীলার আনুকূল্য করিয়া থাকে। যোগমায়াও স্বরূপ-শক্তির এক বিলাস-বিশেষ। "যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-পরিণতি। ২।২১।৮৫॥" স্বরূপ-শক্তি বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি বলিয়া স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রিতা এবং স্বরূপশক্তির সমস্ত বিলাস বা বৃত্তিও তাঁহারই আশ্রিত। সুতরাং যোগমায়াও স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রিতা। তাঁহার আশ্রিতা এই যোগমায়াকে তাঁহার নিকটে (উপ) রাখিয়াই শ্রীকৃষ্ণ রাসবিলাস করিতে মনন করিয়াছিলেন। "ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল-মল্লিকাঃ। বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ শ্রীভাঃ ১০।২৯।১॥" এস্থলে স্পষ্টই বলা হইল—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি যোগমায়াকে নিকটে রাখিয়াই রাসলীলার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে সঙ্গে রাখিয়া নহে। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির ন্যায় যোগমায়াও মুগ্ধত্ব জন্মাইতে পারে সত্য; কিন্তু এই দুই মায়াশক্তির মুগ্ধত্ব জন্মাইবার স্থান এক নহে। বহিরঙ্গা মায়া মুগ্ধত্ব জন্মায়—ভগবদ্-বহির্ম্মুখ জীবের, আর যোগমায়া মুগ্ধত্ব জন্মায়—ভগবদুন্মুখ জীবের, ভগবৎ-পরিকরদের এবং এমন কি স্বয়ং ভগবানেরও—লীলারস-পুষ্টির জন্যই, সুতরাং ভগবৎ-প্রীতিবিধানের জন্যই যোগমায়া ইহা করিয়া থাকে। আবার যোগমায়ার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিও আছে; রাসলীলায় অনেক অঘটন-ঘটনাও ঘটাইবার প্রয়োজন আছে। তাই, নানা ভাবে লীলারস-পুষ্টির নিমিত্ত এবং প্রয়োজনীয় অঘটন ব্যাপার ঘটাইবার নিমিত্ত রাসবিহারেচ্ছু শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় আশ্রিতা যোগমায়াকে নিকটে রাখিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনা (বা কাম) নাই। তাঁহার আছে একটীমাত্র বাসনা বা একটীমাত্র ব্রত; ইহা হইতেছে তাঁহার ভক্তচিত্ত-বিনোদন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, তিনি যাহা কিছু করেন, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে ভক্তচিত্ত-বিনোদন, তাঁহার ভক্তকে সুখী করা। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তিনি আনন্দস্বরূপ, আনন্দময়। তাঁহার আনন্দময়ত্ব বা আনন্দ-স্বরূপত্ব বশতঃই আনন্দ তাঁহার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত; এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ তিনি উপভোগও করেন; কিন্তু এই উপভোগের পশ্চাতে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনা নাই, ইহা তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ উপভোগের জন্য তাঁহার সঙ্গে কোনও বাহিরের উপকরণও আবশ্যক হয় না; তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ স্বতঃই বিবিধ বৈচিত্র্য ধারণ করিয়া থাকে। এজন্যই তাঁহাকে আত্মারাম বলে—আত্মাতে (নিজেতেই, নিজের দ্বারাই) যিনি রমিত হন (আনন্দ উপভোগ করেন), তিনিই আত্মারাম। এইরূপ আত্মারাম হইয়াও তিনি যে গোপসুন্দরীদের সঙ্গে বিহার করিলেন, তাহার উদ্দেশ্য কেবল ভক্তচিত্ত-বিনোদন, তাঁহাতে প্রৌঢ়প্রীতিবতী ব্রজসুন্দরীদিগের আনন্দ-বিধান। তাই বলা হইয়াছে—আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ (আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন)।

তারপর ব্রজসুন্দরীদের কথা। তাঁহারাও জীবতত্ত্ব নহেন, সুতরাং তাঁহারাও বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাবের অতীত। মায়াজনিত স্বসুখ-বাসনা তাঁহাদের চিত্তেও স্থান পাইতে পারে না। শ্রীরাধিকা হইলেন—স্বরূপ-শক্তির (বা হ্লাদিনী-প্রধান স্বরূপ-শক্তির) মূর্ত্ত বিগ্রহ ও স্বরূপ-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। "হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম। আনন্দ চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান॥ প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি। সেই মহাভাব-রূপা রাধা ঠাকুরাণী॥ প্রেমের স্বরূপদেহ প্রেমবিভাবিত। কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥ সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার। কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার॥ মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহ রূপ॥ ২.৮।১২২-২৬॥" আবার "রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্পপাতা॥ ২।৮।১৬৯॥" শ্রীরাধার দেহেন্দ্রিয়াদি প্রেমদ্বারা গঠিত, তিনি প্রেমঘন-বিগ্রহা। সখীগণ তাঁহারই প্রকাশ-বিশেষ বলিয়া তাঁহারাও প্রেমঘন-বিগ্রহা। তাই ব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন—কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণ হইতেছেন "আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাঃ।" তাঁহাদের চিত্তের প্রীতিরসও হ্লাদিনী-প্রধান স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি-বিশেষ। তাঁহাদের চিত্ত-বৃত্তিও হ্লাদিনী-প্রধান স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি এবং সেই স্বরূপ-শক্তি দ্বারাই চালিত। স্বরূপ-শক্তির গতি কেবলই শ্রীকৃষ্ণের দিকে, শ্রীকৃষ্ণের সুখের দিকে। তাই তাঁহাদের চিত্তে যে কোনও বাসনাই জাগে, তাহা কেবল কৃষ্ণসুখেরই বাসনা; তাঁহাদের নিজের সুখের বা নিজের দুঃখের নিবৃত্তির জন্য কোনও বাসনাই নাই। স্বরূপ-শক্তি আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনা জাগায় না। এজন্যই ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম কাম-গন্ধ-লেশ-শূন্য। ব্রজসুন্দরীদের কথা দূরে, স্বরূপ-শক্তির কৃপায় যাঁহাদের বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণে আবেশপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সকল সাধকের চিত্তেও আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলক কামবাসনা জাগে না। শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন—'ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে। ভর্জ্জিতাঃ ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥ শ্রীভা, ১০।২২।২৬॥" অপর কোনও ব্রজপরিকরদের মধ্যেও স্বসুখ-বাসনা নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও তাহা নাই। ব্রজে স্বসুখ-বাসনাটীরই আত্যন্তিক অভাব।

যে প্রকারেই হউক, কৃষ্ণসুখই ব্রজসুন্দরীদিগের একমাত্র কাম্য। তাই তাঁহারা বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথ সমস্ত ত্যাগ করিয়াও কৃষ্ণসেবার জন্য পাগলিনীর মত হইয়া কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিয়াছেন।

প্রাকৃত জগতে দেখা যায়, কোনও কুলকামিনী যদি কুলত্যাগ করিয়া পর-পুরুষের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে সেই রমণী এবং সেই পুরুষ উভয়েই নিন্দিত হয়; তাহাদের মিলনও হয় নিন্দনীয়; যেহেতু, তাহাদের উভয়ের মধ্যেই থাকে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাসনা। কিন্তু বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথ সমস্ত ত্যাগ করিয়াও ব্রজসুন্দরীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সেই মিলনকে—যিনি ধর্ম্মসংস্থাপক এবং ধর্ম্ম-সংরক্ষক এবং যিনি নিজেই বলিয়াছেন—"অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্। জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়ঃ॥ শ্রীভা, ১০।২৯।২৬॥—ঔপপত্য সর্ব্বত্রই জুগুপ্সিত"—সেই শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের মিলনকে নিরবদ্য—অনিন্দনীয়—বলিয়াছেন, "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রাতিযাতু

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

সাধুনা॥ শ্রীভা, ১০৩২।২২॥"-ইত্যাদি বাক্যে। এই মিলনকে কেবল যে নিরবদ্য বলিয়াছেন, তাহাই নহে; ইহাকে তিনি "সাধুকৃত্যও" বলিয়াছেন, অসাধু বলেন নাই; "যামাভজন্" বাক্যে তাহার হেতুর কথাও বলিয়াছেন—ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন—নিজেদের সুখের জন্য নয়, তাঁহারই সেবার জন্য, তাঁহারই প্রীতিবিধানের জন্য। ব্রজসুন্দরীদের এই কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাতে শ্রীকৃষ্ণ এতই প্রীতি লাভ করিয়াছেন যে, তিনি নিজেই বলিয়াছেন—ইহার প্রতিদান দিতে তিনি সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ; তাই তিনি নিজ মুখেই তাঁহাদের নিকটে তাঁহার চিরঋণিত্বের কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যদি ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যে স্বসুখ-বাসনা থাকিত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ এ সকল কথা বলিতেন না। যেহেতু, শাস্ত্র হইতে জানা যায়—দ্বারকা-মহিষীদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম যখন স্বসুখ-বাসনাদ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হইত, তখন ষোল হাজার মহিষী তাঁহাদের সমবেত হাব-ভাবাদির দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে এক চুল মাত্রও বিচলিত করিতে পারিতেন না। "চার্ব্বজকোশবদনায়তবাহুনেত্র-সপ্রেমহাসরসবীক্ষিতবল্গুজল্পৈঃ। সম্মোহিতা ভগবতো ন মনো বিজেতুং স্বৈর্বিভ্রমৈঃ সমশকন্ বনিতা বিভূম্নঃ॥ স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি-ভ্রূমণ্ডল-প্রহসিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ। পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈর্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন শেকুঃ॥ শ্রীভা, ১০।৬১।৩-৪॥"

এস্থলে একটী কথা বলা দরকার। মুকুন্দ-মহিষীবৃন্দও জীবতত্ত্ব নহেন। তাঁহারাও শ্রীরাধারই প্রকাশরূপ। সুতরাং তাঁহারাও স্বরূপ-শক্তি—বহিরঙ্গা মায়া তাঁহাদিগকেও স্পর্শ করিতে পারেনা। তাঁহাদের সম্ভোগতৃষ্ণা বা স্বসুখ-বাসনা বহিরঙ্গা মায়া জনিত নহে; ইহাও স্বরূপ-শক্তিরই একটা গতিভঙ্গী। এইরূপ সম্ভোগ-তৃষ্ণাও সর্ব্বদা তাঁহাদের চিত্তে জাগেনা, ক্বচিৎ কোনও সময়েই জাগে। উজ্জ্বলনীলমণির "সমঞ্জসাতঃ সম্ভোগস্পৃহায়া ভিন্নতা যদা ইত্যাদি (স্থায়িভাব।৩৫)" শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন "যদা-ইত্যনেন সর্ব্বদাতু নিসর্গোত্থরতেঃ সম্ভোগস্পৃহায়া ভিন্নতা নাস্তীতি।" আবার "পত্নীভাবাভিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিজা। ক্বচিদ্ভেদিত-সম্ভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা॥"-এই (উ, নী, স্থায়ীভাব।৩৩।) শ্লোকের টীকাতেও তিনি লিখিয়াছেন—ক্বচিদিতি পদেন ইয়ং সম্ভোগতৃষ্ণোত্থা রতির্ন সর্ব্বদা সমুদেতীত্যর্থঃ।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী আরও লিখিয়াছেন—সমঞ্জসা-রতিমতী মহিষীদিগের সম্ভোগতৃষ্ণাও দুই রকমের; এক হইল—তাঁহাদের স্বাভাবিক (স্বরূপসিদ্ধ) প্রেমের অনুভাব (বহির্লক্ষণ)-রূপা; ইহা তাঁহাদের কৃষ্ণরতি হইতে পৃথক্ নহে, ইহা কৃষ্ণরতির সহিত তন্ময়তাপ্রাপ্ত (কৃষ্ণসুখই ইহার তাৎপর্য্য)। আর এক রকম হইল—সম্ভোগতৃষ্ণা হইতে উত্থিত যে কৃষ্ণরতি, তাহার অনুভাবরূপা; ইহা তাঁহাদের স্বাভাবিকী কৃষ্ণপ্রীতি হইতে পৃথক্ বলিয়াই প্রতীত হয় (ভাসতে)। "তাসাং তদনন্তরং চ সম্ভোগতৃষ্ণা দ্বিধাভূতৈ-বান্ববর্ত্তত নিসর্গোত্থরত্যনুভাবরূপা সম্ভোগতৃষ্ণোত্থরত্যনুভাবরূপা চ। প্রথমা রতেঃ পৃথক্তয়া নৈব তিষ্ঠতি তৎকারণত্বেন তন্ময়ত্বেনৈব প্রতীতেঃ। দ্বিতীয়া রতেঃ পৃথক্তয়ৈব ভাসতে সম্ভোগতৃষ্ণায়া আদিকারণত্বেন তন্ময়ত্বেনৈব প্রতী-ত্যৌচিত্যাৎ॥" তিনি "ক্বচিদ্ভেদিত-সম্ভোগতৃষ্ণা"-শব্দের অর্থে আরও লিখিয়াছেন—"ক্বচিৎ কদাচিদেব ভেদিতা স্বতঃ সকাশাদ্ভিন্নীকৃত্য স্থাপিতা সম্ভোগতৃষ্ণা যয়া সা সর্ব্বদা তু রত্যা তাদাত্ম্যং প্রাপ্তা এব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ।"—সেই সম্ভোগতৃষ্ণাও সর্ব্বদা কৃষ্ণরতির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্তা। সুতরাং ইহা স্বরূপতঃ স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি কৃষ্ণরতি হইতে পৃথক্ একটা বস্তু নহে, পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। নদীর তরঙ্গের কোনও অংশও ক্বচিৎ কখনও নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও তাহা নদীরই অংশ; আবার কখনও বা তরঙ্গের কোনও অংশের বিপরীত দিকেও গতি হইয়া থাকে; বিপরীত দিকে গতি হইলেও তাহা তরঙ্গেরই গতি—তরঙ্গেরই গতিভঙ্গীর বৈচিত্রী। তদ্রূপ সমঞ্জসা রতিমতী মহিষীদিগের সম্ভোগেচ্ছাও তাঁহাদের কৃষ্ণরতিরই গতিভঙ্গী বিশেষ, ইহা বহিরঙ্গা মায়ার খেলা নহে। মহিষীদিগের সমঞ্জসা রতি সান্দ্রা হইলেও ব্রজসুন্দরীদিগের সমর্থা রতির মত সান্দ্রা নহে; তাই ইহা সময় সময় সম্ভোগতৃষ্ণা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয়। ব্রজসুন্দরীদের সমর্থা রতি সান্দ্রতমা (গাঢ়তমা) বলিয়া ইহা কখনও স্বসুখ-বাসনা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয় না। ইহাই **মহিষীদিগের সম্ভোগেচ্ছার রহস্য।**

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—রাস জিনিসটি কি ?

রাসের স্বরূপ—রাস হইতেছে একটী ক্রীড়াবিশেষ। এই ক্রীড়ার লক্ষণ এই। "নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনাম-ন্যোন্যাত্তকরশ্রিয়াম্। নর্ত্তকীনাং ভবেদ্‌রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্॥—এক এক জন নর্ত্তক এক এক জন নর্ত্তকীর কণ্ঠ ধারণ করিয়া আছেন, নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণ পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া আছেন, এই অবস্থায় নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণের মণ্ডলাকারে নৃত্যকে বলে রাস। "তত্রারভত গোবিন্দো"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩৩।২ শ্লোকের টীকায় তোষণীকার-ধৃত প্রমাণ।" আবার উক্ত শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ বলেন—"রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ।—বহু নর্ত্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষকে রাস বলে।" এইরূপ মণ্ডলীবন্ধনে বহু নর্ত্তক-নর্ত্তকীর নৃত্য, বা বহু নর্ত্তকীযুক্ত নৃত্য লৌকিক জগতেও হইতে পারে। স্বর্গেও হইতে পারে। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার মহিষী আছেন; সেই ধামেও মহিষীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ নৃত্য করিতে পারেন। কিন্তু শাস্ত্র হইতে জানা যায়—"রাসঃ স্যান্ন নাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি।—রাসক্রীড়া স্বর্গেও হয় না, জগতের কথা তো দূরে।" আবার "রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো" -ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩৩।৩-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা বলেন—"স্বর্গাদাবপি তাদৃশোৎসবাসদ্ভাবঃ সূচিতঃ।"—স্বর্গাদিতেও এই উৎসবের অসদ্‌ভাব (অভাব); এস্থলে "স্বর্গাদৌ"-এর অন্তর্গত "আদি"-শব্দে ব্রজব্যতীত অন্য ভগবদ্ধামাদিকেই বুঝাইতেছে। বহু নর্ত্তক-নর্ত্তকীর মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য সর্ব্বত্রই সম্ভব; অথচ বলা হইতেছে - জগতে, স্বর্গে বা অন্য কোনও ভগবদ্ধামেও রাসক্রীড়া সম্ভব নহে। ইহাতেই বুঝা যায়—কেবল মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যকে সংজ্ঞা অনুসারে রাস বলা গেলেও ইহা বাস্তব রাস নহে। বাস্তব রাসও মণ্ডলী-বন্ধনে নৃত্য বটে; কিন্তু এই মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যের মধ্যে অপর কোনও একটা বিশেষ বস্তু থাকিলেই তাহা "বাস্তব রাস" নামে অভিহিত হইতে পারে; সেই বিশেষ বস্তুটীই যেন রাসের প্রাণবস্তু। কিন্তু কি সেই বিশেষ বস্তু ? রস-শব্দ হইতে রাস-শব্দ নিষ্পন্ন; রসের সহিত রাসের নিশ্চয়ই কোনও সম্বন্ধ থাকিবে। কিন্তু উপরে রাস-নৃত্যের যে সংজ্ঞা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে রসদ্যোতক কোনও শব্দ নাই; রসের সহিত সম্বন্ধহীন মণ্ডলী-বন্ধনে নৃত্যকে কিরূপে রাস বলা যায় ? শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন —"রসানাং সমূহঃ রাসঃ -রসের সমূহ, বহু রসের অভ্যুদয়েই রাস।" ইহাতে বুঝা যায়, বহু নর্ত্তক-নর্ত্তকীর মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য উপলক্ষ্যে যদি বহু রসের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে তাদৃশ নৃত্যকে রাস বলা যায়। জগতে বা স্বর্গেও এইরূপ রসোদ্‌গারী নৃত্য অসম্ভব নয়; তথাপি শাস্ত্র বলেন--জগতে বা স্বর্গেও রাসনৃত্য সম্ভব নয়। কিন্তু শাস্ত্র একথা বলেন কেন ? তাহার হেতু বোধ হয় এই—জগতে বা স্বর্গে যে রস-সমূহ উৎসারিত হইতে পারে, তাহার যোগে মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যকে রাস বলা হয় না। জগতে বা স্বর্গে যে রসসমূহ উৎসারিত হইতে পারে, তাহা হইবে প্রাকৃত রস। জগতের বা স্বর্গের রসোদ্‌গারী নৃত্যকেও যখন রাস বলা হয় না, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, প্রাকৃত রসোদ্‌গারী নৃত্য রাসনৃত্য নহে। তবে কি রকম রসের উদ্‌গারী নৃত্যকে রাস বলা হয় ? বৈষ্ণবতোষণীকারের উক্তি হইতে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন—"রাসঃ পরমরসকদম্বময়ঃ ইতি যোগিকার্থঃ"। পূর্ব্বোল্লিখিত সংজ্ঞানুরূপ মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য যদি পরম-রস-কদম্বময় হয়, তাহা হইলেই তাহাকে বাস্তব রাস বলা হইবে। কদম্ব-শব্দের অর্থ সমূহ। ঐরূপ নৃত্যে যদি সমস্ত "পরম রস" উৎসারিত হয়, তবেই তাহা হইবে রাস। তাহা হইলে এই "পরম-রস-সমূহই" হইল রাসক্রীড়ার প্রাণ বস্তু, ইহা না থাকিলে কেবল মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য মাত্রকেই রাস বলা যাইবে না।

কিন্তু "পরম রস" কি ? পরম বস্তুর সহিত যে রসের সম্বন্ধ, তাহাই হইবে পরম রস। আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বই পরম-বস্তু; সুতরাং তাঁহার সহিত, অথবা তাঁহার কোনও প্রকাশ বা স্বরূপের সহিত যে রসের সম্বন্ধ থাকিবে, তাহাই হইবে পরম-রস। কিন্তু আনন্দস্বরূপ সচ্চিদানন্দ বস্তু, বা তাঁহার প্রকাশসমূহ বা স্বরূপসমূহ, হইতেছেন চিন্ময় বস্তু; চিন্ময় বস্তু ব্যতীত অপর কোনও বস্তুর সহিত তাঁহার বা তাঁহার কোনও প্রকাশের সম্বন্ধ হইতে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পারে না ; সুতরাং সচ্চিদানন্দ-বস্তুর সহিত সম্বন্ধান্বিত পরম রসও হইবে চিন্ময়, অপ্রাকৃত ; তাহা জড় বা প্রাকৃত হইতে পারে না। সুতরাং অপ্রাকৃত চিন্ময় রসই হইবে পরম রস।

কিন্তু এই যে চিন্ময় অপ্রাকৃত পরম রসের কথা বলা হইল, ইহা হইতেছে রসের জাতি-হিসাবে পরম-রস, জড় প্রাকৃত রস হইতে জাতিগত ভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহা পরম-রস। "অপরেহয়মিত স্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥"—এই গীতাবাক্যেও জড়া বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে জীবশক্তিকে পরা বা শ্রেষ্ঠা (জাতিতে শ্রেষ্ঠা) বলা হইয়াছে ; যেহেতু, জীবশক্তি চিদ্‌রূপা। সুতরাং জাতি-হিসাবে চিন্ময় রসমাত্রেই পরম রস। কিন্তু কেবল জাতি-হিসাবে পরম-রসকে সর্ব্বতোভাবে পরম-রস বলা সঙ্গত হইবে না। জাতি-হিসাবে যাহা পরম রস, তাহা যদি রস-হিসাবেও—আস্বাদন-চমৎকারিত্বের দিক দিয়াও—পরম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলেই তাহা হইবে সর্ব্বতোভাবে, বাস্তবরূপে, পরম রস।

এখন দেখিতে হইবে—যাহা সর্ব্বতোভাবে পরম রস, তাহার অস্তিত্ব কোথায় ?

চিন্ময় রস কেবলমাত্র চিন্ময় ভগবদ্ধামেই থাকিতে পারে। পরব্যোমের রসও চিন্ময়, সুতরাং জাতি-হিসাবে তাহাও পরম-রস ; কিন্তু তাহা রস-হিসাবে পরম-রস নয়। একথা বলার হেতু এই যে—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও, বৈকুণ্ঠের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসের আস্বাদনের অধিকারিণী হইয়াও, ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য লালসান্বিতা হইয়া উৎকট তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, পরব্যোমের বা বৈকুণ্ঠের রস অপেক্ষা রসত্বের বা আস্বাদন-চমৎকারিত্বের দিক্ দিয়া ব্রজ-রসের উৎকর্ষ আছে। পরম লোভনীয় ব্রজ-রসের পরম উৎস হইতেছে—মহাভাব ; কিন্তু এই মহাভাব দ্বারকা-মহিষীদিগের পক্ষেও একান্ত দুর্ল্লভ। "মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতি-দুর্ল্লভঃ।" ইহা হইতে জানা গেল—দ্বারকা-মহিষীদের সংশ্রবে যে রস উৎসারিত হয়, তাহা অপেক্ষা মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীদিগের সংশ্রবে উৎসারিত রসের পরম উৎকর্ষ। কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমই রসরূপে পরিণত হয় ; এই প্রেম যত গাঢ় হইবে, রসও ততই গাঢ় হইবে, ততই আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় হইবে এবং সেই রসের আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও ততই অধিক হইবে। ব্রজসুন্দরীদের মধ্যে প্রেমের যে স্তর বিকশিত, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের কথা তো দূরে, দ্বারকা-মহিষীগণের পক্ষেও তাহা পরম দুর্ল্লভ ; সুতরাং ব্রজসুন্দরীদের মহাভাবাখ্য প্রেমই গাঢ়তম ; এই প্রেম যখন রসরূপে পরিণত হয়, তখন তাহাও হইবে পরম আস্বাদ্যতম এবং তাহার আস্বাদনে ব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও হইবে সর্ব্বাতিশায়িনী। "ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাম্" ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই ব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে স্বীয় চির-ঋণিত্ব—অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধত্ব—স্বীকার করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীদিগের, এমন কি দ্বারকার মহিষীদিগের সম্বন্ধেও শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ ঋণিত্বের কথা বলেন নাই। এ সমস্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল—রস-হিসাবে—আস্বাদন-চমৎকারিত্বে ও শ্রীকৃষ্ণবশীকরণী শক্তিত্বে—ব্রজের কান্তারসই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সুতরাং পরম-রস। আবার, ইহা চিন্ময় (চিচ্ছক্তির বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ) বলিয়া জাতি-হিসাবেও ইহা পরম রস। জাতি-হিসাবে এবং রস-হিসাবেও পরম-রস বলিয়া ব্রজের কান্তারস বা মধুর-রসই হইল সর্ব্বতোভাবে পরম রস।

ব্রজের দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্যও ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন এবং মমত্ববুদ্ধিময় বলিয়া দ্বারকার দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য অপেক্ষা রসত্বের দিক্ দিয়া শ্রেষ্ঠ ; তথাপি ব্রজের দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যরসকে সর্ব্বতোভাবে পরম-রস বলা যায় না ; যেহেতু, দাস্যাদি-রতি সম্বন্ধানুগা বলিয়া তাহাদের বিকাশ অপ্রতিহত নহে ; সুতরাং দাস্যাদি-রসের আস্বাদন-চমৎকারিত্ব এবং কৃষ্ণবশীকারিত্বও সর্ব্বাতিশায়ী নহে। কান্তাভাবে শান্ত, দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য রতিও বিরাজমান ; সুতরাং শান্তাদি সমস্ত রসের স্বাদ এবং গুণ কান্তাভাবেও বিদ্যমান ; তাই গুণাধিক্যে এবং স্বাদাধিক্যে কান্তাভাবেরই সর্ব্বোৎকর্ষ। কান্তাভাবে শান্ত-দাস্যাদি বর্ত্তমান থাকিলেও কান্তাভাবই অঙ্গী, অন্যান্য ভাব তাহার অঙ্গ—অঙ্গরূপে শান্ত-দাস্যাদি ভাব কান্তাভাবেরই পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। সুতরাং কান্তারস যখন উৎসারিত হয়, তখন শান্ত-দাস্যাদি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সমস্ত রসই কান্তারসের পুষ্টিকারক অঙ্গ হিসাবে উৎসারিত হইয়া থাকে—অর্থাৎ পরম-রসসমূহই উল্লসিত হইয়া থাকে।

সাধারণভাবে কান্তারসই পরম-রস হইলেও তাহার পরম-রসত্বের বা আস্বাদন-চমৎকারিত্বের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ কিন্তু কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধার প্রেমে। শ্রীরাধাতে প্রেমের যে স্তর বিকশিত, তাহাতেই প্রেমের সমস্ত গুণের, স্বাদবৈচিত্রীর এবং প্রভাবের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ। এই স্তরের নাম মাদন। মাদনই প্রেমের সর্ব্বোচ্চতম স্তর। মাদনই স্বয়ং-প্রেম, প্রেমের অন্যান্য স্তর এবং বৈচিত্রী মাদনেরই অংশ, মাদন হইতেছে সকলের অংশী। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যেমন অন্যান্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত, স্বয়ং-প্রেম-মাদনেও প্রেমের অন্যান্য স্তর এবং বৈচিত্রী অবস্থিত। তাই মাদন যখন উচ্ছ্বসিত হয়, তখন প্রেমের অন্যান্য স্তর এবং বৈচিত্রীও স্ব-স্ব-গুণ-স্বাদাদির সহিত উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে; তাই মাদনকে বলে সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী প্রেম; ইহা শ্রীরাধাব্যতীত অপর কোনও ব্রজসুন্দরীতে নাই, শ্রীকৃষ্ণেও নাই। "সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥" মহাভাব হইল সকল ধামের সকল স্তরের প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (পর); আর মাদন হইল অপর ব্রজসুন্দরীদিগের মহাভাব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ (পরাৎপরঃ)। ইহাই আনন্দদায়িকা হ্লাদিনী শক্তির (হ্লাদিনী-প্রধান স্বরূপ-শক্তির) সার বা ঘনীভূত-তম অবস্থা; সুতরাং গুণে, স্বাদাধিক্যে এবং মাহাত্ম্যে মাদন হইল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শান্ত-দাস্যাদি পাঁচটী মুখ্যরস এবং হাস্যাদ্ভুত-বীর-করুণাদি সাতটী গৌণরস এবং অপরাপর গোপসুন্দরীদের মধ্যে যে সমস্ত রসবৈচিত্রী বিরাজিত, মাদনের অভ্যুদয়ে তৎসমস্তই উল্লসিত বা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। শ্রীরাধাপ্রমুখ গোপসুন্দরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাতে শ্রীরাধার মাদন যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তেমনি অন্যান্য ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমবৈচিত্রীও উচ্ছ্বসিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় এবং অসমোর্দ্ধ আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় রসবন্যার সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং তখন শান্তাদি পাঁচটী মুখ্য, এবং হাস্যাদ্ভুতাদি সাতটী গৌণ রসও কান্তারসের অঙ্গ হিসাবে, যথাযথভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া মূলরসের পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে। তখনই সেই লীলা হইয়া থাকে "পরম-রস-কদম্বময়ী।

কিন্তু এই পরম-রস-কদম্বময় লীলারসের মূল উৎস হইলেন মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধা। শ্রীরাধা উপস্থিত না থাকিলে, অন্য শতকোটী গোপী থাকিলেও, উল্লিখিতরূপ "পরম-রস-কদম্বময় রস" উচ্ছ্বসিত হইতে পারে না। তাই, বসন্ত-মহারাসে শ্রীরাধা অন্তর্হিত হইয়া গেলে শতকোটি গোপীর বিদ্যমানতা সত্ত্বেও রাস-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হইতে রাসলীলার বাসনাই অন্তর্হিত হইয়া গেল। শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য শতকোটি গোপীর সঙ্গেও যদি শ্রীকৃষ্ণ লীলাশক্তির প্রভাবে শতকোটিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য করিতেন, তাহা নৃত্য হইত বটে; কিন্তু তাহা পরম-রস-কদম্বময় রাস হইত না। এইজন্যই শ্রীরাধাকে রাসেশ্বরী বলা হয়—রাসলীলার ঈশ্বরী—প্রাণবস্তু হইলেন মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধা। শ্রীরাধাকে বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরম-রস-কদম্বময়ী রাসলীলার অনুষ্ঠান করিতে পারেন না; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ পরম-রস-কদম্বের উৎস নহেন, অন্য কোনও গোপীও নহেন। তাই, শ্রীরাধাব্যতীত অন্য কোনও গোপী যেমন রাসেশ্বরী হইতে পারেন না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও রাসেশ্বর হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ রাসবিলাসী মাত্র—শ্রীরাধা যখন পরম-রস-কদম্বময় রাস-রসের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই বন্যায় উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইয়া বিহার করিতে পারেন। এই রাসেশ্বরী শ্রীরাধা অন্য কোনও ধামে নাই বলিয়াই ব্রজব্যতীত অন্য কোনও ধামে রাসলীলা নাই, থাকিতেও পারে না।

যাহা হউক, এসমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—বহু নর্ত্তক এবং বহু নর্ত্তকীর যে মণ্ডলীবন্ধন-নৃত্যেতে উল্লিখিতরূপ পরম-রস-সমূহ উচ্ছ্বসিত হয়, তাহাই রাস। পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল যে, পরম-রস-কদম্বময় রাস-রসের উচ্ছ্বাসের নিমিত্ত প্রয়োজন—মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের এবং বিশেষরূপে মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধিকার উপস্থিতি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণেরও উপস্থিতি। ইঁহাদের কাহারও অভাব হইলেই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আর রাস হইবে না। প্রীতির বিষয় এবং প্রীতির আশ্রয় এই উভয়ের মিলনেই প্রীতিরস উচ্ছ্বসিত হইতে পারে। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক এবং ব্যাভিচারী ভাবের সহিত যুক্ত হইলেই কৃষ্ণরতি রসে পরিণত হয়। বিভাব হইল আবার দুই রকমের—আলম্বন বিভাব এবং উদ্দীপন বিভাব। আলম্বন বিভাবও আবার দুই রকমের—বিষয় আলম্বন ও আশ্রয় আলম্বন। কান্তারসের বিষয় আলম্বন হইলেন শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয় আলম্বন হইলেন কৃষ্ণকান্তা গোপ-সুন্দরীগণ; সুতরাং এই উভয়ের একই সময়ে একই স্থানে উপস্থিতি ব্যতীত রসই সম্ভব হইতে পারে না। বিশেষতঃ, পরম-রস-কদম্বময় রাসরসের বিকাশই হয়—বহু নর্ত্তক এবং বহু নর্ত্তকীর মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য-প্রসঙ্গে। তাই বহু কৃষ্ণকান্তার উপস্থিতি প্রয়োজন। ব্রজসুন্দরীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্য কান্তা, তখন অন্য কোনও নর্ত্তকের সঙ্গে তাঁহাদের নৃত্য হইবে রসাভাস-দোষে দুষ্ট; তাই, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র নর্ত্তক হইয়াও যত গোপী তত রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বহু নর্ত্তকের অভাব দূর করিয়াছেন। এই বহুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যশক্তি, শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে, রসপুষ্টির উদ্দেশ্যে।

যে যে উপাদান না হইলে যে বস্তুটি প্রস্তুত হইতে পারে না, সেই সেই উপাদানকে বলে ঐ বস্তুটীর সামগ্রী। উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, শ্রীকৃষ্ণের এবং ব্রজসুন্দরীগণের বিদ্যমানতা ব্যতীত মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যরূপ রাসক্রীড়া সম্ভব হয় না; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজসুন্দরীগণই হইলেন **রাসক্রীড়ার সামগ্রী**। "তত্রারভত গোবিন্দো রাস-ক্রীড়ামনুব্রতৈঃ। স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥"-এই (শ্রীভা, ১০।৩৩।২) শ্লোকের টীকায় বৈষ্ণব-তোষিণীকারও লিখিয়াছেন—"গোবিন্দ ইতি শ্রীগোকুলেন্দ্রতায়াং নিজাশেষৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবিশেষ-প্রকটনেন পরম-পুরুষোত্তমতা স্ত্রীরত্নৈরিতি তাসাঞ্চ সর্ব্বস্ত্রীবর্গ-শ্রেষ্ঠতা প্রোক্তা। রত্নং স্বজাতিশ্রেষ্ঠেঽপীতি নানার্থবর্গাৎ। ইতি রাসক্রীড়ায়াঃ পরমসামগ্রী দর্শিতা।"—স্বীয় অশেষ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের প্রকটন দ্বারা যিনি পুরুষোত্তমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই গোবিন্দ এবং সর্ব্ব-রমণী-কুল-মুকুটমণি স্ত্রীরত্ন-স্বরূপা প্রেমবতী গোপসুন্দরীগণ—ইঁহারাই হইলেন রাসক্রীড়ায় **পরম সামগ্রী**। পরম-রস-কদম্বময় রাস-রসের সামগ্রীও হইবে পরম-সামগ্রী।

শ্রীকৃষ্ণ হইলেন—সর্ব্ব-অংশী, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বকারণ-কারণ, সকলের আদি, ঈশ্বরদিগেরও ঈশ্বর, পরম-ঈশ্বর। সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহাতেই অবস্থিত, তাঁহা হইতেই অপর সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের ভগবত্তা ও ঐশ্বর্য্য; সুতরাং ঐশ্বর্য্যের দিক্ দিয়া তিনিই পরম-তত্ত্ব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—পরম-পুরুষোত্তম। আবার মাধুর্য্যের বিকাশেও তিনি সর্ব্বোত্তম। তাঁহার মাধুর্য্য—"কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা-সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥" আবার তাঁহার "আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।" তিনি "পুরুষ-যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥" এবং তাঁহার মাধুর্য্য "আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর।" আবার, তাঁহার মাধুর্য্যের এমনি প্রভাব যে, তাঁহার পূর্ণতম ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, মাধুর্য্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া এবং মাধুর্য্যদ্বারা পরিমণ্ডিত হইয়া মাধুর্য্যের সেবা করিয়া থাকে। এইরূপে দেখা গেল—মাধুর্য্যের দিক্ দিয়াও ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণই পরম-পুরুষোত্তম। সর্ব্ব-বিষয়েই তিনি পরম-পুরুষোত্তম—রাসক্রীড়ার একটী পরম সামগ্রী।

আর, ব্রজসুন্দরীগণও পরম-রমণীরত্ন। সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে, প্রেমে, কলা-বিলাসে, বৈদগ্ধীতে, সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণবশীকরণী সেবাতে তাঁহাদের সমানও কেহ নাই, তাঁহাদের অধিকও কেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে আবার শ্রীরাধা হইলেন—সর্ব্বগুণখনি, কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি, সমস্তের পরাঠাকুরাণী, নায়িকা-শিরোমণি। তিনি আবার পুরের মহিষীগণের এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণেরও অংশিনী, ব্রজসুন্দরীগণও তাঁহারই কায়ব্যূহরূপা। সুতরাং সর্ব্ববিষয়েই শ্রীরাধিকা এবং ব্রজসুন্দরীগণ হইলেন সর্ব্বোত্তমা রমণী—পরম-রমণীরত্ন—রাসক্রীড়ার পরম-সামগ্রী।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাসক্রীড়ার আর একটী সামগ্রী হইল শ্রীরাধাপ্রমুখ-ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেম—যাহার প্রবলবন্যা তাঁহাদের বেদধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, স্বজন ও আর্য্যপথাদিকে, এমন কি কুলধর্ম্ম-রক্ষার্থে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশকেও স্রোতোমুখে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায় বহুদূরদেশে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে এবং যাহা আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণকেও—আত্মারাম বলিয়া যাঁহার আনন্দ উপভোগের জন্য বাহিরের কোনও উপকরণেরই প্রয়োজন হয় না, সেই আত্মারাম এবং আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণকেও—পরম-পুরুষোত্তমকেও আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সহিত রমণে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। এই প্রেম বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের কথাতো দূরে, দ্বারকা-মহিষীগণের পক্ষেও একান্ত সুদুর্ল্লভ। ইহাও রাসক্রীড়ার একটী পরম-সামগ্রী ; এই প্রেমের অভাবে রাসক্রীড়াই সম্ভব হইত না।

উল্লিখিত আলোচনায় **রাসক্রীড়ার** যে লক্ষণ জানা গেল, তাহা হইতেছে ইহার **স্বরূপ-লক্ষণ।** বস্তুর সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়—স্বরূপলক্ষণে এবং তটস্থ লক্ষণে।

এক্ষণে **রাসক্রীড়ার তটস্থ-লক্ষণ** বিবেচিত হইতেছে। তটস্থ লক্ষণ হইতেছে—প্রভাব। রাস হইল যখন পরম-রস-কদম্বময়, তখন সেই পরম-রস-কদম্বময় রাসরসের আস্বাদনের যে ফল, তাহাই হইবে তাহার তটস্থ লক্ষণ। এই রাস-রসের আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ আনন্দ পাইয়া থাকেন, তাঁহার একটী উক্তিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অনেক লীলা আছে ; প্রত্যেক লীলাই তাঁহার মনোহারিণী ; কিন্তু রাসলীলার মনোহারিত্ব এত অধিক যে, রাসলীলার কথা মনে পড়িলেই তাঁহার চিত্তের অবস্থা যে কিরূপ হইয়া যায়, তাহা তিনি নিজেই বলিতে পারেন না। তাই তিনি বলিয়াছেন—"সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ। নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥" রাসলীলার ন্যায় অন্য কোনও লীলাই শ্রীকৃষ্ণের এত মনোহারিণী নয়। তাই রাসলীলাই সর্ব্ব-লীলা-মুকুটমণি।

রাসক্রীড়ার স্বরূপ-লক্ষণের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, এই রাসক্রীড়ার পরম-সামগ্রী হইলেন—ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবতী গোপসুন্দরীগণ। ইঁহাদের কাহারও মধ্যেই যে স্বসুখ-বাসনা নাই এবং থাকিতে পারে না, তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ব্রজসুন্দরীগণ চাহেন শ্রীকৃষ্ণের সুখ এবং শ্রীকৃষ্ণ চাহেন ব্রজসুন্দরীদিগের সুখ। রাসলীলাতেও এই ভাব। "রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ॥"—ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।৩৩।৩) শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষণী টীকাও তাহাই বলেন—"রাসমহোৎসবোহয়ং পরস্পরসুখার্থমেব শ্রীকৃষ্ণেন প্রারব্ধঃ।—পরস্পরের সুখের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এই রাস-মহোৎসব আরম্ভ করিয়াছেন।"

আর, রাসক্রীড়ার তটস্থ-লক্ষণ হইতে জানা গেল—রাস-রসের বন্যায় উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়া পরমানন্দের আস্বাদন-জনিত উন্মাদনায় রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের যে অবস্থা হয়, তাহার কথাতো দূরে, রাসলীলার কথা স্মৃতি-পথে উদিত হইলেও তাঁহার চিত্তের যে অবস্থা হয়, তিনি কিরূপ বিহ্বল হইয়া পড়েন, তাহা তাঁহার নিকটেও অনির্ব্বচনীয়। ইহাতেও রাসক্রীড়ায় স্বসুখ-বাসনা (কাম)-গন্ধহীনতাই প্রমাণিত হইতেছে ; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকান্তা-দিগের মধ্যে স্বসুখ-বাসনা উদিত হইলে তাহা যে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে কোনও প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না, দ্বারকা-মহিষীদের দৃষ্টান্তে পূর্ব্বেই তাহা দেখা গিয়াছে। গোপীগণের কামগন্ধহীনতা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আদি-লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

এইরূপে দেখা গেল, রাসলীলাতে কামক্রীড়ার কয়েকটী বাহ্যিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলেও ইহা কামক্রীড়া নহে, স্বসুখ-বাসনাদ্বারা প্রণোদিত নহে, এই ক্রীড়ার কোনও স্তরেও কাহারও মধ্যে স্বসুখ-বাসনা জাগ্রত হয় নাই। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি প্রীতি-প্রকাশের দ্বার মাত্র, কাহারও লক্ষ্য নহে।

স্বসুখ-বাসনা হইতেই স্বসুখ-বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য প্রবৃত্তি জন্মে ; সুতরাং স্বসুখ-বাসনাই হইল প্রবৃত্তির মূল। স্বসুখ-বাসনা-হীনতাই নিবৃত্তি। রাসলীলাতে কাহারও স্বসুখ-বাসনা নাই বলিয়াই শ্রীধরস্বামিপাদ

যথারাগ :—

পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী করে,
সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন,
জলকেলি রচিল সুঠাম॥ ৮০

সখি হে! দেখ কৃষ্ণের জলকেলিরঙ্গে। •
কৃষ্ণ মত্ত করিবর, চঞ্চল করপুষ্কর,
গোপীগণ করিণীর সঙ্গে॥ ধ্রু॥ ৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাসলীলাকে নিবৃত্তিপরা বলিয়াছেন এবং রাসলীলা-বর্ণনাত্মিকা রাসপঞ্চাধ্যায়ীকেও নিবৃত্তিপরা বলিয়াছেন। "নিবৃত্তিপরেয়ং রাসপঞ্চাধ্যায়ীতি বক্তীকরিষ্যামঃ।" তাঁহার টীকাতে তিনি তাহা দেখাইয়াছেন।

কেবল রাসলীলা কেন, ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনও লীলাতেই কাম-গন্ধ-লেশ পর্য্যন্ত নাই। অন্য পরিকরদের সহিত যে লীলা, তাহাও কাম-গন্ধ-লেশ-শূন্যা।

মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তবৃত্তি বহিরঙ্গা মায়াশক্তি দ্বারা চালিত হইয়া কেবল নিজের দিকেই যায়; তাই স্বসুখ-বাসনার গন্ধ-লেশ-শূন্য কোনও বস্তুর ধারণা করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য; এজন্য ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলাকে মায়াবদ্ধ জীব কামক্রীড়া বলিয়াই মনে করিতে পারে; কিন্তু ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার স্বরূপ-সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞতা মাত্রই সূচিত হয়।

আমাদের ন্যায় মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে রাসাদি-লীলার কাম-গন্ধ-শূন্যতার ধারণা করা শক্ত হইলেও উহা যে কামগন্ধশূন্য, তাহা বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করা উচিত; যেহেতু, উহা শাস্ত্র-বাক্য। আমাদের প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতামূলক বিচারের দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তির সঙ্গতি আমরা দেখিতে না পাইলেও শাস্ত্রোক্তিকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়াই সাধকের পক্ষে কর্ত্তব্য। বেদান্তও তাহাই বলেন—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥" কোন্ কার্য্য করণীয়, কোন্ কার্য্য অকরণীয়—শাস্ত্রবাক্য দ্বারাই তাহা নির্ণয় করিতে হইবে, শাস্ত্র-বিরোধী বিচারের দ্বারা নহে। গীতায়, শ্রীকৃষ্ণও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ।" শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা; এই শ্রদ্ধা না থাকিলে শাস্ত্রোপদিষ্ট সাধন-ভজনেও অগ্রসর হওয়া যায় না। এইরূপ শ্রদ্ধার সহিত রাসাদি-লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনেই পরাভক্তি লাভ এবং হৃদ্‌রোগ কাম দূরীভূত হইতে পারে বলিয়া "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ ইত্যাদি"-শ্লোকে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন।

৮০। ভাবাবেশে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের জলকেলির বর্ণনা দিতেছেন।

পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে—যে সকল পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণকান্তাগণ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, সে সমস্ত পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কার। **সমর্পিয়া সখী-করে**—সেবাপরা মঞ্জরীদিগের হাতে দিয়া। **সূক্ষ্ম**—খুব সরু; মিহি। **শুক্ল**—সাদা, শুভ্র। গৃহ হইতে যে কাপড় পরিয়া তাঁহারা আসিয়াছিলেন, সেই কাপড় ছাড়িয়া মিহি সাদা জমিনের কাপড় পরিয়া জলে নামিলেন। ছাড়া কাপড় এবং অলঙ্কারাদি সেবাপরা-মঞ্জরীদিগের নিকটে রাখিয়া গেলেন।

ব্রজগোপীগণ সর্ব্বদা যে কাপড় পরেন, তাহা বহুমূল্য; ঐ কাপড় পরিয়া তাঁহারা স্নান করেন না; স্নানের সময় সাধারণতঃ মিহি সাদা জমিনের কাপড়ই পরেন; তাই জলকেলির পূর্ব্বে তাঁহারা কাপড় বদলাইলেন। অলঙ্কারাদি পরিয়া জলকেলি করার অসুবিধা আছে বলিয়া এবং কেলি-সময়ে কোন কোন অলঙ্কার জলের মধ্যে পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া, সেই অলঙ্কার তীরে রাখিয়া গেলেন।

কৃষ্ণ লঞা ইত্যাদি—কান্তাগণকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ জলে অবগাহন করিলেন। **কৈল জলাবগাহন**—জলে অবগাহন করিলেন (কৃষ্ণ); কৃষ্ণ জলে নামিলেন। **জলকেলি রচিল সুঠাম**—সুন্দর জলকেলি রচনা করিলেন (কৃষ্ণ); শ্রীকৃষ্ণ কান্তাগণকে লইয়া জলে নামিয়া বিচিত্র বিধানে জলকেলি আরম্ভ করিলেন।

৮১। সখি হে ইত্যাদি—একজন মঞ্জরী অপর মঞ্জরীগণকে ডাকিয়া বলিতেছেন—"সখীগণ, তোমরা দেখ,

আরম্ভিল জলকেলি, অন্যোন্যে জল-ফেলা-ফেলি,
হুড়াহুড়ি বর্ষে জলাসার।
সভে জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়,
জলযুদ্ধ বাঢ়িল অপার॥ ৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেখ ; কৃষ্ণের জলকেলির তামাসা দেখ।" **মত্ত**—উন্মত্ত। **করিবর**—হস্তি-প্রধান। **করী**—হস্তী। **কর**—হাত। **পুষ্কর**—হাতীর শুঁড়। **কর-পুষ্কর**—হস্তরূপ শুণ্ড। **করিণী**—হস্তিনী ; স্ত্রীজাতীয় হাতী।

এই ত্রিপদীতে কৃষ্ণের তুলনা দেওয়া হইয়াছে মত্ত হস্তীর সঙ্গে ; কৃষ্ণের হাতের তুলনা দেওয়া হইয়াছে হাতীর শুঁড়ের সঙ্গে। আর গোপীগণের তুলনা দেওয়া হইয়াছে হস্তিনীগণের সঙ্গে। আর তাঁহাদের হাতের তুলনা দেওয়া হইয়াছে হস্তিনীগণের শুঁড়ের সঙ্গে। মত্তহস্তী হস্তিনীগণের সঙ্গে জলে নামিয়া যেমন শুঁড়ে শুঁড়ে খেলা করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও গোপীদিগের সঙ্গে জলে নামিয়া হাতে হাতে খেলা করিতেছেন।

৮২। ভাবাবিষ্ট প্রভু নিজের ভাবে আবার জলকেলি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিতেছেন।

আরম্ভিল জলকেলি—কান্তাগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ জলকেলি আরম্ভ করিলেন। কিরূপ জলকেলি করিতেছেন, তাহা ক্রমশঃ বলিতেছেন। **অন্যোন্যে**—পরস্পরে ; একপক্ষ অপর পক্ষকে। **অন্যোন্যে জল ফেলাফেলি**—একে অন্যের গায়ে জল ফেলিতেছেন ; শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের গায় জল দিতেছেন (হাতে), আবার গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের গায় জল দিতেছেন (হাতে)। "ফেলাফেলি" স্থলে "পেলাপেলি" পাঠান্তরও আছে ; অর্থ একই। **হুড়াহুড়ি বর্ষে**—হুড় হুড় করিয়া অনর্গল বর্ষণ করে। **জলাসার**—জলের আসার ; ধারাসম্পাতের নাম আসার (অমরকোষ)। তাহা হইলে ক্রমাগত ধারাবাহিকরূপে জলপাতনের নাম জলাসার।

হুড়াহুড়ি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের উপর এবং গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের উপরে, এত প্রবলবেগে এবং এত তাড়াতাড়ি এত বেশী জল ফেলিতেছেন যে, মনে হইতেছে যেন জলের অনর্গল ধারা বর্ষিত হইতেছে ; আর, এই জলবর্ষণের দরুণ অনবরত একটা হুড় হুড় শব্দও উত্থিত হইতেছে।

অথবা, হুড়াহুড়ি জলাসার বর্ষে অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ছড়ান এক পক্ষের জল অন্য পক্ষের জলের সঙ্গে যেন হুড়াহুড়ি (ধাক্কাধাক্কি) করিতেছে ; উভয় পক্ষের ছিটান জল মধ্যপথে মিলিত হইতেছে।

"জলাসার" স্থলে "জলধার" পাঠান্তরও আছে। জলধার—জলের ধারা।

সভে জয় পরাজয়—সকলেরই জয় হইতেছে, আবার সকলেরই পরাজয় হইতেছে। প্রত্যেক পক্ষই এমন প্রবলবেগে জল নিক্ষেপ করিতেছে যে, কাহারও জয় কিম্বা পরাজয় নিশ্চিতরূপে ঠিক করা যায় না। যদি বলা যায়, কৃষ্ণেরই জয় হইয়াছে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, গোপীদিগেরও জয় হইয়াছে ; কারণ, গোপীগণ কৃষ্ণ-অপেক্ষা কম জল নিক্ষেপ করেন নাই। আবার যদি বলা যায়, কৃষ্ণেরই পরাজয় হইয়াছে, তাহা হইলেও বলিতে হইবে, গোপীদিগেরও পরাজয় হইয়াছে ; কারণ, কৃষ্ণ গোপীগণ অপেক্ষা কম জল নিক্ষেপ করেন নাই। এইরূপে, জয় বলিলেও সকলেরই জয়, পরাজয় বলিলেও সকলেরই পরাজয়।

নাহি কিছু নিশ্চয়—কাহার জয় হইল, কাহার পরাজয় হইল, ইহা নিশ্চিত বলা যায় না ; কারণ, জলযুদ্ধ-কৌশলে কোনও পক্ষই অপর পক্ষ অপেক্ষা দুর্ব্বল নহে।

জলযুদ্ধ বাঢ়িল অপার—কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিতেছেন না, অথচ প্রত্যেক পক্ষই প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিবার জন্য চেষ্টিত ; তাই প্রত্যেক পক্ষই তুমুল বেগে জল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন ; তাহাতে তাঁহাদের জলযুদ্ধ অপরিসীমরূপে বাড়িয়া গেল।

মত্ত করিবর শুণ্ডদ্বারা যেমন করিণীগণের উপর জল বর্ষণ করে এবং করিণীগণও যেমন শুণ্ডদ্বারা করিবরের উপর জল বর্ষণ করে, শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণও তদ্রূপ হস্তদ্বারা পরস্পরের উপর জল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বর্ষে স্থির তড়িদ্‌গণ,　　সিঞ্চে শ্যাম নবঘন,
ঘন বর্ষে তড়িত-উপরে।
সখীগণের নয়ন,　　তৃষিত চাতকগণ,
সে অমৃত সুখে পান করে॥ ৮৩

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

৮৩। এই ত্রিপদীতে জলযুদ্ধের প্রকার বলিতেছেন।

বর্ষে—জল বর্ষণ করে। **তড়িৎ**—বিদ্যুৎ, বিজুরী। এস্থলে গোপীদিগকে তড়িৎ বলা হইয়াছে। গোপীদিগের বর্ণ তড়িতের বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌর বলিয়াই গোপীদিগকে তড়িৎ বলা হইয়াছে। **স্থির তড়িদ্‌গণ**—অচঞ্চল বিদ্যুৎ। স্বভাবতঃই বিদ্যুৎ চঞ্চল; কিন্তু তড়িদ্বর্ণা গোপীদিগের বর্ণ চঞ্চল নহে, পরন্তু স্থির। এজন্য গোপীদিগকে স্থির তড়িৎ বলা হইয়াছে। **বর্ষে স্থির তড়িদ্‌গণ**—গোপীগণরূপ স্থির বিদ্যুৎ জল বর্ষণ করিতেছে (কৃষ্ণরূপ নব মেঘের উপরে)। **সিঞ্চে**—সেচন করে (তড়িদ্‌গণ); জলবর্ষণের দ্বারা ভিজাইয়া দেয়। **শ্যাম নবঘন**—শ্যাম (কৃষ্ণ) রূপ নূতন মেঘকে। কৃষ্ণের বর্ণ নূতন মেঘের বর্ণের ন্যায় শ্যাম বলিয়া শ্যামবর্ণ কৃষ্ণকে নূতন মেঘ বলা হইয়াছে।

বর্ষে স্থির তড়িদ্‌গণ সিঞ্চে শ্যাম নবঘন—স্থির তড়িদ্‌গণ জল বর্ষণ করে এবং (তাহাতে) শ্যাম নবঘনকে সেচন করে। স্থির-বিদ্যুৎরূপা গোপীগণ জলবর্ষণ করিয়া নবঘনরূপ শ্যামসুন্দরকে পরিষিক্ত করিয়া (সম্পূর্ণরূপে ভিজাইয়া) দিতেছেন।

[শ্যাম নবঘন জল সিঞ্চে (সেচন করে) এইরূপ অর্থ করিলে, পরবর্ত্তী "ঘন বর্ষে তড়িত-উপরে" এই বাক্যের সহিত একার্থবোধক হইয়া যায়; তাহাতে দ্বিরুক্তি দোষ জন্মে; বিশেষতঃ তাহাতে "স্থির তড়িদ্‌গণ" কাহার উপর জল বর্ষণ করে, তাহাও বুঝা যায় না।]

ঘন—মেঘ, নূতন মেঘ। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকেই ঘন বলা হইয়াছে। **তড়িত-উপরে**—তড়িদ্বর্ণা গোপীগণের উপরে। **ঘন বর্ষে তড়িত-উপরে**—আবার কৃষ্ণরূপ মেঘও গোপীরূপ তড়িতের উপরে জল বর্ষণ করিতেছে।

স্থূল কথা এই যে, গোপীগণ জল বর্ষণ করিয়া কৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণ জল বর্ষণ করিয়া গোপীগণকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

মেঘই জল বর্ষণ করিয়া থাকে, তড়িৎ কখনও জল বর্ষণ করে না; অথচ এই ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে যে, তড়িদ্‌গণ জল বর্ষণ করে। ইহাতে অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার হইয়াছে।

সখীগণের নয়ন—তীরস্থিত সখী (সেবাপরা মঞ্জরী) গণের চক্ষু। **তৃষিত চাতকগণ**—তীরস্থিত সখীগণের নয়নকে তৃসিত চাতক বলা হইয়াছে। চাতক-শব্দের সার্থকতা এই যে, চাতক যেমন পিপাসায় মরিয়া গেলেও মেঘের জল ব্যতীত কখনও অন্য জল পান করে না, এই সেবাপরা মঞ্জরীগণের নয়নও শ্রীরাধিকাদি কান্তাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা-রঙ্গ ব্যতীত কোনও সময়েই অন্য কোনও রঙ্গ দেখে না। তৃষিত-শব্দের সার্থকতা এই যে, তৃষিত চাতক মেঘের জল পাইলে যেমন অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত তাহা পান করে, সেবাপরা মঞ্জরীগণও তদ্রূপ অত্যন্ত ব্যগ্রতা এবং তন্ময়তার সহিতই শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারঙ্গ দর্শন করিয়া থাকেন, এবং লীলারঙ্গ-দর্শনের নিমিত্ত তাঁহাদের উৎকণ্ঠাও সর্ব্বদাই থাকে; একবার দেখিলেও তাঁহাদের এই উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হয় না, বরং উৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে।

সে অমৃত—জলকেলির রঙ্গরূপ অমৃত।

সেবাপরা মঞ্জরীগণ তীরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের সহিত কান্তাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি-রঙ্গ দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছে।

প্রথমে যুদ্ধ জলাজলি, তবে যুদ্ধ করাকরি,
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি।
তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি, তবে হৈল রদারদি,
তবে হৈল যুদ্ধ নখানখি॥ ৮৪

সহস্র কর জল সেকে, সহস্র নেত্রে গোপী দেখে,
সহস্র পদে নিকট গমনে।
সহস্র মুখ চুম্বনে, সহস্র বপু সঙ্গমে,
গোপী নর্ম্ম শুনে সহস্র কাণে॥ ৮৫

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৪। **জলাজলি**—পরস্পরের প্রতি জল নিক্ষেপ করিয়া। "জলাঞ্জলি" পাঠান্তরও আছে; অর্থ—জলের অঞ্জলি; অঞ্জলি ভরিয়া পরস্পরকে জল দিয়া দিয়া। **তবে**—তারপরে; জলাজলি যুদ্ধের পরে। **করাকরি**—হাতে হাতে; শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের অঙ্গে হাত দিতে চাহেন, গোপীগণ হাতের দ্বারা তাঁহাকে বাধা দেন; এইরূপ হাতাহাতি যুদ্ধ। **তার পাছে**—হাতাহাতি যুদ্ধের পরে। **মুখামুখি**—মুখে মুখে; পরস্পরের মুখে মুখ লাগাইয়া, চুম্বনাদি দ্বারা।

হৃদাহৃদি—হৃদয়ে হৃদয়ে, বুকে বুকে। আলিঙ্গনাদি দ্বারা। **রদারদি**—দাঁতে দাঁতে; অধর-দংশনাদি দ্বারা। **রদ**—দন্ত। কোনও কোনও গ্রন্থে "বদাবদি" পাঠ আছে; অর্থ—বচনে বচনে; কথায় কথায়; পরস্পরের সহিত আলাপাদি দ্বারা। **নখানখি**—নখে নখে; অঙ্গবিশেষে নখাঘাত দ্বারা।

৮৫। **সহস্র কর**—হাজার হাজার হাতে; গোপিকারা সহস্র হস্তে শ্রীকৃষ্ণের উপরে জল নিক্ষেপ করেন। বহুসহস্র গোপী-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ জলকেলি করিতেছিলেন। অথবা, গোপীগণ এত প্রচুর পরিমাণে ও এত দ্রুত গতিতে জল সেচন করিতেছিলেন যে, মনে হইতেছিল যেন সহস্র হস্তে জল সেচন করা হইতেছিল।

অথবা, শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ সহস্র হস্তে পরস্পরের প্রতি জল নিক্ষেপ করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ একাই দুইহস্তে এত প্রচুর পরিমাণে জল সেচন করিতেছিলেন যে, দেখিলে মনে হইত, যেন সহস্র হস্তে জল নিক্ষেপ করা হইতেছিল (অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার)।

সহস্র নেত্রে গোপী দেখে—তীরস্থ সহস্র সহস্র গোপীগণ সহস্র সহস্র নয়নে জলকেলি রঙ্গ দেখিতেছিলেন।

অথবা, গোপীগণ সহস্রনেত্রে দেখে, অর্থাৎ জলকেলি-রত সহস্র সহস্র গোপী জলকেলির সঙ্গে সঙ্গে আবার জলকেলি-রঙ্গও দেখিতেছিলেন এবং জলকেলি-রত শ্রীকৃষ্ণের অপরিসীম মাধুর্য্যও দেখিতেছিলেন।

অথবা, (শ্রীকৃষ্ণ) সহস্রনেত্রে গোপীকে দেখেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেন সহস্রনেত্র হইয়াই সহস্র সহস্র গোপীর জলকেলি-রঙ্গ এবং জলকেলিকালে তাঁহাদের অঙ্গের মাধুর্য্য-তরঙ্গ দেখিতেছিলেন। সহস্র সহস্র গোপীর প্রত্যেককেই শ্রীকৃষ্ণ দেখিতেছিলেন, তাই তাঁহার দর্শন-শক্তিকে সহস্রনেত্রের দর্শন-শক্তির ন্যায় বলা হইয়াছে। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী লীলা-সহায়-কারিণী যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ একই সময়েই সহস্র সহস্র গোপীর অঙ্গ-মাধুর্য্য ও জলকেলি-রঙ্গ দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সহস্র পদে নিকট গমনে—কখনও বা সহস্র সহস্র গোপী অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতেছেন, আবার কখনও বা শ্রীকৃষ্ণই যেন সহস্র পদেই সহস্র দিকে অগ্রসর হইয়া সহস্র গোপীর নিকট যাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এত তাড়াতাড়ি একজনকে ছাড়িয়া অপরের নিকট যাইতেছেন যে, মনে হয় যেন যুগপৎই সকলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। (অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার)।

কোনও কোনও গ্রন্থে "সহস্র পদে" স্থলে "সহস্রপাদ" পাঠ আছে; সহস্রপাদ—সূর্য্য।

সহস্রপাদ নিকট গমনে—এত জোরে জল নিক্ষেপ করা হইতেছিল যে, জল অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া যেন সূর্য্যের নিকটেই যাইতেছিল।

সহস্র মুখ চুম্বনে—গোপীদিগের সহস্র সহস্র মুখ শ্রীকৃষ্ণ-মুখে চুম্বন দিতেছিল, আবার শ্রীকৃষ্ণও যেন স্বহস্র মুখ হইয়াই প্রত্যেক গোপীকে চুম্বন করিতেছিলেন। **বপু**—শরীর। সঙ্গমে—আলিঙ্গনাদিতে। **সহস্র বপু**

কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে, গেলা কণ্ঠদঘ্ন জলে,
ছাড়িল তাহাঁ যাহাঁ অগাধ পানী।
তেঁহো কৃষ্ণকণ্ঠ ধরি, ভাসে জলের উপরি,
গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী ॥ ৮৬
যত গোপসুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি,
সভার বস্ত্র করিল হরণে।
যমুনাজল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল,
সুখে কৃষ্ণ করে দরশনে ॥ ৮৭
পদ্মিনীলতা সখীচয়ে, কৈল কারো সহায়ে,
তরঙ্গহস্তে পত্র সমর্পিল।
কেহো মুক্তকেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস,
স্বহস্তে কঞ্চুলি করিল ॥ ৮৮

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সঙ্গমে—গোপীদিগের সহস্র সহস্র দেহ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনাদি করিতেছিল, আবার শ্রীকৃষ্ণও যেন সহস্র দেহ হইয়াই প্রত্যেক গোপীকে আলিঙ্গন করিতেছিলেন। **গোপী-নর্ম্ম**—গোপীদিগের নর্ম্মবাক্য। **গোপী-নর্ম্ম** ইত্যাদি—সহস্র সহস্র গোপী শ্রীকৃষ্ণের কাণে নর্ম্ম-বাক্য বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণও যেন সহস্র-কর্ণ হইয়াই তাঁহাদের প্রত্যেকের নর্ম্ম-বাক্য শুনিতেছেন।

অথবা, "গোপী নর্ম্ম" একশব্দ না ধরিয়া দুইটী পৃথক্ শব্দ ধরিলে এইরূপ অর্থ হয়—সহস্র গোপী (শ্রীকৃষ্ণের) নর্ম্ম শুনে ; অর্থাৎ সহস্র সহস্র গোপীর প্রত্যেকের কাণেই শ্রীকৃষ্ণ নর্ম্মবাক্য বলিতেছেন, আর প্রত্যেকেই তাহা শুনিতেছেন।

রাসনৃত্য-কালে যেমন হইয়াছিল, তেমনি জলকেলি-সময়েও লীলাশক্তি শ্রীকৃষ্ণের বহুরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ এক একরূপে এক এক গোপীর সঙ্গে জলকেলি-রঙ্গে বিলসিত হইয়াছিলেন।

৮৬। **কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে**—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলপূর্ব্বক লইয়া। শ্রীরাধার যেন যাইতে ইচ্ছা নাই, শ্রীকৃষ্ণ জোর করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। কোথায় লইয়া গেলেন, তাহা পরবর্ত্তী পদে বলা হইয়াছে। **কণ্ঠদঘ্ন জলে**—কণ্ঠ পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া যায়, এমন জলে ; আকণ্ঠ-জলে ; একগলা জলে। **অগাধ পানী**—পায়ে মাটী ছোঁয়া যায় না এমন জলে।

শ্রীরাধা যাইতে চাহেন না, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক শ্রীরাধাকে ধরিয়া লইয়া একগলা জলে গেলেন ; তারপরে, শ্রীরাধাকে এমন জলে নিয়া ছাড়িয়া দিলেন, যেখানে পায়ে মাটী পাওয়া যায় না। **তেঁহো**—শ্রীরাধা। **গজ**—হাতী। **গজোৎখাতে**—হস্তীদ্বারা উৎপাটিতা। **কমলিনী**—পদ্মিনী।

ঐ অগাধ জলে মাটীতে দাঁড়াইতে না পারিয়া ভয়ে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া জলের উপর ভাসিতে লাগিলেন ; মত্তহস্তী কোনও পদ্মকে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলে তাহা যেমন জলের উপরে শোভা পায়, শ্রীরাধারও তদ্রূপ শোভা হইয়াছিল। শ্রীরাধার বর্ণের সঙ্গে স্বর্ণপদ্মের বর্ণের সাদৃশ্য আছে, ইহাও এই উপমা দ্বারা সূচিত হইতেছে।

৮৭। যতজন গোপী জলকেলি করিতেছিলেন, যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণকে ততরূপে প্রকট করিলেন। ২।৮।৮২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **যমুনা জল নির্ম্মল**—যমুনার জল অত্যন্ত নির্ম্মল বলিয়া উহার তলদেশের জিনিস পর্য্যন্ত জলের ভিতর দিয়া দেখা যায়। **অঙ্গ**—গোপীদিগের অঙ্গ। **করে দরশন**—গোপীদিগের অঙ্গ দর্শন করেন।

৮৮। **পদ্মিনীলতা সখীচয়ে**—পদ্মিনী-লতারূপ সখীসমূহ। যে লতায় পদ্ম জন্মে, তাহাকে পদ্মিনীলতা বলে ; পদ্মিনীলতার অগ্রভাগে গোল বড় পাতা থাকে, তাহা জলের উপর ভাসিতে থাকে। পদ্মিনীলতা গোপীদিগের লজ্জা-নিবারণে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া তাহাকে গোপীদিগের সখী বলা হইয়াছে। সহায়কারিণী সঙ্গিনীই সখী।

কৈল—করিল (পদ্মিনীলতাসখীচয়)। **কারো সহায়ে**—কোনও গোপীর সাহায্য। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপী-দিগের বস্ত্র হরণ করিয়া নিলেন, তখন পদ্মিনীলতা-সমূহ সখীর ন্যায় কোনও কোনও গোপীর লজ্জানিবারণের সহায়তা করিয়াছিল। কিরূপে সহায়তা করিল, তাহা বলিতেছেন "তরঙ্গহস্তে" ইত্যাদি বাক্যে। **তরঙ্গহস্তে**—জলের তরঙ্গ (ঢেউ) রূপ হস্ত দ্বারা। **পত্র**—পদ্মের পাতা। **সমর্পিল**—দিল (গোপীকে)। জলের তরঙ্গকে পদ্মিনীলতার

কৃষ্ণের কলহ রাধাসনে, গোপীগণ সেইক্ষণে,
হেমাব্জবনে গেলা লুকাইতে।
আকণ্ঠ বপু জলে পৈশে, মুখমাত্র জলে ভাসে,
পদ্মে মুখে নারি চিহ্নিতে॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হস্ত বলা হইয়াছে; কারণ, হাত দিয়া যেমন মানুষ অপরকে কোনও জিনিস অগ্রসর করিয়া দেয়, পদ্মিনীলতাও তদ্রূপ তরঙ্গের সাহায্যে গোপীদিগকে নিজের পত্র (পাতা) অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। এইরূপে তরঙ্গদ্বারা হাতের কাজ সিদ্ধ হওয়ায় তরঙ্গকে পদ্মিনীলতার হাত বলা হইয়াছে।

স্থূলকথা এইরূপ, জলের ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মিনীলতার পাতা এদিক ওদিক ভাসিয়া যাইতেছিল; এইরূপে ঢেউয়ের আঘাতে যখন কোনও পদ্মপত্র কোনও গোপীর নিকটে আসিল, তখন সেই পত্র ছিঁড়িয়া লইয়া সেই গোপী নিজের লজ্জা নিবারণ করিলেন (বক্ষঃস্থল ও অধো-দেহ আচ্ছাদন করিলেন)। এইরূপে পদ্মপত্র যোগাইয়া পদ্মিনী-লতা গোপীদিগের সহায়তা করিয়াছে বলিয়াই তাহাকে সখী বলা হইয়াছে।

"তরঙ্গ-হস্তে" স্থলে "তার হস্তে" পাঠান্তরও আছে।

তার হস্তে—গোপীর-হস্তে (পদ্মিনীলতা নিজের পত্র দিল)।

কেহো—কোনও কোনও গোপী। **মুক্তকেশপাশ**—আলুলায়িত সুদীর্ঘ কেশ (চুল) সমূহকে। **আগে**—দেহের সম্মুখভাগে। **অধোবাস**—শরীরের নিম্নার্দ্ধ আচ্ছাদন করিবার বস্ত্র।

কোনও কোনও গোপী সুদীর্ঘ আলুলায়িত কেশসমূহ দ্বারা দেহের সম্মুখভাগের নিম্নার্দ্ধ আচ্ছাদিত করিয়া লজ্জা নিবারণ করিলেন।

স্বহস্তে—নিজের হস্ত দ্বারা। **কঞ্চুলী**—কাঁচুলী; বক্ষঃস্থলের আচ্ছদন-বস্ত্র বিশেষ। **স্বহস্তে** ইত্যাদি—নিজ নিজ হস্তদ্বারাই স্তনদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া কাঁচুলীর কাজ সারিলেন।

"স্বহস্তে"-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "স্বস্তিকে" পাঠ আছে। এক রকম মুদ্রার নাম স্বস্তিক। দক্ষিণ করাঙ্গুলির অগ্রভাগ বাম বগলে প্রবেশ করাইয়া দক্ষিণ করতল দ্বারা বাম স্তন এবং বাম করাঙ্গুলির অগ্রভাগ দক্ষিণ বগলে প্রবেশ করাইয়া বাম করতলদ্বারা দক্ষিণ স্তন আচ্ছাদন করিয়া বাহুর উপর বাহু রাখিলেই স্বস্তিক মুদ্রা হয়। গোপীগণ এইরূপ স্বস্তিকমুদ্রাদ্বারা বক্ষঃস্থল আচ্ছাদন করিয়া কাঁচুলীর কাজ সারিলেন।

যাঁহারা পদ্মপত্র পাইয়াছিলেন, তাঁহারা তদ্দ্বারাই লজ্জা নিবারণ করিলেন; আর যাঁহারা তাহা পান নাই, তাঁহারা নিজেদের সুদীর্ঘ কেশ এবং হস্তদ্বারাই লজ্জা নিবারণ করিলেন।

৮৯। **কৃষ্ণের কলহ রাধাসনে**—শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রণয়-কলহ করিতেছিলেন। **হেমাব্জবনে**—স্বর্ণপদ্মের বনে; যেস্থলে বহু পরিমাণ স্বর্ণপদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে।

শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়-কলহে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণের এই অন্য মনস্কতার সুযোগে গোপীগণ নিজ নিজ স্থান হইতে সরিয়া গিয়া স্বর্ণপদ্মের বনে পলাইয়া রহিলেন। স্বর্ণপদ্মের বনে যাওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, গোপীদিগের মুখের বর্ণ এবং শোভা স্বর্ণপদ্মের মতনই; তাই প্রস্ফুটিত স্বর্ণপদ্মের মধ্যে লুকাইলে কৃষ্ণ তাঁহাদের অস্তিত্ব ঠিক করিতে পারিবেন না, তাঁহাদের মুখকেও স্বর্ণপদ্ম বলিয়াই ভ্রমে পতিত হইবেন।

আকণ্ঠ-কণ্ঠ পর্য্যন্ত। **বপু**—দেহ, শরীর। **পৈশে**—প্রবেশ করে। **চিহ্নিতে**—ঠিক করিতে। **নারি**—পারিনা। "না পারি" পাঠও আছে।

স্বর্ণপদ্মবনে যাইয়া গোপীগণ তাঁহাদের দেহের কণ্ঠ পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া রাখিলেন; সুতরাং পদ্ম-লতা ও পদ্ম-পত্রের অন্তরালে কণ্ঠের নিম্নভাগ আর দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা রহিল না। প্রত্যেকেরই কেবল মুখখানা মাত্র জলের উপর ভাসিতে লাগিল। তখন প্রস্ফুটিত স্বর্ণপদ্ম ও গোপীমুখ, দেখিতে ঠিক এক রকমই হইল; কোন্‌টী পদ্ম, আর কোন্‌টী মুখ, তাহা স্থির করা যাইত না। মুখের উপরে চক্ষু দুইটী বোধহয় পদ্মের উপর ভ্রমর বলিয়াই মনে হইতেছিল।

এথা কৃষ্ণ রাধাসনে, কৈল যে আছিল মনে,
গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা।
তবে রাধা সূক্ষ্মমতি, জানিঞা সখীর স্থিতি,
সখীমধ্যে আসিয়া মিলিলা॥ ৯০
যত হেমাব্জ জলে ভাসে, তত নীলাব্জ তার পাশে,
আসি-আসি করয়ে মিলন।
নীলাব্জ হেমাব্জে ঠেকে, যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে,
কৌতুক দেখে তীরে সখীগণ॥ ৯১
চক্রবাক-মণ্ডল, পৃথক্-পৃথক্ যুগল,
জলে হৈতে করিল উদ্গম।
উঠিল পদ্মমণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন॥ ৯২
উঠিল বহু রক্তোৎপল, পৃথক্-পৃথক্ যুগল,
পদ্মগণের করে নিবারণ।
পদ্ম চাহে লুঠি নিতে, উৎপল চাহে রাখিতে,
চক্রবাক লাগি দোঁহার রণ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯০। **কৈল যে আছিল মনে**—অভীষ্ট-লীলা করিলেন। **অন্বেষিতে**—অনুসন্ধান করিতে; খোঁজ করিতে। **সূক্ষ্মমতি**—সূক্ষ্মবুদ্ধি। **জানিঞা সখীর স্থিতি**—সখীগণ কোথায় আছেন, তাহা স্বীয় সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রভাবে জানিতে পারিয়া।

শ্রীরাধাকে ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন সখীগণকে অন্বেষণ করিতে গেলেন, তখন শ্রীরাধা সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রভাবে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা স্বর্ণপদ্মবনেই লুকাইয়াছেন; তখন তিনিও সেস্থানে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন।

৯১। **হেমাব্জ**—স্বর্ণপদ্ম; এখানে স্বর্ণপদ্ম সদৃশ গোপীমুখ।

নীলাব্জ—নীলপদ্ম; এখানে নীলপদ্মসদৃশ কৃষ্ণমুখ। **তার পাশে**—হেমাব্জের পার্শ্বে।

স্বর্ণপদ্মসদৃশ যতগুলি গোপীমুখ জলে ভাসিতেছিল, নীলপদ্মসদৃশ ঠিক ততগুলি কৃষ্ণমুখই আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইল। লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ এক এক মূর্ত্তিতে এক এক গোপীর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ২।৮।৮২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

নীলাব্জ হেমাব্জে ঠেকে—নীলপদ্ম সদৃশ শ্রীকৃষ্ণের মুখ, স্বর্ণপদ্ম-সদৃশ গোপীমুখের সহিত সংলগ্ন হইল। **প্রত্যেকে**—এক নীলাব্জের সহিত এক হেমাব্জের। **তীরে সখীগণ**—যাঁহারা তীরে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই সেই সেবাপরা মঞ্জরীগণ।

৯২। **চক্রবাক**—একরকম পাখী; ইহারা জোড়ায় জোড়ায় থাকে। তাই চক্রবাকের সহিত স্তনযুগলের উপমা দেওয়া হইয়াছে। **চক্রবাক-মণ্ডল**—চক্রবাক-সদৃশ গোপীস্তনমণ্ডল। সুগোল বলিয়া মণ্ডল বলা হইয়াছে। **পৃথক্ পৃথক্ যুগল**—চক্রবাকসদৃশ প্রতি স্তনদ্বয় পৃথক্ পৃথক্ স্থানে (পৃথক্ পৃথক্ গোপী-বক্ষে) অবস্থিত। **জলে হৈতে** ইত্যাদি—গোপীগণ এতক্ষণ পর্য্যন্ত আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন ছিলেন; এখন তাঁহাদের বক্ষোদেশ পর্য্যন্ত জলের উপরে উঠিল।

পদ্মমণ্ডল—শ্রীকৃষ্ণের হস্তকে পদ্মমণ্ডল বলা হইয়াছে; পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও কোমল যে শ্রীকৃষ্ণের হস্তযুগল, তাহাও জলের উপরে উঠিল। **পৃথক্ পৃথক্ যুগল**—পদ্মসদৃশ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি হস্তদ্বয় পৃথক্ পৃথক্ স্থানে (প্রতি গোপী-পার্শ্বে) অবস্থিত। **চক্রবাকে**—চক্রবাক-সদৃশ গোপী-স্তনযুগলকে। **কৈল আচ্ছাদন**—পদ্মমণ্ডল-যুগল চক্রবাকমণ্ডল-যুগলকে আচ্ছাদন করিল। শ্রীকৃষ্ণ গোপীবক্ষে হস্তার্পণ করিলেন।

৯৩। **উঠিল**—জলের উপরে উঠিল। **রক্তোৎপল**—গোপীদিগের হস্ত। করতল রক্তবর্ণ (লাল) বলিয়া হস্তকে রক্তোৎপল (রক্তকুমুদ, লাল সাঁপলা) বলা হইয়াছে। **পদ্মগণের**—শ্রীকৃষ্ণহস্তের। **করে নিবারণ**—বাধা দেয় (রক্তোৎপল)।

রক্তোৎপল-সদৃশ পৃথক্ পৃথক্ গোপীহস্তযুগল জল হইতে উত্থিত হইয়া পদ্মসদৃশ শ্রীকৃষ্ণের করযুগলকে বাধা দিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বক্ষে হাত দিতে চাহেন, গোপীগণ নিজ হাতে তাহাতে বাধা দেন।

পদ্মোৎপল অচেতন, চক্রবাক সচেতন,
চক্রবাকে পদ্ম আচ্ছাদয়।
ইহাঁ দুঁহার উলটা স্থিতি, ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ন্যায় হয় ॥ ৯৪

মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রকে লুঠে আসি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
অপরিচিত শত্রুর মিত্র, রাখে উৎপল এ বড় চিত্র,
এ বড় বিরোধ-অলঙ্কার ॥ ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পদ্ম—শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ পদ্ম। **লুঠি নিতে**—স্তনরূপ চক্রবাককে লুঠিয়া লইতে। **উৎপল**—গোপীর হস্তরূপ উৎপল। **রাখিতে**—স্তনরূপ চক্রবাককে রক্ষা করিতে। **দোঁহার**—পদ্ম ও উৎপলের ; শ্রীকৃষ্ণহস্তের ও গোপীহস্তের। **রণ**—যুদ্ধ।

শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ পদ্ম চক্রবাকযুগলকে লুঠিয়া নিতে উদ্যত, গোপীদিগের হস্তরূপ উৎপল চক্রবাকযুগলকে রক্ষা করিতে উদ্যত, চক্রবাকের নিমিত্তই উভয়ের এই হাতে-হাতে যুদ্ধ।

৯৪। পদ্মোৎপল অচেতন—পদ্ম এবং উৎপল অচেতন পদার্থ ; সুতরাং তাহারা কোনও বস্তু লুঠিয়া নিতে পারে না, রক্ষা করিতেও পারে না। **চক্রবাক সচেতন**—চক্রবাক এক রকম পক্ষী ; সুতরাং ইহা অচেতন নহে, সচেতন বস্তু। তাই, কোনও অচেতন বস্তু যে ইহাকে লুঠিয়া লইয়া যাইবে বা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তাহা সম্ভব নহে। **চক্রবাকে পদ্ম আচ্ছাদয়**—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অচেতন পদ্ম নিজে নিজেই আসিয়া সচেতন চক্রবাককে আচ্ছাদন করিতেছে! (এস্থলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার)। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ পদ্মদ্বারা গোপীদিগের স্তনরূপ চক্রবাকের আচ্ছাদনের কথাই বলা হইতেছে।

উপমান পদ্ম, উৎপল এবং চক্রবাকের স্বাভাবিক বাচ্যবস্তুসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই এস্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় হয় ; কারণ, অচেতন পদ্ম সচেতন চক্রবাককে আচ্ছাদন করে, আর অচেতন উৎপল তাহাকে রক্ষা করে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ পদ্ম শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পরিচালিত হইয়াই স্তনরূপ চক্রবাককে আচ্ছাদন করিয়াছে - ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সম্ভবতঃ দিব্যোন্মাদবশতঃই মহাপ্রভু পদ্ম ও চক্রবাকের স্বাভাবিক বাচ্য-বস্তুসমূহের প্রতি এস্থলে বেশী লক্ষ্য রাখিয়াছেন ; অথবা, ইহা তাঁহার গোপীভাব-সুলভ অদ্ভুত বাক্‌চাতুর্য্য।

এই ত্রিপদীতে অচেতন ও সচেতন শব্দদ্বয়ের ধ্বনি হইতে বুঝা যায়, গোপীস্তন-স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের হস্তের এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্পর্শে গোপীদের হস্তের স্তম্ভনামক সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইয়াছিল ; তাই শ্রীকৃষ্ণের হস্ত (পদ্ম) এবং গোপিকার হস্ত (উৎপল) অচেতন (অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্যসাধনে অক্ষম) হইয়া গিয়াছিল। আর গোপীগণ স্ব স্ব স্তনদেশে শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্পর্শসুখ অনুভব করিতেছিলেন ; এই স্পর্শসুখানুভবটী স্তনেতেই আরোপিত করিয়া, যেন স্তনই অনুভবশীল সচেতন বস্তুর মতন স্পর্শের অনুভব করিতেছে, এইরূপ মনে করিয়া স্তনকে (চক্রবাককে) সচেতন বলা হইয়াছে।

ইহাঁ—এই স্থানে, কৃষ্ণের রাজ্যে। **দুঁহার**—পদ্ম ও চক্রবাকের। **উল্টা স্থিতি**—বিপরীত অবস্থান। স্বভাবতঃ পদ্মের উপরেই চক্রবাক বসে, চক্রবাকের উপরে পদ্ম কখনও থাকে না ; কিন্তু এখানে চক্রবাকের (স্তনের) উপরে পদ্ম (শ্রীকৃষ্ণের হস্ত) ; ইহাই উল্টা স্থিতি।

ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি—স্থিতি যেমন উল্টা, ধর্ম্মও তেমনি উল্টা ; স্বভাবতঃ পদ্মের উপরে বসিয়া চক্রবাকই পদ্মের রস পান করে, কিন্তু এস্থলে চক্রবাকের (স্তনের) উপরে বসিয়া পদ্মই (শ্রীকৃষ্ণের হস্তই) চক্রবাকের রস (স্তনের স্পর্শসুখ) আস্বাদন (অনুভব) করিতেছে। ইহাই ধর্ম্মের (স্বভাবের) বৈপরীত্য।

ঐছে—ঐরূপ, ধর্ম্মের বৈপরীত্যরূপ। **ন্যায়**—নীতি, নিয়ম। **কৃষ্ণের রাজ্যে** ইত্যাদি—কৃষ্ণের রাজ্যের নিয়মই এইরূপ উল্টা। শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীবেশধারণ, গোপিকার পুরুষবেশধারণ ইত্যাদি অনেক উল্টা রীতি কৃষ্ণের রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

৯৫। আরও একটী অদ্ভুত নিয়মের কথা বলিতেছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মিত্রের মিত্র.......লুঠে আসি—ইহার **অন্বয়** এই:—পদ্ম, (নিজের) মিত্রের মিত্র এবং (নিজের) সহবাসী চক্রকে (চক্রবাককে) লুঠে।

মিত্রের—পদ্মের মিত্র যে সূর্য্য, তাহার; সূর্য্যের। মিত্র-শব্দের এক অর্থও হয় সূর্য্য। সূর্য্যোদয়ে পদ্ম বিকশিত হয়, এজন্য সূর্য্যকে পদ্মের মিত্র বলে। **মিত্রের মিত্র**—সূর্য্যের মিত্র চক্রবাক।

যতক্ষণ সূর্য্য আকাশে থাকে (দিবাভাগে), ততক্ষণই চক্রবাক ইতস্ততঃ বিচরণ করে; সূর্য্যাস্ত হইলে চক্রবাক নিজ বাসায় চলিয়া যায়, আর বাহিরে থাকে না। তাই চক্রবাককে সূর্য্যের মিত্র বলা হইল।

পদ্মের মিত্র হইল সূর্য্য, আর সূর্য্যের মিত্র হইল চক্রবাক; সুতরাং চক্রবাক হইল পদ্মের মিত্রের মিত্র; তাই চক্রবাক পদ্মের মিত্র।

সহবাসী—যাহারা একত্রে বাস করে। পদ্ম ও চক্রবাক উভয়েই একত্র জলে বাস করে; সুতরাং চক্রবাক হইলে পদ্মের সহবাসী।

চক্রে—চক্রবাককে।

চক্রবাক হইল পদ্মের মিত্রের মিত্র; সুতরাং পদ্মেরও মিত্র; আবার পদ্ম ও চক্রবাক একসঙ্গেই জলে বাস করে (সহবাসী); এই হিসাবেও চক্রবাক পদ্মের মিত্র। এই অবস্থায় চক্রবাককে রক্ষা করাই পদ্মের পক্ষে সঙ্গত কার্য্য হইত; কিন্তু তাহা না করিয়া, পদ্ম আসিয়া চক্রবাককে লুঠিয়া লইতে চাহিতেছে, কি আশ্চর্য্য। (বিরোধাভাস অলঙ্কার)।

কৃষ্ণের রাজ্যে ইত্যাদি—কৃষ্ণের রাজ্যে এইরূপই অদ্ভুত আচরণ।

"অপরিচিত শত্রুর মিত্র" ইত্যাদির অন্বয়:—উৎপল, নিজের অপরিচিত (চক্রবাককে) এবং নিজের শত্রুর মিত্রকে (চক্রবাককে) রক্ষা করে (রাখে), ইহা বড়ই বিচিত্র।

অপরিচিত—চক্রবাককে উৎপলের অপরিচিত বলা হইয়াছে। উৎপল রাত্রিতে প্রস্ফুটিত হয়, আর চক্রবাক বিচরণ করে দিনে; সুতরাং চক্রবাকের সঙ্গে উৎপলের দেখা-সাক্ষাৎই হয় না; তাই চক্রবাককে উৎপলের অপরিচিত বলা হইয়াছে। **শত্রুর মিত্র**—চক্রবাক হইল উৎপলের শত্রুর মিত্র, সুতরাং নিজেরও শত্রু। সূর্য্যোদয় হইলেই উৎপল মুদ্রিত হয়, যেন মরিয়া যায়; তাই সূর্য্যকে উৎপলের শত্রু বলা হয়। আর সূর্য্যের মিত্র যে চক্রবাক, তাহা পূর্ব্বার্দ্ধের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। সুতরাং চক্রবাক হইল উৎপলের শত্রুর মিত্র। **এ বড় চিত্র**—ইহা বড়ই বিচিত্র; অত্যন্ত অদ্ভুত।

চক্রবাক একে তো উৎপলের সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাতে আবার শত্রুর মিত্র, সুতরাং শত্রুতুল্য; এই অবস্থায় উৎপল যে চক্রবাককে রক্ষা করিবে, ইহা কোনও মতেই সম্ভব নয়; কিন্তু কৃষ্ণের রাজ্যে দেখিতেছি, উৎপলই (গোপীদের হস্ত) চক্রবাককে (গোপীদিগের স্তনকে) রক্ষা করিতেছে! ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার। (বিরোধাভাস অলঙ্কার।)

বিরোধ-অলঙ্কার—যেস্থলে বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই, কিন্তু বিরোধের ন্যায় মনে হয়, সে স্থলে বিরোধ-অলঙ্কার হয়। বিরোধঃ স বিরোধাভঃ বিরোধাভ ইতি ন বস্তুতো বিরোধঃ বিরোধইব ভাসত ইত্যর্থঃ॥ ইতি অলঙ্কার কৌস্তুভঃ ৮।২৬॥

পূর্ব্বোক্ত "মিত্রের মিত্র সহবাসী" ও "অপরিচিত শত্রুর মিত্র" ইত্যাদি ত্রিপদীতে বিরোধ-অলঙ্কার হইয়াছে। যথাশ্রুত অর্থে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়; কারণ, সাধারণতঃ মিত্রকে মিত্র আক্রমণ করে না, শত্রুকেও কেহ রক্ষা করে না। কিন্তু বস্তুতঃ কোনও বিরোধ নাই; কারণ, গোপীদিগের স্তনকেই শ্রীকৃষ্ণ-হস্ত আক্রমণ করিয়াছে, গোপীদিগের নিজহস্তই তাঁহাদের নিজ স্তনকে রক্ষা করিয়াছে, ইহা স্বাভাবিক।

অতিশয়োক্তি বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার পরকাশ
করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল।
যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্রকর্ণ-যুগ জুড়াইল ॥ ৯৬

ঐছে চিত্র ক্রীড়া করি, তীরে আইলা শ্রীহরি,
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ।
গন্ধ-তৈল মর্দ্দন, আমলকী উদ্‌বর্ত্তন,
সেবা করে তীরে সখীগণ ॥ ৯৭

পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্কবস্ত্র পরিধান,
রত্নমন্দির কৈল আগমন।
বৃন্দাকৃত সম্ভার, গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার,
বন্যবেশ করিল রচন ॥ ৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯৬। **অতিশয়োক্তি**—যেস্থলে উপমেয়ের উল্লেখ থাকে না, কেবল উপমানেরই উল্লেখ থাকে এবং সেই উপমান দ্বারাই উপমেয়-নির্ণয় করিতে হয়, সেই স্থলে অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার হয়। "নিগীর্ণস্যোপমানেনোপমেয়স্য নিরূপণম্। যৎস্যাদতিশয়োক্তিঃ সা ॥—অলঙ্কার-কৌস্তভঃ ৮।১৫ ॥" পূর্ব্বোক্ত "যত হেমাব্জ" ইত্যাদি ত্রিপদীতে, হেমাব্জের সঙ্গে গোপীমুখের এবং নীলাব্জের সঙ্গে কৃষ্ণমুখের উপমা দেওয়া হইয়াছে; স্থতরাং গোপীমুখ ও কৃষ্ণমুখ হইল উপমেয় এবং যথাক্রমে হেমাব্জ ও নীলাব্জ হইল তাহাদের উপমান। উক্ত ত্রিপদীসমূহে উপমেয়ের (গোপীমুখ ও কৃষ্ণমুখের) উল্লেখ নাই, কেবল উপমানের (হেমাব্জ ও নীলাব্জের) উল্লেখ আছে। এই হেমাব্জ হইতে গোপীমুখের এবং নীলাব্জ হইতে কৃষ্ণমুখের প্রতীতি করিতে হইবে। তাই উক্ত ত্রিপদীসমূহে অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার হইয়াছে। "বর্ষে তড়িদ্‌গণ" ইত্যাদি ত্রিপদীতেও অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

দুই অলঙ্কার পরকাশ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জলকেলি-লীলায়, অতিশয়োক্তি ও বিরোধ—এই দুইটী অলঙ্কারকে সাক্ষাৎ প্রকট করিয়া সকলকে দেখাইয়াছেন।

যাহা—যে দুই অলঙ্কারের প্রকটদৃশ্য। গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জলকেলিতে যে দুইটী অলঙ্কার প্রকটিত হইয়াছে তাহা; স্থূলতঃ, গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত জলকেলিরঙ্গ (আস্বাদন করিয়া আমার মন আনন্দিত হইল)।

করি আস্বাদন—প্রকট অলঙ্কার দুইটী সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া। **নেত্র কর্ণযুগ জুড়াইল**—জলকেলি দর্শনে আমার নয়ন-যুগল এবং শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদিগের নর্ম্ম-পরিহাসবাক্য শ্রবণে আমার কর্ণযুগল শীতল হইল।

"কর্ণ যুগ" স্থানে "কর্ণযুগ্ম" পাঠান্তরও আছে।

৯৭। **ঐছে**—ঐরূপ, পূর্ব্ববর্ণিত রূপ। **চিত্রক্রীড়া**—বিচিত্র ক্রীড়া; অদ্ভুত জলকেলি। **তীরে**—যমুনা হইতে উঠিয়া তীরে আসিলেন। **গন্ধতৈল**—স্থগন্ধি তৈল। **আমলকী উদ্বর্ত্তন**—একরকম গাত্রমার্জ্জন; ইহা আমলকী বাটিয়া তৈয়ার করিতে হয়। শরীরের ময়লা দূর করার জন্য ইহা গাত্রে মার্জ্জন করা হয়। **তীরে সখিগণ**—তীরস্থিতা সেবাপরা মঞ্জরীগণ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাদি যমুনা হইতে উঠিয়া তীরে আসিলে সেবাপরা মঞ্জরীগণ তাঁহাদের দেহে স্থগন্ধি তৈল এবং আমলকীর উদ্বর্ত্তন মর্দ্দন করিয়া দিলেন।

৯৮। তৈলাদি মর্দ্দনের পরে তাঁহারা সকলে আবার স্নান করিয়া শুষ্কবস্ত্র পরিলেন; তারপর যমুনা তীরস্থ রত্নমন্দিরে গেলেন।

শুষ্কবস্ত্র—জলকেলির পূর্ব্বে যে সকল "পট্টবস্ত্র অলঙ্কার" সেবাপরা মঞ্জরীদিগের নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলেন, স্নানান্তে তাহাই আবার পরিধান করিলেন। **বৃন্দা**—বৃন্দানাম্নী বনদেবী; ইনি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সহায়কারিণী। **সম্ভার**—সংগ্রহ। **বৃন্দাকৃত সম্ভার**—বৃন্দাদেবীকৃত সম্ভার; বৃন্দাদেবী শ্রীরাধাগোবিন্দের নিমিত্ত যে সমস্ত গন্ধ-পুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। **গন্ধপুষ্প অলঙ্কার**—নানাবিধ স্থগন্ধিদ্রব্য, সুন্দর ও স্থগন্ধি পুষ্প, পত্রপুষ্পাদি-রচিত নানাবিধ অলঙ্কার; এসমস্তই বৃন্দাকৃত সম্ভার। **বন্যবেশ করিল রচন**—বৃন্দাদেবীর

বৃন্দাবনে তরুলতা,　　অদ্ভুত তাহার কথা,
বার মাস ধরে ফুল-ফল।
বৃন্দাবনে দেবীগণ,　　কুঞ্জদাসী যতজন,
ফল পাড়ি আনিয়া সকল॥ ৯৯
উত্তম সংস্কার করি,　　বড় বড় থালী ভরি,
রত্নমন্দির-পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি,　　ধরিয়াছে সারি সারি,
আগে আসন বসিবার তরে॥ ১০০

এক নারিকেল নানাজাতি,　　এক আম্র নানাভাতি,
কলা কোলি বিবিধপ্রকার।
পনস খর্জ্জুর কমলা,　　নারঙ্গ জাম সমতারা,
দ্রাক্ষা বাদাম মেওয়া যত আর॥ ১০১
খরমুজা খিরিণী তাল,　　কেশর পানীফল মৃণাল,
বিল্ব পীলু দাড়িম্বাদি যত।
কোনদেশে কারো খ্যাতি,　　বৃন্দাবনে সবপ্রাপ্তি,
সহস্র জাতি, লেখা যায় কত ?॥ ১০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সংগৃহীত গন্ধ, পুষ্প ও অলঙ্কারাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাদি শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণ বন্যবেশে সজ্জিত হইলেন। বনজাত গন্ধপুষ্প এবং বনজাত পুষ্পপত্রাদির অলঙ্কার দ্বারা বেশ রচনা করা হইয়াছে বলিয়া বন্যবেশ বলা হইয়াছে।

৯৯-১০০। এই ত্রিপদীতে বৃন্দাবনের তরুলতাদির মাহাত্ম্য বলিতেছেন। বৃন্দাবনের প্রত্যেক ফলের গাছেই বারমাস সমান ভাবে ফল ধরে, প্রত্যেক ফুলের গাছেই বারমাস সমানভাবে ফুল ধরে; সুতরাং কোনও সময়েই কোনও ফলের বা ফুলের অভাব হয় না। ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার; কারণ, অন্যত্র কোনও বৃক্ষেই বারমাস ফল বা ফুল দেখা যায় না। বৃন্দাবনের তরুলতাদি স্বরূপতঃ কৃষ্ণলীলার সহায়ক চিদ্‌বস্তুবিশেষ।

দেবীগণ—বৃন্দাদেবীর কিঙ্করী বনদেবীগণ। **কুঞ্জদাসী**—যাঁহারা শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাসকুঞ্জাদির সেবা করেন, বৃন্দার নির্দ্দেশমত কুঞ্জাদি সাজাইয়া রাখেন, সেই সমস্ত বনদেবীগণ।

উত্তম সংস্কার করি—কুঞ্জদাসী বনদেবীগণ বন হইতে ফল পাড়িয়া আনিয়া সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে ভোজনের উপযোগী খণ্ডাদি করিয়া বড় বড় থালিতে ভরিয়া রত্নমন্দিরের পিণ্ডার উপরে সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

ভক্ষণের ক্রম—যে বস্তুর পর যে বস্তু খাইতে হইবে, ঠিক সেই বস্তুর পর সেই বস্তু যথাক্রমে রাখিয়াছেন।

আগে আসন—থালির সম্মুখভাগে বসিবার নিমিত্ত আসনও পাতিয়া রাখিয়াছেন।

১০১। এক্ষণে কয় ত্রিপদীতে বনজাত খাদ্যদ্রব্যের বিবরণ দিতেছেন।

এক নারিকেল ইত্যাদি—নানা রকমের নারিকেল; বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট, বিভিন্ন রকমের নারিকেল; অথবা, ডাব, দোরোখা, ঝুনা ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থার নারিকেল। **এক আম্র** ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় আম; নানারকম স্বাদবিশিষ্ট, নানারকম বর্ণের, আঁশযুক্ত, আঁশহীন, কাঁচা, পাকা, গালা ইত্যাদি। **কলা**—কদলী, রম্ভা। **কোলি**—কুল, বদরি। **বিবিধপ্রকার**—নানা রকমের কলা, নানারকমের কুল। **পনস**—কাঁঠাল। **খর্জ্জুর**-খেজুর। **নারঙ্গ**—লেবু-জাতীয় একরকম ফল। **জাম**—কালজাম, গোলাপজাম ইত্যাদি। **সমতারা**—একরকম ফল, মিষ্টিও লাগে, একটু একটু টক্‌ও লাগে; **দ্রাক্ষা**—আঙ্গুর। **মেওয়া**-পেস্তা প্রভৃতি।

১০২। **খিরিণী**—একরকম শশা। **তাল**—সম্ভবতঃ কচিতালের শাঁস। **কেশর** কেশুর। **পানীফল**—জলজ শিঙ্গারা। **মৃণাল**—পদ্মের মৃণাল। **বিল্ব**—বেল। **পিলু**-এক রকম ফল, বৃন্দাবনে পাওয়া যায়। **কোনদেশে করো খ্যাতি**—এক এক দেশ এক এক ফলের জন্য বিখ্যাত; সকল ফল এক দেশে জন্মে না। কিন্তু **বৃন্দাবনে সব প্রাপ্তি**—বৃন্দাবনে সকল দেশের সকল ফলই বারমাস পাওয়া যায়। **সহস্র জাতি**—হাজার হাজার জাতীয় ফল।

গঙ্গাজল অমৃতকেলি, পীযূষগ্রন্থি কর্পূরকেলি,
সরপূপী অমৃত-পদ্ম চিনি।
খণ্ড-খিরিসার বৃক্ষ, ঘরে করি নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি॥ ১০৩
ভক্ষ্যের পরিপাটি দেখি, কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী,
বসি কৈল বন্যভোজন।
সঙ্গে লঞা সখীগণ, রাধা কৈল ভোজন,
দোঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন॥ ১০৪
কেহো করে বীজন, কেহো পাদ-সংবাহন,
কেহো করায় তাম্বূলভক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি আমার সুখী হৈল মন॥ ১০৫
হেনকালে মোরে ধরি, মহা কোলাহল করি,
তুমি সব ইহাঁ লঞা আইলা।
কাহাঁ যমুনা বৃন্দাবন, কাহাঁ কৃষ্ণ গোপীগণ,
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০৩। ফলের কথা বলিয়া এক্ষণে মিষ্টান্নাদির কথা বলিতেছেন। গঙ্গাজল, অমৃতকেলি প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের মিষ্টান্নের (মিঠাইয়ের) নাম।

এই সমস্ত মিষ্টান্ন বনজাত নহে; শ্রীরাধা নিজগৃহে এই সমস্ত তৈয়ার করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সেবাপরা মঞ্জরীগণের দ্বারা।

১০৪। **দোঁহে**—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ; ভোজনের পরে তাঁহারা উভয়ে মন্দিরে যাইয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন।

১০৫। উভয়ে শয়ন করিলে পর সখীগণের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগকে বীজন করিতে লাগিলেন, কেহ তাঁহাদের পাদসংবাহন (পা টিপিয়া দেওয়া) করিতে লাগিলেন, আবার কেহ বা তাম্বূল ভক্ষণ করাইতে (রাধাকৃষ্ণকে পান খাওয়াইতে) লাগিলেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিদ্রিত হইলে সখীগণ নিজ নিজ স্থানে যাইয়া শয়ন করিলেন।

দেখি আমার ইত্যাদি—শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন, সখীদিগের সেবা এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিদ্রা দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত আনন্দিত হইল।

১০৬। **হেনকালে**—যখন আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও সখীগণের নিদ্রা দেখিয়া সুখ অনুভব করিতেছিলাম, ঠিক সেই সময়ে। **তুমি সব**—তোমরা সকলে। স্বরূপদামোদরাদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। **ইহাঁ**—এই স্থানে, বৃন্দাবন হইতে। এই ত্রিপদী হইতে বুঝা যায়, এখন প্রভুর অন্তর্দশার ঘোর (যাহা অর্দ্ধবাহ্যদশায় ছিল, তাহার) অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে, বাহ্যদশার ভাবটাও কিছু বেশী হইয়াছে। তাই পার্শ্বস্থ লোকদিগকে লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন। কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ বাহ্য হয় নাই—পার্শ্বে লোক আছে, ইহাই বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু এই লোক কে, তাহা এখনও চিনিতে পারেন নাই।

কাহাঁ যমুনা ইত্যাদি—বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-দর্শনের সুখ হইতে বঞ্চিত হওয়ায় প্রভু অত্যন্ত খেদ করিয়া বলিতেছেন—"হায়! হায়! আমি যাহা এতক্ষণ পরম-সুখে দেখিতেছিলাম, সে যমুনা কোথায়? সেই বৃন্দাবন কোথায়? সেই কৃষ্ণ কোথায়? সেই শ্রীরাধিকাদি গোপীগণই বা কোথায়? কেন তোমরা আমাকে তাঁহাদের দর্শনানন্দ হইতে বঞ্চিত করিলে?"

কেহ কেহ বলেন, এই জলকেলি-সম্বন্ধীয় প্রলাপটি চিত্রজল্পের অন্তর্গত সুজল্পের দৃষ্টান্ত। আমাদের তাহা মনে হয় না; কারণ, ইহাতে চিত্রজল্পের সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না (৩।১৫।২১ ত্রিপদীর টীকার শেষভাগ দ্রষ্টব্য) ইহাতে সুজল্পের বিশেষ লক্ষণও (গাম্ভীর্য্য, দৈন্য, চপলতা, উৎকণ্ঠা ও সরলতার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-বিষয় জিজ্ঞাসা) নাই। কেহ কেহ বলেন, "কাহাঁ যমুনা বৃন্দাবন" ইত্যাদি বাক্যে "সোৎকণ্ঠ সরলভাবে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয় জিজ্ঞাসা" আছে,

এতেক কহিতে প্রভুর কেবল বাহ্য হৈল।
স্বরূপগোসাঞিকে দেখি তাঁহারে পুছিল— ॥১০৭
ইহাঁ কেনে তোমরা সব আমা লঞা আইলা।
স্বরূপগোসাঞি তবে কহিতে লাগিলা ॥ ১০৮
যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা।
সমুদ্রতরঙ্গে ভাসি এতদূর আইলা ॥ ১০৯
এই জালিয়া জালে করি তোমা উঠাইলা।
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হৈলা ॥ ১১০
সব রাত্রি তোমারে সভে বেড়াই অন্বেষিয়া।
জালিয়ার মুখে শুনি পাইলুঁ আসিয়া ॥ ১১১
তুমি মূর্চ্ছা ছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া।
তোমার মূর্চ্ছা দেখি সভে মনে পাই পীড়া ॥ ১১২
কৃষ্ণনাম লৈতে তোমার অর্দ্ধবাহ্য হৈল।
তাতে যে প্রলাপ কৈলে তাহায়ে শুনিল ॥ ১১৩
প্রভু কহে স্বপ্ন দেখিলাঙ—বৃন্দাবনে।
দেখি—কৃষ্ণ রাস করে গোপীগণ সনে ॥ ১১৪
জলক্রীড়া করি কৈল বন্যভোজনে।
দেখি আমি প্রলাপ কৈল—হেন লয় মনে ॥ ১১৫
তবে রূপগোসাঞি তাঁরে স্নান করাইয়া।
প্রভুরে লঞা ঘর আইলা আনন্দিত হঞা ॥১১৬
এই ত কহিল প্রভুর সমুদ্র-পতন।
ইহা যেই শুনে—পায় চৈতন্যচরণ ॥ ১১৭
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১৮

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সমুদ্র-পতনং নাম অষ্টাদশপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাই ইহা সুজল্প। কিন্তু সুজল্প হইতে হইলে সুজল্পের বিশেষ লক্ষণ তো থাকিবেই, চিত্রজল্পের সাধারণ লক্ষণও থাকা চাই; চিত্রজল্পের সাধারণ লক্ষণ না থাকিলে, কেবল সুজল্পের বিশেষ লক্ষণ থাকিলেও সুজল্প হইবে না। এই প্রলাপে চিত্রজল্পের লক্ষণ নাই, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুজল্পের বিশেষ লক্ষণ আছে বলিয়াও মনে হয় না। "কাহাঁ যমুনা" বৃন্দাবনাদি প্রভুর আক্ষেপোক্তি, সরলতা ও উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক জিজ্ঞাসা নহে। এই প্রলাপটী দিব্যোন্মাদের বাচনিক অভিব্যক্তির বৈচিত্রী-বিশেষ। (৩।১৫।২১ ত্রিপদীর টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।)

১০৭। **এতেক কহিতে**—"কাহাঁ যমুনা" ইত্যাদি বলিতে বলিতেই। **কেবল বাহ্য**—সম্পূর্ণ বাহ্যদশা। **স্বরূপ গোসাঞিকে দেখি**- কেবল বাহ্য হইতেই পার্শ্বস্থ স্বরূপ-দামোদরকে চিনিতে পারিলেন।

১০৮। **ইহাঁ**—এই স্থানে, সমুদ্রতীরে।

১০৯। "যমুনার ভ্রমে" হইতে স্বরূপ-দামোদরের উক্তি, প্রভুর প্রতি।

১১৩। এই পর্য্যন্ত স্বরূপ-দামোদরের উক্তি শেষ।

১১৪। **স্বপ্ন দেখিলাঙ**—প্রভু গোপীভাবের আবেশে যাহা দেখিয়াছেন, তাহা এখন স্বপ্নবৎ জ্ঞান হইতেছে।

কৃষ্ণ রাস করে ইত্যাদি—প্রলাপে এই রাসের কথা বলেন নাই। সম্ভবতঃ সমুদ্রে পতনের পূর্ব্বে যে ভাবাবেশে প্রভু বনে বনে ঘুরিতেছিলেন, তখনই রাস দর্শন করিয়াছিলেন; তারপর সমুদ্রে পড়িয়া জলকেলি আদি প্রলাপ-বর্ণিত লীলা দর্শন করিয়াছেন।

১১৫। **জলক্রীড়া**—রাসের পরে জলকেলি, তারপর বন্যভোজন করিয়াছেন।

প্রভু যাহা দেখিয়াছেন, তাহা তিনি বাস্তবিকই দেখিয়াছেন, এ সমস্ত সাধারণ মানুষের ন্যায় তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফল নহে।

১১৬। **রূপগোসাঞি**—স্বরূপগোস্বামী।